শ্রীশ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ।

শ্রীমহানাটক।

অর্থাৎ

শ্রীরামচন্দ্র চরিত শ্রীমদ্ধনুমতা বিরচিত।

ইদানীং।

শ্রীযুত মধুসূদন মিশ্র কর্ত্তৃক সাধু ভাষায়।

পয়ারাদি ছন্দে বিরচিত।

যন্ত্রাধ্যক্ষঃ।

শ্রীবিশ্বম্ভর লাহা।

কবিতারত্নাকর যন্ত্রে মুদ্রিত হইল।

কলিকাতা।

চিৎপুররোড্ ৭৭।২ নম্বর।

শকঃ ১৭৮০

২২ জ্যৈষ্ঠ

শ্রীমহানাটক।

রামলীলোদয়ঃ।

নমো গণেশায় নমঃ।

বিঘ্নেশোবঃসপায়াৎ ত্রিগুণ সচিবস্তাং যোহবলম্ব্যানুবারং, বিশ্বঞ্চীচীন সৃষ্টিস্থিতি বিলয়মজঃ স্বেচ্ছয়া নির্ম্মিমীতে। যস্যেয়ত্তামতীত্য প্রভবতি মহিমাকোহপি লোকব্যতীত, স্ত্যক্তোগশ্চক্ষুরাদ্যৈরপি নিপুণ তমৈ বীক্ষণাদি ক্রিয়াসু ॥ ১ ॥

অস্যার্থঃ। ত্রিগুণ সহায় করিলেক যেই জন। বিশ্বপতি ভগবান করেন রক্ষণ ॥ সংসারের সৃষ্টি স্থিতি বিলয় বারেবার। স্বেচ্ছায় করেন তিনি নির্ম্মাণ তাহার ॥ যাহার মহিমা সীমা নিশ্চয় না হয়। বিশ্বকর্ত্তা সেই জন তিনি বিশ্বময় ॥ অতীন্দ্রিয় সেই রূপ কহনে না যায়। মানব কর্ত্তৃক তেঁহ দৃষ্টিযোগ নয় ॥ কিন্তু তিনি দর্শনাদি ক্রিয়াতে নিপুণ সকল ক্রিয়াতে পটু নাহি হন নন ॥ ১ ॥

বিঘ্নেশোবঃ স পায়াজ্জলনিধি মখিলং পুষ্করাগ্রেণ পীত্বা, যস্মিন্ কৃত্যস্তোয়ং বিসৃজতি সকলং দৃশ্যতে ব্যোম্নিদেবৈঃ। ক্কাপ্যাহস্তঃ ক্কাপিবিষ্ণুঃ ক্কচ কমলভূঃ ক্কাপ্যাহনস্তঃ ক্কচশ্রীঃ, ক্কাপো র্ব্বীঃ ক্কাপিশৈলাঃ ক্কচ মণিগণাঃ ক্কাপি নক্রাদি চক্রং ॥ ২ ॥

বিঘ্নেশ গণেশ তিনি নিত্য নিরুপম। হেরম্ব সে হরসুত করেন রক্ষণ ॥ শুণ্ডাগ্রে ধরিয়ে সিন্ধু বিশেষ আদান। অখিল জীবন নিধি করিলেন পান ॥ জলনিধি হৈতে জল উদ্ধার করিয়ে। শূন্যেতে সৃজন পরে বিশেষ বুঝিয়ে ॥ দনুজ দলন দল দেখেন নয়নে। কুত্রোজল কুত্রবিষ্ণু ব্রহ্মা কোন স্থানে। কোনস্থানে সর্পরাজের বিশেষে বসতি। কুত্রোলোকে পদ্মালয়া করিছেন স্থিতি ॥ কোথায় বাড়বানলের ক্ষরিছে কিরণ। কুত্রোদেশে শৈলবর্গ করেন স্থাপন ॥ মণি মুক্তা বহু মূল্য নিধি কোন স্থানে। হাঙ্গর আদি নক্রগণ বিশেষ বিধানে

জয়তি রঘুবংশতিলকঃ কৌশল্যানন্দি বর্দ্ধনোঃরামঃ।
দশবদন নিধনকারী দাশরথীঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ ॥ ৩ ॥

জয়যুক্ত হওরাম রঘুবংশ পতি। কৌশল্যার আনন্দকারী ধর্ম্মে শুভমতি ॥ রাবণ নিধনকারী কমললোচন। সূর্য্যবংশে দশরথ রাজার নন্দন ॥ ৩ ॥

নমামি দেবং সুরকল্প বৃক্ষং, ধনুর্দ্ধরং নীরদ নীলগাত্রং।
গুণভিরামং কমলাননন্তং, যদ্যাস্পদং ন ক্ষণমুজ্ঝতিশ্রীঃ ॥

নমস্কার করি দেব দেব কল্পতরু। নীরদ বরণ রূপ লজ্জিত সুমেরু ॥ ধনুর্দ্ধর জনাভিরাম কমলানন তুমি। ক্ষণমাত্র ত্যজে নহে কমলাও ভূমি ॥ ৪ ॥

রামং লক্ষ্মণং পূর্ব্বজং রঘুবরং সীতাপতিং সুন্দরং,
কাকুৎস্থং করুণাময়ং গুণনিধিং বিপ্রপ্রিয়ঃ ধার্ম্মিকং।
রাজেন্দ্রং সত্যসন্ধং দশরথতনয়ং শ্যামলং শান্তমূর্ত্তিং
বন্দে লোকাভিরামং রঘুকুলতিলকং রাঘবং রাবণারিং ॥

লক্ষ্মণ পূর্ব্বজ রাম তুমি রঘুবর। জানকীর পতি প্রভু পরম

সুন্দর ॥ কাকুৎস্থ বংশেতে জন্ম কৃপাময় রাম। ব্রাহ্মণের প্রিয়কারী তুমি গুণধর্ম্ম ॥ রাজাশ্রেষ্ঠ সত্যশীল দশরথ সুত। শ্যামল সুন্দর কিবা রূপ গুণযুত ॥ শান্তমূর্ত্তি বন্দিলাম লোকের অভিরাম। রাবণারি রঘুবংশে রাম তব নাম ॥ ৫ ॥

মনোঽভিরামং নয়নাভিরামং, বচোঽভিরামং শ্রবণাভিরামং। সদাভিরামং সততাভিরামং, বন্দে সদা দাশরথিঞ্চ রামং ॥ ৬ ॥

মনভিরাম তুমি নয়নাভিরাম। বচনের অভিরাম সদা অভিরাম ॥ সততাভিরাম তব বন্দিনু চরণে। সদা দাশরথী রাম রাখিবে কল্যাণে ॥ ৬ ॥

শ্রীরামচন্দ্র ভুবি বিস্তৃত কীর্ত্তিচন্দ্র, স্মেরাস্য চন্দ্র রজনীচর পদ্মচন্দ্র। আনন্দ চন্দ্র রঘুবংশ সমুদ্রচন্দ্র, সীতামনঃ কুমুদচন্দ্র নমো নমস্তে ॥ ৭ ॥

রামচন্দ্র নাম তব প্রকাশিত ভূমি। ধরাতে বিস্তৃত কীর্ত্তি চন্দ্ররূপ তুমি ॥ হাস্যযুক্ত আস্য কিবা তুল্য নিশাকর। নিশাকর পদ্মে তুমি হও শশধর ॥ রঘুবংশ সিন্ধু শশীময় দ্বিজ রাজ। জানকী কুমুদ চিত্তে সুধাংশু বিরাজ ॥ নমস্কার করি রাম আমি বারবার। ভব ভয় হৈতে রাম করহে নিস্তার। ৭।

কল্যাণানাং নিদানং কলিমল মথনং জীবনং সজ্জনানাং, পাথেয়ং যন্মুমুক্ষোঃসপদি পরপদপ্রাপ্তয়ে প্রস্থিতস্য। বিশ্রাম স্থানমেকং কবিবর বচসাং পাবনং পাবনানাং, বীজং ধর্ম্মদ্রুমস্য প্রভবতু ভবতাং ভূতয়ে রামনাম ॥ ৮ ॥

জগতে ভবে ছু [illegible] বল্যাণ কর [illegible] কলির কলুষ রাম করিল

মথন॥ আর তুমি হও প্রভু সজ্জন জীবন। কবির বচন শুন কমললোচন॥ পরপদ প্রাপ্তিহেতু প্রীত যে জন। পাপেতে সম্বল তার রঘুর নন্দন॥ ধর্মরূপ বিটপীর হৈয়েছ কারণ। আছয়ে তোমার নাম বনের সাধন॥ ৮॥

এতৌদ্বৌ দশকণ্ঠ কণ্ঠকদলীকান্তারকান্তিচ্ছিদৌ, বৈদেহীকুচকুম্ভ কুঙ্কুমরজঃ সান্দ্রারুণাঙ্কাঙ্কিতৌ। লোকত্রাণ বিধান সাধু সবল প্রারব্ধ যূপৌ ভুজৌ, দেয়াস্তা মৃদু বিক্রমৌ রঘুপতেঃ শ্রেয়াংসি ভূয়াংসিবঃ॥ ৯॥

সুদীর্ঘ ভুজের কথা কি কহিব আর। রাবণের কণ্ঠচ্ছেদে বিক্রম তাহার॥ জানকীর কুচকুম্ভে আছয়ে কুঙ্কুম। তাহাতে অঙ্কিত কর শরেতে নিপুণ॥ জনত্রাণ বিধানে বিহিত অতিশয়। উত্তম যজ্ঞের যূপ সেই হস্তদ্বয়॥ লোকের মঙ্গলদায়ী বিক্রম প্রচুর। ভূয়াংসি কল্যাণকারী জানে সুরাসুর॥ ৯।

বাল্যক্রীড়িত মিন্দু-শেখর ধনুর্ভঙ্গাবধি প্রস্তুতা, প্রোক্তে কানন সেবনাবধি কৃপা সুগ্রীব সখ্যাবধি। আজ্ঞা বারিধি বন্ধনাবধি যশো লঙ্কেশ নাশাবধি, শ্রীরামস্য পুনাতু লোকমহিমা জানক্যুপেক্ষাবধি॥ ১০॥

কহিতব বাল্যলীলা যে রূপ যখন। মহেশের ধনুর্ভঙ্গে হৈল সমাপন॥ নম্রতা বিস্তৃতা অতি অনেক বিষয়ে। কানন সেবনাবধি গেল সমাপিয়ে॥ কপিরাজের সহ সখ্য যে রূপ করিলে। তাহার কৃপার সীমা সকলে দেখিলে॥ বারিধি বন্ধনাবধি আজ্ঞা সমাপন। লঙ্কেশের শেষাবধি যশের ঘোষণ॥ পবিত্র জনক রাম তব এসকল। জানকী উপেক্ষাবধি মহিমা অচল॥ ১১॥

বাল্মীকের্বদনারবিন্দগলিতং হৃদ্যং পরং পাবনং,
শ্রোত্রংবাপমৃতং পিবন্ত্যনুদিনং যেশ্রোত্রপাত্রৈর্জনাঃ।
বিষ্ণোঃ সচ্চরিতং চরাচর গুরো রামায়ণং সাদরা,
স্তেষাং শ্রীর্বিমলা ভবত্যনুদিনং নশ্যন্তিচারাতয়ঃ। ১১।

বাল্মীকের মুখহৈতে নির্গতা যে বাণী। পরম সে হৃদ্যকথা সুধাসম জানি॥ কৃষ্ণের চরিত্র কথা অতি সুধাময়। চরাচর গুরু হরি জানিহ নিশ্চয়॥ সাদর করিয়ে শুনে যেবা রামায়ণ তাহার বিমলা লক্ষ্মী অচলা সাধন॥ তদীয় জনের শত্রুনাশ দিনে দিনে। ইহাতে সংশয় নয় প্রমাণ পুরাণে॥ ১১॥

বাল্মীকেরুপদেশতঃ স্বয়মহো বক্তাহনূমান্ কপিঃ,
শ্রীরামস্য রঘূদ্বহস্য চরিতং সৌম্যাবয়ং নর্ত্তকাঃ।
গোষ্ঠীত্যাবদিয়ং সমস্ত সুমনঃসংযেনসম্বেষ্টিতা, তদ্বীরাঃ
কুরুত প্রমোদ মধুনা বক্তাস্মি রামায়ণং॥ ১২॥

হনূমান বক্তাকপি বাল্মীকের আদেশে। রঘূদ্বহ রাম তব চরিত্র বিশেষে॥ বরঞ্চ নর্ত্তকাসবে কহিনু নিশ্চয়। ইহাও শোভিতা সভা সুমন আশ্রয়॥ সম্বোধনে বীরগণে নিবেদন করি। সে হেতু প্রমদ কর নিস্তারিত হরি॥ অস্মিবক্তা রামায়ণ সভ্যে সুশোভন। কলুষ বারণ রাম কমললোচন। ১২

রাজাসীৎস মহারথো দশরথশ্চণ্ডাংশুবংশাগ্রণী, তস্যা
সনকমনীয় কেলিনিলয়াস্তিস্রো মহিষ্যঃ শুভাঃ। বীরা
স্তাং চতুর সুতানসূযবিরে রামংতথা লক্ষ্মণং, শত্রুঘ্নং
ভরতঞ্চ কৈটভরিপোঃ রংশাবতারা অমী॥ ১৩॥

আছিল সে মহারাজা নাম দশরথ। সূর্য্যবংশে অগ্রগণ্য খ্যাতি মহারথ॥ ত্রিভয়মহিষী শুভা ছিল যে তাহার। লীলায়

লইয়া রাজা করিত বিহার ।। ধীর বীর হারি পুত্র তাহাতে সুভগ, রামাদি ভরতত্রয় অপর লক্ষ্মণ।। কৈটভারি যদুনাথ নাম দর্প হারী। সূর্য্যবংশে ত্বদীয়াংশে উদ্ভব এচারি ।। ১৩ ।।

শত্রুঘ্ন রাজপুত্র স্তদন সমভব চ্ছত্রনিষ্ঠৈক বীরঃ, সোহয়ং স্নেহানুরক্ত্যা ভরত মনুগতঃ কেকয়ী সূনমের।
সৌমিত্রী রাম মেবাম্বগম দশসদা ধর্মকর্ম্ম প্রবীণঃ,
শ্রীমদ্দাশরথঃ স্বয় মররিপো রংশাবতারা অমী। ১৪।

রাজপুত্র শত্রুঘ্ন ভরতানুচর। শত্রুঘ্ন নাম ধর তুমি বীরবর।। অতিস্নেহে হও তুমি ভরতানুগত। কেকয়ী সন্তান স্নেহ আছয়ে বিদিত।। সৌমিত্রী লক্ষ্মণ সদা রাম অনুচর। ধর্ম্ম কর্ম্ম প্রবীরশ্চ ধর্ম্মবুদ্ধি কর।। মুররিপু মধু মথন তব অংশতার অমীও রামাদি সর্বে মহিমা অপার।। ১৪ ।।

তেষাং রামঃ কুশিক তনয় প্রার্থিতো যজ্ঞসিদ্ধৈ, তাত স্যাজ্ঞাং শিরসি বিদধল্লক্ষ্মণেনানুযাতঃ। পৌরস্ত্রীভি র্নয়ন কমলৈঃ সাদরং বীক্ষ্যমাণঃ, ক্রব্যাদানী নিধন কুতকী যজ্ঞভূমিং প্রতস্থে।। ১৫ ।।

নরেন্দ্র তনয় মধ্যে মনোহর রাম। মনোবাঞ্ছা পূর্ণকারী মঙ্গল বিশ্রাম।। কুশিত তনয় কর্ত্তৃ কৌশল্যা কুমার। যাচিত্তো রক্ষণে যজ্ঞ দিলে যজ্ঞভার।। ত্বরিতে তাতের আজ্ঞা শিরসি বন্দন লক্ষ্মণ সহিতে রাম করিলা গমন।। নয়ন কমলে দেখে কমলাক্ষী নারী। সাদরেতে বীক্ষমান হইলেন হরি।। নরারি নিধনে নীতি নিয়ত কৌতুক। যজ্ঞভূমি জয়হেতু যাত্রো যজ্ঞভুক ।।১৫

ততঃ শ্রীরামচন্দ্র তপোবনং প্রবিশতি বৈতালিক বাক্যং।

রামচন্দ্র তপোবন করিল প্রবেশ। বৈতা

লিক বাক্য সব বলিল বিশেষ ॥

বিদ্যাং বিশিষ্টাং বিজয়াং জয়াঞ্চ সম্প্রাপ্য সম্যগনু গাধিপুত্রাৎ। রক্ষাং সিহন্তুং ক্রতুবন্ধু বন্ধুঃ সমাগতঃ সম্প্রতি রামচন্দ্রঃ ॥ ১৬ ॥

বিশিষ্টা বিজয়া বিদ্যা সম্যকে পাওন। গাধেয় হইতে শুন করেন গমন॥ ক্রতুবন্ধু বন্ধু রাম রাক্ষস হরণে। সম্প্রতি স-সমাগতা মুনি সন্নিধানে ॥ ১৬ ॥

মারীচ নিজ ঘান রাক্ষস চমূনাথং স্বয়ং রাঘবঃ, সর্ব্বে হন্যেকিল লক্ষ্মণস্য বিশিখৈর্যাতাঃ কৃতান্তালয়ং। তোষং প্রাপুরথোমহর্ষি সহিতাঃ সর্ব্বে পুরা ব্রাহ্মণাঃ, তাভ্যাং সংযুযুজুঃ শুভাশিষ মতিস্ফীতাঃ সমাপ্তঃক্রিয়াঃ। ১৭।

নিশাচর সেনাপতি মারীচ দুর্জন। পরাভব কৈল তাকে কৌশল্যানন্দন ॥ অন্যে সর্ব্বে গেল যদি লক্ষ্মণের বাণে। পরেতে চলিল তারা কৃতান্ত সদনে॥ মহর্ষি সহিত সর্ব্বে আহ্লাদ পাইল। দুরাশয় দুষ্টচয় দূরীকৃত হৈল॥ লক্ষ্মণ সহিত রামে মঙ্গল যোজন। অতিস্ফীতা যদি ক্রিয়া হৈল সমাপন। ১৭

হতেরক্ষঃ কুলে তত্র রামেণ বিধিবৎ ক্রতৌ। নিবৃত্তি কৌশিক প্রায়াস্তাভ্যাং জনকপত্তনং ॥ ১৮ ॥

রামকৃত রক্ষকুল যদি হত হৈল। বিধিবৎ প্রকারে তবে যজ্ঞ নিবর্ত্তিল ॥ বিশ্বামিত্র মুনি আর শ্রীরাম লক্ষ্মণ। গমন করিল পরে জনক সদন ॥ ১৮ ॥

অথ মিথিলাং প্রবিশতি রামে বৈতালিকৈঃ পঠিতং।

রাম যদি প্রবেশিলা মিথিলা ভুবনে। বিনয় করিয়া পাঠ করে ভাটগণে ॥

গোপ্তঃ কুশিকাত্মজায় মুনয়ে ত্যক্তেন যজ্ঞোৎসব, প্রত্যূহ প্রশমায় বর্ত্ম বিপিনে হত্বা স্থিতাং তাড়কাং। লব্ধাস্ত্রাণি মুনেরবেক্ষচ মুখং তস্যানুগঃ কৌতুকাৎ, সোহয়ং সম্প্রতি রাঘবো নিমিপতেঃ প্রাপ্তঃ পুরীং সানুজঃ ॥ ১৯॥

দশরথ কর্ত্তৃ দত্ত মুনয়ে যে জন। প্রত্যূহ প্রশম যজ্ঞ ত্বদীয় কারণ ॥ অরণ্য পথের মধ্যে তাড়কা রাক্ষসী। তাহাকে নিধন করে রামচন্দ্র আসি॥ লাভাস্ত্র-হইয়েপরে যজ্ঞ দেখিলেন তদন্তে মুনির পিছে রাম চলিলেন॥ সম্প্রতি সেই রাম অনুজ সহিত। জনকের পুরী যেন পাইল ত্বরিত॥ ১৯ ॥

জনক বাক্যং। অসুর সুরভুজঙ্গ বানরাণা, মথ নর কিন্নর সিদ্ধ চারণানাং। নময়তি যদি কোহপি চাপ মৈশং, মম দুহিতুঃ স পরিগ্রহং করোতু॥ ২০ ॥

সুরাসুর ভুজঙ্গাদি মানব কিন্নর। সিদ্ধগণ আদি করে আর যত চর ॥ ধনুক নমনে যদি কেহ শক্ত হও। কন্যা বিধি পরিগ্রহ করি তবে লও॥ ২০॥

তৎশ্রুত্বা রাবণদূতঃ সৌষ্কলঃ সকোপং।

শ্রবণ করিয়ে পরে লঙ্কেশ কিঙ্কর। কোপেতে কুপিত হয়ে করিছে উত্তর॥

সার্দ্ধং হরেণ হরবল্লভয়া গিরীশং, হেরম্বষন্মুখ বৃষ প্রম থাবকীর্ণং। কৈলাস মুদ্ধৃতবতো দশকন্ধরস্য, কেয়ং ক্কতে ধনুষি দুর্মদয়োঃ পরিক্ষা॥ ২১ ॥

হরসহ হৈমবতী হেরম্বসহিত। ষড়ানন বৃষবর প্রথম বেষ্টিত ঈদৃশ কৈলাস গিরি উদ্ধার করিল। তাহাতে তদীয় কীর্ত্তিভগন

ব্যাপিল ॥ এহেন সে লঙ্কাপতি বাহু সে দুর্বার। এই রূপে হব চাপে পরিখা তাহার ॥ ২১ ॥

তয়োরুক্তি প্রত্যুক্তী।

জনকের বাক্য যদি অবসান হৈল। শক্ত হৈয়ে পৌষ্কল উত্তর করিল ॥

মাহেশ্বরং ধনুঃ কুর্য্যাদধিজ্যংশ্চেদদামাহং। গুরোঃ শম্ভোর্ধনুর্নোচেচ্চূর্ণতাং করোতি ক্ষণাৎ ॥ ২২ ॥

অধিজ্য করয়ে যদি বৃষধ্বজ ধন। করি তারে কন্যাদান সীতা ক্ষিতিজন ॥ ত্রিপুরারি ধনু এই না হইত যদি। সভাস্থলে ক্ষণ কালে করি চূর্ণ বিধি ॥ ২২ ॥

ইত্যুক্ত্বা দূতে গতে।

একথা কহিয়ে দূত করিল গমন। শুনহে সুশীল জন করে একমন

সভায়াং নৃপযুক্তায়াং জনকস্য পুরোহিতঃ। শতানন্দো বচঃ প্রাহ শৃণুতাং সর্বভূভৃতাং ॥ ২৩ ॥

শশধর শত শত যেন শোভা পায়। তেমতি ভূপতি চয় সভায় উদয় ॥ সে সভায় শতানন্দ কহিল বচন। জনকের পুরোহিত প্রবীণ সুজন ॥ শুনহে নরেন্দ্রনাথ ভূপতি সকল। সূর্য্য সম দেখি তেজঃ প্রতাপ প্রবল ॥ ২৩ ॥

শৃণুত জনক শুল্কং ক্ষত্রিয়াঃ সর্ব্ব এতে, দশবদন ভুজানাং কুণ্ঠিতা যত্র শক্তিঃ। নময়তি ধনুরৈশং যঃ সহারোপণেন, ত্রিভুবনজয় লক্ষ্মী মৈথিলী তস্য দারাঃ ॥ ২৪ ॥

শ্রবণ করহ সর্ব্বে জনকের পণ। ক্ষত্রিবংশে অবতংস সুশীল সুজন ॥ রাবণের ভুজশক্তি যাহাতে কুণ্ঠিতা। শৈবধনু সেই

বটে করিছ অমুতা ॥ বাণ আরোপণে তবে কর অতিত্বরা। ত্রিভুবন জয়লক্ষ্মী হইবেক দারা ॥ ২৪ ॥

নৃপতিভিরব গৃহীতে ধনুষি জনক বাক্যং।

ইন্দ্রসম ধরানাথ সকল ভূপতি। ধনুষি ধারণে যদি হীন হৈল গতি॥ মিথিলার অধিপতি নরেন্দ্র ভূপতি। কিঞ্চিৎ বিলম্বে কহে মধুর ভারতি॥

আদ্বীপান্তরতোহপ্যমী নৃপতয়ঃ সর্ব্বে সমাভ্যাগতাঃ,
কন্যেয়ং কলধৌত কোমলরুচিঃ কীর্ত্তিস্তু লাভাস্পদং।
নাকৃষ্টং নচ টঙ্কিতং ন নমিতং নোত্থাপিতং স্থানতঃ,
কেনাপীদমহোমহদ্ধনুরতো নির্বীর মুর্বীতলং ॥ ২৫ ॥

দ্বীপান্তর হৈতে সর্ব্বে আগত ভূপতি। ইন্দ্র চন্দ্র সূর্য্যসম তেজোময় অতি॥ এই যে স্বরূপা কন্যা ধৌত স্বর্ণসমা। ইহাকে লইলে কীর্ত্তি হবে নিরুপমা॥ আকর্ষণে শক্ত কেহ না হইল যদি। টঙ্কার করণে সর্ব্বে সেইরূপ বিধি॥ কোনজন কর্তৃ ধনু, না হয় নমন। শক্ত না হইল কেহ করে উত্থাপন॥ বীরশূন্য ধরাতল জানিনু নিশ্চয়। এইরূপ বাক্য বহু শতানন্দ কয়॥ ২৫।

সখিজন বাক্যং।

অনন্তর সখি জনের বাক্য।

রামো দূর্ব্বাদলশ্যামো জানকী কানকীলতা।
অনয়োর্যোগ্যউদ্বাহো ধনুর্ভঙ্গঃ পণোমহান্ ॥ ২৬ ॥

নীরদ নির্ম্মল তনু দূর্ব্বাদল শ্যাম। নির্জ্জনে নির্ম্মাণ বিধি করিল শ্রীরাম॥ স্বর্ণলতা সমা সীতা জনকনন্দিনী। কনক কামিনী যেন গজেন্দ্র গামিনী॥ উভয়ের যোগ্য বটে বিবাহ ঘটন। মহেশের ধনুভঙ্গ অতি মহাপণ॥ ২৬।

কমঠপৃষ্ঠ কঠোরমিদং ধনুর্মধুর মূর্ত্তিরসৌ রঘুনন্দনঃ।
কথমধিজ্য মনেন বিধীয়তা মহহতাত পণস্তব দারুণঃ। ২৭

কমঠের পৃষ্ঠতুল্য কঠোর এধনুঃ। সুমধুর মূর্ত্তি রাম সুকোমল তনু॥ কি রূপে কেমনে হবে অধিজ্য বিধান। রাম কর্ক্কশ হবে নাহি লয় প্রাণ॥ মহাখেদে মমতাপ হতেছে দ্বিগুণ। তবপিতা জনকের কি পণ দারুণ॥ ২৭॥

শ্রীরামে লজ্জাং কুর্বতি সীতায়া উৎসাহং বর্দ্ধয়ল্লক্ষ্মণঃ।
দেব শ্রীরঘুনাথ কিং বহুতয়া দাসোঽস্মিতে লক্ষ্মণো,
মের্বাদীনপি ভূধরান্নগণয়েজ্জীর্ণঃ পিনাকঃ কিয়ান॥ ২৮

রামচন্দ্রে লজ্জাকরি লক্ষ্মণ ঠাকুর। জানকী উৎসাহ ক্রমে করিল প্রচুর॥ শুন দেব রঘুনাথ মোর সম্বোধন। জল্পনা কি কর বহু কমললোচন॥ তবভৃত্য আমিহই অনুজ লক্ষ্মণ। মের্বাদি ভূধরগণ না করি গণন॥ জীর্ণ এপিনাক ধনুঃ তুচ্ছ আমি দেখি। ওচরণ বলে রাম ভয় নাহি রাখি॥ ২৮॥

তস্মামাদিশ বীর যস্য ভবতোবাক্যাদহং কৌতুকী।
প্রোদ্ধর্ত্তুং প্রচলায়িতুং নময়িতুং ভঙ্ক্তুং সদৈবংক্ষমঃ॥ ২৯

সে হেতু আদেশ মোরে কর বীরবর। তোমার বাক্যেতে মোর কৌতুক অপার॥ প্রকর্ষে ধারণ ধনুঃ প্রকৃষ্ট চলন। নমন ভঞ্জন যোগ্য হইবে লক্ষ্মণ॥ ২৯॥

গৃহীতে হরকোদণ্ডে রামে পরিণয়োন্মুখে। পস্পন্দে
নয়নং বামং জানকী জামদগ্ন্যয়োঃ॥ ৩০॥

বিবাহ উন্মুখে রাম হইয়ে সত্বর। মহেশের মহাধনুঃ গ্রহণ তৎপর॥ জামদগ্ন্য জানকীর স্পন্দন নয়ন। উভয়ের বাম নেত্র কাঁপে সেইক্ষণ॥ ৩০॥

রাম কর্ত্তৃক ধনুর্ব্বদি গৃহীত হইল। অনন্তর লক্ষ্মণ
পরে কহিতে লাগিল।

পৃথ্বী স্থিরাভব ভুজঙ্গম ধারয়ৈনাং, ত্বং কূর্ম্মরাজ
ত্বমিদং দ্বিতীয়ং দধীথাঃ। দিক্‌কুঞ্জরাঃ কুরুত তস্মি
ত্রয়েদিধীর্ষামার্য্যঃ, করোতি হরকার্ম্মুক মাতভজ্যং। ৩১

অবনি হে স্থিরা তুমি হও এইক্ষণ। হে ভুজঙ্গ ধরা আজি
কররে ধারণ॥ শুন তুমি কূর্ম্মরাজ দ্বিতীয় ধারণ। করহে
কুঞ্জর গণ দিশা পূরণ॥ মহেশের মহাধনু এই বিদ্যমান।
রাম যদি করিলেক জ্যাযোগ বিধান॥ ৩১॥

পৃথ্বীযাতি রসাতলং ফণিপতির্নম্রং ফণামণ্ডলং, বিভ্রৎ
ক্ষুভ্যতি কূর্ম্মরাজ সহিতো দিক্‌কুঞ্জরাঃ কাতরাঃ।
আতন্বন্তিচ বৃংহিতং দিশিতটৈঃ সার্দ্ধং ধরাধারিণঃ
কম্পন্তে রঘুপুঙ্গবে পুরজিতঃ সজ্যং ধনুঃ কুর্ব্বতি। ৩২

পৃথ্বী যায় রসাতল যায় রসাতল। ফণিপতি নম্রফণা করিল
সকল॥ কুঞ্জর সহিত কূর্ম্ম কাতরাতিশয়। দিগদন্তী সার্দ্ধ শৈল
কম্পমান হয়॥ পুরজিৎ পশুপতি ত্বদীয় ধনুক। জ্যাযোগে
করিয়ে রাম করিল এরূপ॥ ৩২॥

তত্র নৃপতিনাং চেষ্টা।

অর্থাৎ সকল নৃপতিদিগের চেষ্টা।

রামে রুদ্রশরাসনং তুলয়তি স্মিত্বাস্থিতং পার্থিবৈঃ
সিঞ্জাসিঞ্জন তৎপরে চ হসিতং দত্ত্বামিথস্তালিকাং।
আরোপ্য প্রচলাঙ্গুলী কিশলয়ে ম্লানং গুণাস্ফালনে,
সর্ব্বাকর্ষং ভগ্নপর্ব্বনি পুনঃ সিংহাসনে মূর্চ্ছিতং। ৩৩।

রাম যদি রুদ্রধনু তুলিল যতনে। হাসিয়ে নৃপতিগণ উঠিল

সেখানে।। শিঞ্জার ঘর্ষণ রাম করিল যখন। অঙ্গুলি দিয়ে হাসিলেক নৃপতির গণ।। রঘুনাথ দিলে যদি গুণে আস্ফালন সকল ভূপতি করে মলিন বদন।। আকর্ষণ করে ধনু ভাঙ্গিল ত্বরিত। সিংহাসনে নৃপগণ হইল মূর্চ্ছিত।। ৩৩।।

উৎক্ষিপ্তং সহ কৌশিকস্য পুলকৈঃ সার্দ্ধং মুখৈর্নামিতং, ভূপানাং জনকস্য সংশয় ধিয়া সাকং সমাস্ফালিতং বৈদেহীমনসা সমং সহসাকৃষ্টং ততো ভার্গবঃ, প্রৌঢ়া হংকৃতি কন্দনেন মহতা তত্তগ্নমৈশংধনুঃ।। ৩৪।।

কৌশিক পুলক সহ ধনুরুৎক্ষেপণ। নমতি নৃপতি মুখ ধনুষা সহন।। সংশয় জনক মতি সহিতাস্ফালন। জানকী মনসা সহ ধনুরাকর্ষণ।। ভার্গবের অতিবড় মাৎসর্য্য সহিত। ভাঙ্গিলেক হরধনু জানিহ নিশ্চিত।। ৩৫।।

রুন্ধন্নষ্টাবিধেঃ শ্রুতীর্মুখরয়ন্নষ্টৌদিশঃ ক্রোড়য়ন্মূর্ত্তি রষ্ট মহেশ্বরস্য দলয়ন্নষ্টৌ কুলক্ষ্মাভৃতঃ। অত্যুচ্চৈর্বধিরাণি পন্নগকুলান্যষ্টৌচ সম্পাদয়ন্নুন্মীলত্যয়মার্য্যবাহু বিদলং কোদণ্ড-কোলাহলঃ।। ৩৫।।

কমলাসনের কর্ণ করিলেক রোধ। দিগষ্ট পূরিল শব্দে নাহয় প্রবোধ। কাঁপিল মহেশ মূর্ত্তি না যায় ধরণ। ভূধর অচল দল হতেছে দলন।। শ্রোত্রহীন হৈল যেন পন্নগের কুল। এইরূপ হইল সর্ব্বে ক্রমেতে আকুল।। ত্রিভুবন পতি রাম ত্বদীয় বাহুবল। তাহাতে দলিত শুনি ধনু কোলাহল।। ৩৭।।

লোকান্ সপ্তনিনাদয়ন্ হরিহয়ানুদ্ ভ্রাময়ন্ সপ্তচ, ধাম্নাং সপ্তনিবারয়ন্ মুনিবরান্ সপ্তার্ণবান্ ক্ষোভয়ন্। উন্মূলানি রসাতলানি জনয়ন্ সপ্তাপি সংভূতবান্

শ্রীমদ্রাঘব দণ্ডবিদলৎ কোদণ্ড চণ্ডধ্বনিঃ ॥ ৩৬ ॥

অতিশয় শব্দময় সপ্তলোক হৈল। হরি হর ভয়পায়ে গতি নিবারিল। মুনিবর সপ্তঋষি যোগভঙ্গ দিল। ধরাতলে সপ্ত সিন্ধু উথলি পড়িল॥ সমূলে মেদিনী বুঝি যায় রসাতল। ধনুর্ভঙ্গ হৈল ধ্বনি অত্যন্ত প্রবল॥ শ্রীরামের বাহুদণ্ডে হয়েছে প্রভব। কোদণ্ড ভঞ্জনে হয় তাহার উদ্ভব॥ ৩৬॥

ক্রটাদ্ভীমধনুঃ কঠোরনিনদস্তত্রাকরোদ্বিস্ময়ং, ত্রস্যদ্বাজি রবে বিমার্গগমনং শম্ভোঃশির কম্পনং। দিগ্‌দন্তিস্খলনং কুলাদ্রিচলনং সপ্তার্ণবান্দোলনং, বৈদেহ্যা মদনং মদান্ধদমনং ত্রৈলোক্য সম্মোহনং॥ ৩৭॥

ভীমধনু হৈতে ধ্বনি হইয়ে উদয়। তাহাতে সকলে যেন হইল বিস্ময়॥ সূর্য্যের ঘোটকে করে বিমার্গ গমন। শিবের মস্তক পরে হইল কম্পন॥ দিগহস্তী যেন তায় খসিয়ে পড়িল। ধরাতলে কুলাচল দুলিতে লাগিল॥ জানকীর হইলেক মদন উদ্ভব। ত্রিলোক মোহিত করে এরূপ প্রভব॥ ৩৭॥

কোদণ্ড ভগ্নাস্মূৎথরী কৃতাংশ বরং বরেণ্যং জনকাত্মজায়াঃ। অনন্য সামান্য ধনুর্বিলাসং নমামি তং লোক বিসর্পি কীর্ত্তি॥ ৩৮॥

ধনভঙ্গ শব্দে দিগ্ পুরালে আপনি। সীতার বরণ্য বর তুমি গুণমণি॥ অন্যেতে অসাধ্য হৈল ধনুর বিলাস। আপনি করিলে রাম তাহার প্রকাশ॥ নমস্কার করি আমি তব রাঙ্গা পায়। ইহলোকে তব কীর্ত্তি হয়েছে উদয়॥ ৩৮॥

শতানন্দেনানীতে দশরথে মিথিলাং প্রবিশতি বৈতালিকৈঃ পঠিতং॥

অর্থাৎ শতানন্দ কর্তৃক দশরথ রাজা আনিতে হইলে পরে ভাটগণে পাঠ করিলেক ॥

জনক নৃপতি বাক্যাৎ পুত্রসম্বন্ধহৃদ্যাৎ, সরভস মুপাগৃহ্য শ্রীশতানন্দ বক্ত্রাৎ। অপরমপি তনুজদ্বন্দ্ব মাদায়হৃষ্টঃ শ্রুত রঘুপতি শৌর্য্যঃ কৌশলেন্দ্রোহভ্যেতি ॥ ৩৯ ।

শতানন্দ কহিলেক জনকের কথা। পুত্রের সম্বন্ধ যেন আছে তার গাঁথা ॥ এইরূপ বাক্য শুনে হৃষ্টচিত্ত হয়ে। অপর সন্ততি দুই সঙ্গে করে লয়ে ॥ ইন্দ্রসম দশরথ অযোধ্যার নাথ। সম্প্রতি আইল সেই সন্তানের সাথ ॥ ৩৯ ॥

আতিথ্য মান মহিতং মিথিলাধিনাথ, কৃত্বাতিথিং দশরথং পরমাতিথেয়ঃ। স্বীয়ে সুতেহথ কুশধ্বজ কন্যকেচ প্রত্যাদদৌ বিধিবদেব তদাত্মজেভ্যঃ ॥ ৪০ ॥

মিথিলাধিনাথ তুমি অতিথি কুশল। দশরথ রাজা হৈল অতিথি প্রবল ॥ করিয়া অতিথি তায় বিধি অনুসারে। পরমাতিথেয় নাম বিদিত সংসারে ॥ স্বর্ণসমা অনুপমা কন্যা হে তোমার। কুশধ্বজ কন্যা দুই তদ্রূপ প্রকার ॥ দশরথের চারি পুত্র এই বিদ্যমান। ইহাতে আপনি রাজা কন্যা দিলে দান ॥ ৪০ ॥

নিশান মাদল রসাল গভীর ভেরী, ঢক্কার তালবর কাহল নাদ জালৈঃ। পূর্ণং বভূব ধরণী গগণান্তরাল, পাণিগ্রহে রঘুপতের্জনকাত্মজায়াঃ ॥ ৪১ ॥

নিঃশান মাদল আদি রসাল গভীর। ভেরী ঢকা জয়ঢাক প্রচুর গভীর ॥ তাহার নিনাদ জালে পূরিল ধরণী। গগণে উঠিল শব্দ অতিশয় ধ্বনি ॥ বিবাহে বিহিত বাদ্য বিবিধ প্রকার। জানকী রামের সহ বিধি অনুসার ॥ ৪১ ॥

রঘুজনক মহীন্দ্রয়োস্তদানীমভব দপত্যবিবাহ মঙ্গলঃশ্রী।
ত্রিভুবন জনতানন্দ যত্র প্রমদমবাপমনোরথ ব্যতীতং। ৪২।
মহীন্দ্র জনক রায় রাজা রঘুপতি। বিবাহমঙ্গল শোভা সন্তানে সম্প্রতি॥ ত্রিভুবনে যত জনে আনন্দ অপার। প্রমদ পাইল তারা অভিলাষে তার॥ ৪২॥

সীতাং শ্রীরঘুনন্দনোহথ ভরতঃ কৌশধ্বজীং মাণ্ডবীং,
সৌমিত্রিঃ শতপত্র শক্রবদনাং সীতানুজা মূর্ম্মিলাং।
শত্রুঘ্নঃ শ্রুতকীর্ত্তিমুত্তম গুণাং কৌশধ্বজী মূঢবান্, দ্বানা
দায় কৃতোৎসবো দশরথঃ স্বীয়াং পুরীংপ্রস্থিতঃ। ৪৩।

সীতাসতী রঘুপতি বিবাহ করিল। তদন্তে ভরত সুধি মাণ্ডবী লইল॥ সৌমিত্রি সহিত সঙ্গ উর্ম্মিলা সুন্দরী। কৌশধ্বজী স্বর্ণসমা শত্রুঘ্ন নারী॥ রামাদি লইয়ে রাজ্যে রাজা দশরথ। প্রস্থানে প্রস্তুত পরে পেলে পুরীপথ॥ ৪৩॥

পথি পরশুরামেণ সংসর্গঃ।

অনন্তর পথি পরশুরামের সহিত সম্বাদ হইল।

যদভঞ্জনকাত্মজাকৃতে রাঘবঃ পশুপতের্মহদ্ধনুঃ। তৎ
ধ্বনি শ্রবণা রোষিতস্ত্বরন্নাজগাম জামদগ্নিজোমুনিঃ। ৪৪।

জানকী বিবাহে রাম যে ধনু ভাঙ্গিলে। বৃষধ্বজধনু সেই নিশ্চয় জানিলে॥ ধনুভঙ্গ ধ্বনিশুনি রোষিত মুনিবর। আইল সে জামদগ্ন্য যমের সোসর॥ ৪৪॥

লক্ষ্মণঃ শ্রীরামম্প্রতি পরশুরামং দর্শয়তি।

লক্ষ্মণ শ্রীরামের প্রতি পরশুরাম দর্শন করিতেছেন।

কুর্ব্বন্ কোপাধদগ্ধপ্রবিকিরণপটাপাটলৈর্দৃষ্টিপাতৈ,
রদ্যাপি ক্ষত্রকণ্ঠচ্যুতরুধির সরিৎ শিক্তধারং কুঠারং

তীব্রৈর্নিশ্বাসবাতৈঃ পুনরপি ভুবনোৎপাতমাসূচয়ন,
স্রাগুন্মার্জ্জন্মৌর্বী কলাপং ত্রিভুবনবিজয়ী জামদগ্ন্যো-
হয়মেতি ॥ ৪৫ ॥

কোপেতে করি য় করে কুঠার ধারণ। ক্ষত্রকণ্ঠচ্যুত রক্ত কুঠারে ভূষণ ॥ আরক্ত সে সূর্য্যসম নয়ন যুগল। নিতান্ত নিশ্বাসপাত করিয়ে সকল ॥ ভুবন উৎপাত মনে করিয়ে সূচনা। পুনঃ মৌর্বী করে ধরে করিছে মার্জ্জনা ॥ ত্রিভুবন বিজয়ী সেই জামদগ্ন্য মুনি। সম্মুখে আগত সে ই সাক্ষাৎ বাখানি ॥ ৪৫ ॥

চূড়াচুম্বিত কঙ্কপত্র মভিতস্তূণীদ্বয়ং পৃষ্ঠতো, ভস্ম-
স্নিগ্ধ পবিত্রলাঞ্ছনমুরো ধত্তেত্বচং রৌরবীং। মৌঞ্জ্যা
মেখলানিয়ন্ত্রিত মধোবাসশ্চ মাঞ্জিষ্ঠিকং, পাণৌকার্ম্মু-
ক মক্ষসূত্র বলয়ং দণ্ডপরং পৈপ্পলং ॥ ৪৬ ॥

পৃষ্ঠদেশে তূণীদ্বয় করিয়ে ধারণ। শরসহ সেই তূণী নিশ্চয় সাধন ॥ পরম পবিত্র ভস্ম তদীয়লাঞ্ছন। রৌরবীত্বচ তার উরসি ধারণ ॥ মনোজ্ঞা মেখলা লয়ে বস্ত্রপরিধান। করেতে কার্ম্মুক মালা বলয়া সমান ॥ পরিয়ে পৈপ্পলদণ্ড জামদগ্ন্য মুনি। ঈষদ অরুণ নেত্রে বিপ্রচূড়ামণি ॥ ৪৬ ॥

সোহয়ং সপ্তসমুদ্র মুদ্রিত মহী যেনার্জ্জুনাদ্রক্ষতা,
ছিত্বা ভৈরব শঙ্করেতি জঠরং কণ্ঠং কুঠারাঞ্চলৈঃ।
রেবানীর নিরোধ হেতুগহনং বাহোঃ সহস্রং অবাৎ,
খণ্ডং খণ্ড মখণ্ড যৎ পিতৃবধামষেণ বর্ষীয়সা ॥ ৪৭ ॥

সপ্তসিন্ধু যেরা মহী মহিমা মহতা। অর্জ্জুন হইতে যেবা করয়ে রক্ষতা ॥ সেজন পরশুরাম ভৈরব সময়ে। কাটিল

তাহার মাথা আপন কুঠারে। রেবানীর নিবারণ হেতু সহস্র হাত। কোপেতে কাটিয়ে করে খণ্ড খণ্ড গাত॥ ৪৭॥

যত্রাক্রামতি সঙ্গরাকুলভুবং দুর্বার ধারাস্খলৎ, কুপ্যৎ ক্ষত্র কিশোর কণ্ঠরুধিরৈর্নীরেণ বাড়ীভুবং। তাদৃগ্বীর স্বয়ম্বরপর স্বর্লোক কন্যাকর, ক্রীড়াপুষ্কর দামরেণুভিরভূদ্ গৌরেষ রেণূৎকট॥ ৪৮॥

যেখানেতে যুদ্ধভূমি এরূপ ক্রন্দন। স্খলিত হইয়ে রক্ত করে আক্রমণ॥ ক্ষত্রিয় কিশোর কণ্ঠ হইতে রুধির। তাহাতে রঞ্জিত রেণু করে অবনীর॥ এইরূপ জামদগ্ন্য তোর স্বয়ম্বর। স্বর্গকন্যা হইলেক তাহাতে তৎপর॥ তাহাদের করে পদ্ম আছিল নিশ্চয়। তাহার রেণুতে ক্ষিতি ধূসরা যুক্তা হয়॥ ৪৮॥

জামদগ্ন্যঃ ক্রোধং নাটয়িত্বা কেনেদং কালদণ্ডাস্থর, মিচ্ছং শম্ভুমজগবং হরিরিতি শাশঙ্কং বারত্রয়ং। পার্ব্বত্যা নিজভর্তুরায়ুধ মিতিপ্রেম্ণা য দত্তাক্ষতং, নির্ম্মোকেন চ বাসুকে নিচলিতং যৎসন্দরং নন্দিনা। তব্যং যৎ ত্রিপুরঘ্নং ধনুরিদং তস্মাদনোন্যাখিলং, সত্যেবং ভুবি রামনাম নিময়িশ্বধীকৃতং দৃশ্যতে॥ ৪৯॥

নিজভর্ত্তা ধনু এই জানি সে নিশ্চয়। প্রেম হেতু পার্ব্বতী পূজা করিল তাহায়॥ বাসুকি ত্বচেতে ধনু আছে আচ্ছাদন। সাদরে করেছে নন্দি সে রূপ সৃজন॥ ত্রিপুরা করেছে নাশ এই সে কার্ম্মুক। মধ্যেতে উন্মথ করি আছয়ে ধনুক॥ ধরাতে প্রসিদ্ধ রাম আছিলাম আমি। তাহাতে বিরূপ রূপ দেখাইলে তুমি॥ ৪৯

সংশ্রবাত্ত মহং বিবাহ, ত্বং চক্রবর্ত্তী মুনিনন্দনোহহং। ধ্বংসেন যুক্তং হস্তমেক বীর, তথাপি দোষপশ্যতি তর্কনকঃ॥ ৫০

সহস্র বাহু বধি রাম হয়েছে তোমার। বিবাদ আছে যে মাত্র নিশ্চয় আমার॥ তুমি তো পৃথ্বীর রাজা শুনহে রাজন। ভুবনে বিদিত আমি মুনির নন্দন॥ সৈন্যযুক্ত আছ তুমি জানিনু নিশ্চয়। এক বীর মাত্র আমি হইনু উদয়॥ তথাপি তোমার সহ ঘটিবে সংগ্রাম। দেখিবেক দীননাথ নাহবে বিশ্রাম॥৫০॥

উৎকৃত্তোৎকৃত্য গর্ব্ভানপি সকল শত্রুক্ষত্রসন্তান রো-
ষাদুদ্দামানেক বিংশত্যবধি বিশসতঃ সর্ব্বতো রাজ-
বংশ্যান্। পৈত্রং তদ্রক্তপূর্ণং হ্রদসবনমপি মহানন্দ
মন্দায়মান, ক্রোধাগ্নেঃ কুর্ব্বতো মে ন খলু ন বিদিতঃ
সর্ব্বভূতৈঃ স্বভাবঃ॥৫১॥

অতিবড় অহংকার করিনু খণ্ডন। চতুর্ভিতে শত্রুবস্তু সারবৎ রাজন॥ উদ্ধত সে রাজবংশ নাহয় প্রভেদ। একাধিক বিংশতি বার করি আমি ছেদ॥ রক্তপূর্ণ পিতৃহ্রদ করিনু নিশ্চয়। মহানন্দে কোপানল মোর মন্দ হয়॥ এরূপ ভার্গব আমি মদীয় স্বভাব। সর্ব্বভূতে জ্ঞাত আছে জানতো রাঘব॥৫১॥

কুপ্যৎ ক্ষত্রকিশোর কণ্ঠবিগলত্তপ্তোষ্ণধারাসরিৎ,
নিরক্তাভিষবস্থ কৃত্তশিরসঃ কেশান্ কুশান্ কুর্ব্বতঃ।
তাবদ্রক্তজলাঞ্জলিঃ পিতৃগণৈ যস্যক্ষণং স্বীকৃতঃ,
সন্তোষেণ জুগুপ্সয়া করুণয়া হাসেন শোকেন বা॥৫২॥

কুপিত যে ক্ষত্রসুত তার কণ্ঠদেশ। তাহাতে ক্ষরিত রক্ত সরিৎ বিশেষ॥ সেই জলে অভিষিক্ত হয়েছিনু আমি। কেশ কুশা করি তায় নাহি জান তুমি॥ রক্তরূপ জলাঞ্জলি দেই পিতৃগণে। করুণা শোকেতে তাহা লয় মোর স্থানে॥৫২॥

অপিচ। আশ্চর্য্যং কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন ভুজবিপিন-চ্ছেদলীলাস্বভিজ্ঞঃ, কেয়ূর গ্রন্থিরত্নোৎকরকষণ রণৎকার ঘোরঃ কুঠারঃ। তেজোভিঃ ক্ষত্রগোত্র প্রলয় সমুদিত দ্বাদশার্ক্কানুকারঃ, কিং ন শ্রান্তঃ শ্রুতিং তে পুরমথনধনুর্ভঙ্গ পাংসুকস্য॥ ৫৩॥

কার্ত্তবীর্য্য মহারাজার বাহুরূপ বন। সেই অরণ্য কুঠারেতে করেছি ছেদন॥ সেই হস্তে ছিল বালা তাহে রত্ন গাঁথা। তাহার চলনে শব্দ তায় ভয়যুক্তা॥ এরূপ কুঠার মোর আছয়ে নিশ্চয়। তেজেতে করয়ে ক্ষত্র গোত্রের প্রলয়॥ প্রলয়েতে দ্বাদশার্ক তুল্য সে কুঠার। একথা শ্রবণ রাম নহেক তোমার॥ ত্রম্বধনু ধনুর্ভঙ্গে হয়েছো কৌতুকী। তাহাতে আছহে তুমি অতিশয় সুখী॥

অভাগ্নিং জমদগ্নিং রাশ্রমপদৈর্মঃ শ্রুয়তে শ্রোত্রিয়ৈঃ,
শ্রীচাহ মহং যুভিনৃপতিভিস্তত্রোভয়ে সাক্ষিণঃ।
ইক্ষ্বাকো রথবা ভৃগো ভগবতো ভাবীস্বধা বিপ্লবঃ,
ধ্যায়েন শপেশপে পরশুনা পত্যা পশূনাংশপে॥ ৫৪॥

অতি অগ্নি জমদগ্ন্য শ্রুত শ্রোত্রিগণ। অহং বনৃপতি মোরে করিছে শ্রবণ॥ উভয়ের সাক্ষী আছে ইক্ষ্বাকু ভূপতি। অথবা আছয়ে সাক্ষী ভৃগু মহামতি॥ উভয়ের হবে লোপ ভাবী পিতৃপথ। বেদপাঠ মিথ্যা মোর করিনু শপথ॥ অথবা শপথ মোর কুঠারের হয়। নতুবা শিবের দিব্য করিনু নিশ্চয়॥ ৫৪॥

শ্রীরামঃ সনুনয়ং।

অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্র পরশুরামকে বিনয় করিতেছেন।

বাহোর্বলং ন বিদিতং মচ কার্ম্মুকস্য, ত্রৈয়ম্বকস্য

স্ফুতঃ স্বয়মেবা দোষঃ। তস্মাপলং পরশুরামং মমর্ষ-মস্ব, তত্রস্থ দোর্বিলাসতানি মুদে গুরূণাং॥ ৫৫॥

না জানি হে বাহুবল আর ধনুর্বল। নিশ্চয় আমার দোষ হয়েছে সকল॥ ক্ষমদয়া নিবেদন করি তবে আমি। আমার চাঞ্চল্য প্রভু ক্ষমাকর তুমি॥ বালকের বাহুবল বিপ্রাসিত হয়। তাহাতে আহ্লাদ গুরু করয়ে নিশ্চয়॥ ৫৫॥

ক স দাশরথি রামো মদ্ যশশ্চন্দ্র বারিদঃ।
পুরারে কার্ম্মুকং যেন ভগ্নং তিষ্ঠতি ভার্গবে॥ ৫৬॥

কোথায় কোশলাপতি দাশরথি রাম। যশশ্চন্দ্র মোর সেই করিছে বিরাম॥ শিবের ধনুক রাম কিরূপে ভাঙ্গিলে। ভার্গব থাকিতে কর্ম্ম এরূপ করিলে॥ ৫৬॥

স্পৃষ্টং বাপি ন বা স্পৃষ্টং কার্ম্মুকং পুরবৈরিণঃ। ভগব
দাত্মনৈবেদ মভজ্যত করোমি কিং॥ ৫৭॥

স্পর্শন করিনু কিম্বা নাহি করেছিনু। আপনি ভাঙ্গিল সেই মহেশ্বর ধনু॥ কি করিব আমি প্রভু দোষ মোর নাই। মিথ্যা রোষ কর মোরে কহি তব ঠাঁই॥ ৫৭।

হারঃ কণ্ঠে প্রভবতু বা মত্র কিম্বা কুঠারঃ,
স্ত্রীণাং নেত্রাণ্যধিবসতুমঃ কজ্জলং বা জলং বা।
সম্পশ্যামো নিরূপমমুখং প্রেতভর্ত্তু র্মুখং বা,
যদ্বা তদ্বা ভবতু নবয়ং ব্রাহ্মণেষু প্রবীরাঃ॥ ৫৮॥

মোর কণ্ঠে দেখ প্রভু শোভাপায় হার। নতুবা শোভিবে কণ্ঠে নিশ্চয় কুঠার॥ মোদের নারীর নেত্রে আছয়ে কাজল। নতুবা তাহাতে প্রভু থাকিবেক জল॥ রামাগণের মুখ মোরা দেখিবা নয়নে। নতুবা যমের মুখ দেখি এইক্ষণে॥ যাহবো

তাহবে প্রভু কহিনু তোমায়। ব্রাহ্মণ হিংসনে বীর যোগ্য কভু নয়॥ ৫৮॥

নিহন্তং হন্ত গোবিপ্রান্নশূরা রাঘবান্বয়ং। অয়ং কণ্ঠে কুঠারস্তে কুরু রাম যথোচিতং॥ ৫৯॥

গোহত্যা ব্রাহ্মণহিংসা মোরা করি নাই। তাহাতে প্রবীর প্রভু সূর্য্যবংশে নাই॥ কণ্ঠেতে কুঠার তব আছয়ে নিশ্চয়। যাহা ইচ্ছা কর তুমি কহিনু তোমায়॥ ৫৯॥

ভো ব্রাহ্মণ ভবতাং সমং ন ঘটতে স গ্রাম বার্ত্তাপিনঃ,
সর্ব্বো হীনবলা বয়ং বলবতাং যূয়ংস্থিতা মূর্দ্ধনি।
যস্মাদেক গুণঃ শরাসনমিদং রাজন্যকানাবলং,
যুস্মাকং দ্বিজজন্মনাং নবগুণং যজ্ঞোপবীতং বলং॥ ৬০॥

নিবেদন করি প্রভু তুমিহে ব্রাহ্মণ। তব সহ যুদ্ধ যেন না হয় ঘটন॥ বলহীন মোরা সব জানিবে নিশ্চয়। বলবান দ্বিজগণ থাকহ মাথায়॥ এক গুণ শরাসন নৃপতির বল। নব গুণ বল মাত্র ব্রাহ্মণ সকল॥ যজ্ঞোপবীত বল নবগুণ হয়। সংগ্রাম তোমার সহ যোগ্য কভু নয়॥ ৬০॥

পরশুরামং প্রতি লক্ষ্মণঃ।

অনন্তর পরশুরামের প্রতি লক্ষ্মণ কহিলেন। যথা

পুরোজন্মানাদ্য প্রভৃতি মমরামঃ স্বয়মহং, ন পুত্রঃ পৌত্রোবা রঘুকুল ভবানাং ক্ষিতিভুজাং। অধীরং ধীরং বা কলয়তু জনা মানয়মহং, ময়া বদ্ধো দুষ্ট দ্বিজ-দমন দীক্ষাপরিকর॥ ৬১॥

অদ্যাবধি রাম মোর অগ্রজন্মা নয়। দিনকর কুলে পুত্র পৌত্র কভু নয়॥ দুষ্ট দ্বিজ দমনেতে বান্ধিলেক কোটি। এ কর্ম্ম

করিলে মোর হইবেক ত্রুটি ॥ অধীর বলিয়া লোকে কিম্বা কয় ধীর। নতুবা বলিবে এই আনদগ্ন্য বীর ॥ ৬১ ॥

শ্রীরাম বাক্যং।

শ্রীরাম বাক্য। যথা,

জাতঃ সোঽহং দিনকর কুলে ক্ষত্রিয় শ্রোত্রিয়েভ্যো,
বিশ্বামিত্রাদপি ভগবতো দৃষ্ট দিব্যাস্ত্র পারঃ।
অস্মিন্বংশে কলয় ভবতো দুর্যশো বা যশো বা,
বিপ্রে শস্ত্রাগ্রহণ গুরুণঃ সাহসিক্যাদ্বিভেমি ॥ ৬২ ॥

দিবাকর কুলে জন্ম আমার লক্ষণ। ক্ষত্রিয় শ্রোত্রিয় আর কৌশিক সুজন ॥ এসকলে অস্ত্রশিক্ষা দিয়াছিল মোরে। হবে সে হইনু পার অস্ত্র পারাবারে ॥ এ অংশে কহিবে মোর সকল দুর্যশ। নতুবা কহিবে লোকে আমার সুযশ ॥ ব্রাহ্মণ বিষয়েতে উচিত না হয়। সে রূপ সাহসে আমি করি অতি ভয় ॥ ৬২ ॥ তথাপি রামং প্রতি পরশুরামঃ।

তথাপি রামচন্দ্রের প্রতি পরশুরাম কহিলেক।

তচ্চাপ মীশভয় পীড়য়ন্ পীনসারং, প্রাগপ্য ভজ্যত
ভবাত্র নিমিত্ত মাত্রং। রাজন্যক প্রধন সাধন মস্মদীয়,
মাকর্ষ কার্য্য কৃমিদং গরুড়ধ্বজস্য ॥ ৬৩ ॥

শিবের করেতে ধনু করিছে দলন। সে ধনুক সারভাগ নাহিক রাজন ॥ সেই হেতু পূর্ব্বে তুমি তাহাকে ভাঙ্গিলে। নিমিত্ত কারণ মাত্র উপলক্ষ ছিলে ॥ ধরাধিপ ধ্বংসকারি আমার ধনুক। আকর্ষণ কর রাম কৃষ্ণের কার্ম্মুক ॥ ৬৩ ॥

রামস্তদাদায় ধনুঃ স হেলং, নাংশে সংযুজ্য তদাচ কর্ষ।
তাড়িস্মসাক্ষাম্মকরধ্বজোয়ং, নহিং প্রচিচ্ছেদ চ ভার্গবস্য ৪৬

লইয়া তাহার ধন কৌশল্যানন্দন। হেলায় তাহাতে শর করিল পূরণ॥ ভার্গবের গতি বার করি রঘুবর। সাক্ষাৎ কন্দর্প তুল্য হৈল শোভিকর॥ ৬৪॥

তচ্চাপ মাকর্ষতি তাড়কারী, বাকার শুষ্ঠাপি বিশাল নেত্রা। সাসর্যমস্মিষ্ট বিদেহকন্যা, কন্যাং কিমন্যাং পরিণেষ্যতীতি॥ ৬৫॥

তাড়কারি রঘনাথ কৌশল্যানন্দন। ভার্গবের ধনু যদি করিল গ্রহণ॥ বিশাল নয়নী সীতা বিদেহ নন্দিনী। পুনঃ ধনু প্রভুকরে দেখিলা আপনি॥ রাগান্বিতা হইলেক পৃথিবীর সুতা। সপত্নী হইবে করি মনে পায় ব্যথা॥ ৬৫॥

ভার্গবঃ সানুনয়ং।

পরশুরামের বিনয় যথা।

যঃ কার্ত্তবীর্য্যস্য ভুজান্ সহস্রং, চিচ্ছেদ বীরোযুধিজামদগ্ন্যঃ। স শারকে রাম করাধিরূঢ়ে, ব্রাহ্মণ্য এবপ্রণয়ীবভুব॥৬৬

যুদ্ধেজয়ী জামদগ্ন্য দুর্জ্জয় যেমন। সমরে সহস্র কর করিল ছেদন॥ সহস্র বাহু কার্ত্তবীর্য্য ক্ষত্রিয় কিশোর। তার দর্প দূরীভব কৈল বীরবর॥ কৌশল্যা কুমার করে কার্ম্মুক দেখিয়া। কহে কথা জামদগ্ন্য বিনয় করিয়া॥ ৬৬॥

যাবদ্ধূর্জটি ধর্ম্মপুত্র পরশু ক্ষুণ্ণাখিল ক্ষত্রিয়, শ্রেণী শোণিত পিচ্ছিলা বসুমতী কোষ্মামধাস্যৎপদং। ত্রৈলোক্য ভয়দান দক্ষিণ ভুজা দণ্ডস্ত দিব্যোদেব্যো, দেবেশহাসংদিনকৃত্তকুলৈ কতিলবোন প্রভাবিষ্যয়দি। ৬৭।

মহেশের ধর্ম্মপুত্র জামদগ্ন্যমুনি। তাহার কুঠারে ক্ষুণ্ণ সব ক্ষত্র শ্রেণী॥ তাহার রুধিরে পঙ্ক পৃথিবী হইল। ধরাতে ধারণ পদ

ক করিবে বল।। ত্রিলোকে অভয় দান দিতে দিনপতি। সগবে
চয় পেয়ে করিছেন স্থিতি।। দিনকর কুলে সূর্য্য না থাকিত
যদি। পৃথিবী পঙ্কিলা তবে হৈত নিরবধি।। ৬৭।।

জামদগ্ন্য চরণ পতিতোয়ং রামঃ।

অর্থাৎ পরশুরামের চরণে পতিত হইয়া

রামচন্দ্র কহিলেন।

উৎপাত্ত জামদগ্নিতঃ স ভগবান দেবঃ পিনাকী গুরু,
বীর্য্যং যত্তু নতদ্গিরাং পথি ননুব্যক্তং হিতৎ কর্মতি।
ত্যাগ সপ্ত সমুদ্রিত মহী নির্ব্যাজ দীনাবধি, সত্যং ব্রহ্ম
তপোনিধেভগবতঃ কিং কিং ন লোকোত্তরং।। ৬৮।।

জামদগ্ন্য হৈতে প্রভু জন্মিয়াছ তুমি। মহেশের শিষ্য গুরু
জানিলাম আমি।। বাক্যাতীত বীর্য্য তব কহনে না যায়।
কর্ম্মেতে করেছ ব্যাপ্ত দুষ্ট ক্ষিতিময়।। কি কহিব ত্যাগ তব
ব্যাপ্ত ধরাতলে। ছলশূন্য দান সীমা করিছ স্বচ্ছলে।। ব্রহ্ম সত্য
তপোনিধি আছয়ে তোমার। সকল কথন তব ত্রিলোক
প্রচার।। ৬৮।।

জাত্বাপ্রভাবং রঘুনন্দনস্য, তদঙ্গমালিঙ্গ্য ততোহতিগাঢ়ং।
বিনাস্য তস্মিন্‌জামদগ্নি সূনু,স্তেজো মহাক্ষত্রবধায় বৃত্তঃ।৬৯

রামের প্রভাব দেখি ভৃগুর নন্দন। তাহার অঙ্গেতে দিল
গাঢ় আলিঙ্গন।। ক্ষত্রবধে জামদগ্ন্য হৈয়ে নিবর্ত্তন। মহাতেজ
করিলেক শ্রীরামে অর্পণ।। ৬৯ ।।

যযৌ রামং পরিষ্বজ্য ভার্গবঃ স্বীয়মাশ্রমং। রাজাপি
সহ রামাদ্যৈঃ পুত্রৈরুত্তর কোশলাং।। ৭০ ।।

রঘুনাথে বহুবিধ করিয়ে স্তবন। ভার্গব করিল স্বীয় আশ্রমে

গমন॥ রামাদি সহিত মহারাজ দশরথ। গমন করিল পরে অযোধ্যার পথ॥ ১০ ॥

রুদ্ধাগতিং পরশুরাম মুনিঃসনাকৌ, নমস্ত সর্ব্বসুজনান্
পিতৃমাতৃবংশ্যান্। সংমান্য মান্যতম বিপ্রগুরু স্বজা-
তীন্, পিত্রাসমং নিজপুরীং প্রজগাম রামঃ॥ ১১॥

ভার্গবের স্বর্গগতি নিবারণ করি। আত্মীয় স্বজন লয়ে চলিলেন পুরী॥ মান্যতম সেই রাম অযোধ্যার নাথ। বিপ্র গুরু স্বীয় জাতি লয়ে একসাথ॥ নিজপুরে প্রভু পরে করিলা গমন। সঙ্গেতে চলিল সব আত্মীয় স্বজন॥ ১১ ॥

অত্রান্তরে জনকজা রঘুনন্দনৌ চ, দৃষ্টা চিরাস্মদনবাণ
নিপীড়িতাঙ্গৌ। গত্বাস্ত শৈল শিখরং খররশ্মিমালী,
হর্ষাৎ পপাত সলিলে চরমস্থসিন্ধোঃ॥ ১২ ॥

জনক তনয়া আর রঘুর নন্দন। মদন বাণেতে অঙ্গ পীড়িত দুজন॥ উভয়ে পীড়িত অতি দেখে দিনপতি। অস্তাচলে গত সূর্য্য হইল সম্প্রতি॥ অতি সুখে দিননাথ গিয়ে গিরিস্থলে। আহ্লাদে পড়িল অনু চরমাব্ধি জলে॥ ১২ ॥

অস্তংগতে সপদী নলিনী বান্ধবে সিন্ধুপুত্র,
প্রাচীভাগে সরস মণ্ডিতে পঙ্কজা রঙ্গ কল্পে।
রামঃরামং গুরুজন গিরা মন্দিরে সঙ্গতোহভূৎ,
বামোরুস্তং জনকতনয়া নন্দয়ন্ত জগাম॥ ১৩॥

অস্তগত হৈল যদি নলিনীবান্ধব। পূর্ব্বভাগে সিন্ধুসুত হৈতেছে প্রভব॥ গুরুজন কহিলেক যাও তুমি ঘরে। অভিলাষী হৈয়ে রাম সঙ্গত মন্দিরে॥ জনকনন্দিনী রামে হৈয়ে আনন্দিতা। মন্দিরে চলিলা দেবী জনকের সুতা॥ ১৩ ॥

প্রাচীভাগে সরাগে শশিনি বিরহিণী ক্লান্তিযুক্তে সমস্তে,
নিস্তালোনীরজালো বিকসিত কুমুদে নির্ব্বিকারে চকোরে
আকাশে সাবকাশে তমসি শমমিতে নাগলোকে সলোকে
সম্পূর্ণ মন্মথপে বিনতি কিরণান্ শর্ব্বরী সার্ব্বভৌমঃ। ৭৪।

আরক্তিমা পূর্ব্বভাগ ভান বিরহিণী। ম্লানমুখী ক্লান্ত অতি ব্যাপ্ত যুগাধিনী। কমল সমূহ গণ হৈয়েছে মদিত। প্রকাশিত কুমুদিনী চকোর উদিত॥ আকাশ হৈতে ছু অতি নির্ম্মল প্রকাশ। তাহাতে তমিস্র ক্রমে শোভা সাবকাশ॥ নাগলোকে ব্যাপ্ত শোক মদন দর্পকর। কিরণ করিছে তার শর্ব্বরী ঈশ্বর॥ ৭৪॥

ঈশ্বর কৈরব কোরকা ন বিদলয়ন্ যূনা মনঃ খেদয়ন্
স্তোকানি নিমীলয়ন্ মৃগদৃশাং মানং সমুন্মূলয়ন্।
জ্যোৎস্নাং কন্দলয়ং স্তমঃ কবলয়ন্নম্বোধি মুদ্বেলয়ন্
কোকানন্দেলয়ন্ দিশো ধবলয়ন্নিন্দুঃ সমুজ্জৃম্ভতে। ৭৫।

কুমুদ কলিকা ক্রমে করে প্রকাশন। যুবক জনের মন অস্থায়ে পীড়ন॥ কমল সমূহ গণ করিয়ে মুদিত। মৃগাক্ষী রমণীর মান করে উৎপাটিত॥ ক্রমেতে করিয়ে আর কৌমুদী প্রকাশ। উদয়ে হইল যার তিমির বিনাশ॥ অম্বোধি উথলে যেন দেখি দ্বিজরাজ। আকুল হৈতেছে লোক না হয় বিরাজ॥ আলোকে পূরিল দিক শোভা অতিশয়। এরূপ করিয়ে হৈল সুধাংশু উদয়॥ ৭৫॥

অদ্যাপি স্তনশৈল দুর্গবিষমে সীমন্তিনীনাং হৃদি,
স্থাতুং বাঞ্ছতি মানএব ধিগিতি ক্রোধাদিব লোহিতঃ।
প্রোদ্যন্দূরতর প্রসারিতকরঃ কর্ষত্যসৌ তৎক্ষণাৎ,যুল্লসৎ
কৈরব কোষ নিঃসরদলিশ্রেণী কৃপাণং শশী॥ ৭৬॥

স্বরূপ গিরিবর দুর্গ অতিশয়। অদ্যাবধি আছে মান নারীর হৃদয়॥ ইহাতে দিতেছি ধিক আপনারে আমি। রাগেতে লোহিত বর্ণ হৈল দিনস্বামি॥ প্রফুল্ল কুমুদ কোষ হৈল নিঃসরণ। অলিশ্রেণী খড়্গ অসি করে আকর্ষণ॥ ১৬॥

যাতস্তস্মে নিরন্তরং দিনকৃতো বেশেন রাগান্বিতং,
দৈবাৎ শীতকরং করং কমলিনী মাদ্ধিত্তং যোজয়ন।
শীতস্পর্শ মবাপ্য সম্পুতি তয়া গুপ্তে মুখাম্ভোরুহে,
হাসেনৈব কুমুদ্বতী বলি তয়া বৈলক্ষ্য পাণ্ডুকৃতঃ॥ ১৭॥

অস্তগত যদি হৈল প্রভু দিনকর। তদন্তে তাহার বেশ ধরে শশধর॥ সেই রূপ রাগযুত সিন্ধুরনন্দন। কমলিনী রমণে করে কিরণ যোজন॥ শীতল কিরণ যদি পাইল ত্বরিত। কমলিনী মুখপদ্ম করিল মুদিত॥ হাসিতে হৈতেছে শশী মলিন বদন। কুমুদিনী করে তারে পাণ্ডুর বরণ॥ ১৭॥

শ্রীরামঃ সখীং প্রতি।

শ্রীরামচন্দ্র সখীপ্রতি কহিলেন।

কর্পূরৈঃ কিমপূরি কিং মলয়জৈরালেপি কিং পারদৈ,
রক্ষালি স্ফটিকাস্তরৈঃ কিমঘটি দ্যাবা পৃথিব্যোর্বপুঃ।
এতত্তর্কয় কৈরব ক্লমহরে শৃঙ্গার দীক্ষাগুরৌ, দিক্কান্তা
মুকুরে চকোর সুহৃদি প্রৌঢ়ে তুষাররুচিষি॥ ১৮॥

কর্পূর পূরিল বুঝি এই জ্ঞান হয়। নতুবা চন্দনে লিপ্ত হৈয়ে নিশ্চয়॥ পারা দিয়ে করিলেক যেন প্রক্ষালন। নতুবা নিশ্চয় হৈবে স্ফটিক ঘর্ষণ॥ এরূপ হৈয়েছে পৃথ্বী আর স্বর্গপুরী। এই অনুমান তুমি করহে সুন্দরী॥ কুমুদের শ্রান্তি যেবা করিছে হরণ। শৃঙ্গার রসের দীক্ষা গুরু সেই জন॥ দিগরমণীর হস্তদর্পণ

শোভিত। কুমুদিনী বন্ধু আর চকোর সুহৃদ॥ প্রকাশিত হইল যদি এই নিশাকর। তুষারে পূরিল দিক আর দিগম্বর॥ ৭৮॥

স্মরগৃহা মন্দিরসখীনাং স্বমন্দির গমনাশিষং পঠন্তি।
চক্রক্রীড়া কৃতান্তস্তিমিরচয় চমৎকার সংহার চক্রং,
কান্তা সম্ভোগ সাক্ষীগগনসরসিজোরাজতে রাজহংসঃ।
সম্ভোগারম্ভ কুম্ভঃ কুমুদ বনবধূ রোধ নিদ্রাদরিদ্রো,
দেবঃক্ষীরোদজন্মা জয়তি পতিপতে র্বাণে নির্ম্মাণ। ৭৯।

চক্রের সঙ্গমে হও কালের স্বরূপ। তিমির সমূহ যেমায় হৈয়েছে বিরূপ॥ নাভীরূপ সরোবরে জন্ম তুমি পাও। বিরাজিত রাজহংস তাতে তুমি হও। সম্ভোগ আরম্ভে পূর্ণকুম্ভ নিরূপণ। কুমুদ বনের নিদ্রা করিছ হরণ॥ ক্ষীরোদ সাগরে জন্ম অযুক্ত হও। মদনের পঞ্চবাণ শাণ দিয়ে দেও॥ ৭৯॥

অঙ্কেকৃত্বা জনকতনয়াং দ্বারকোটেঙ্গুটাস্তাং পর্য্যঙ্কা-
স্তং বিপুল পুলকাং রাঘবো মন্মথাক্তাং। বাণান্ পঞ্চ
প্রবদতি জনঃ পঞ্চবাণোহপ্রমাণৈ, র্বাণৈঃ কিং মাং
প্রহরতি শরৈর্বাহরম্মানিলায়॥ ৮০॥

অতঃপর আহ্লাদিতা জনকনন্দিনী। স্বভাবত মনমুখে আছিলেন তিনি॥ এরূপে জানকী ছিল দ্বারের নিকট। কোলেতে লইয়ে রাম করিল আটক॥ পঞ্চসংখ্যা আছে বাণ কহিল মদন অসংখ্য বাণে কিন্তু করিছে দাহন॥ এই কথা রঘুনাথ কন অতঃপর। তদন্তে লইল তারে পর্য্যঙ্ক উপর॥ ৮০॥

সুপ্তায়াং সীতায়াং রামঃ।

তাত্ত্বিক চিন্তাম্বিত রামচন্দ্রং, সংরুদ্ধতী নির্গম শঙ্কয়োব
স্তনোপরি স্থাপিত পাণিপদ্মা, চ্ছদ্মাপ্তনিদ্রা হরিণায়তাক্ষী। ৮১।

মনস্থির রামচন্দ্র করি নিবারণ। দীপ্তি পান সীতাদেবী দেখেছেন আপন॥ নির্গম শঙ্কায় হৃদে রাখিলেন কর। ছলনিদ্রা সীতাদেবী পান অতঃপর॥ ৮১॥

অত্র সীতা বক্ষঃস্থলস্থং ভ্রমর মবলোক্য।

সীতার বক্ষঃস্থল প্রাপ্ত ভ্রমরকে অবলোকন করিয়া রামচন্দ্র কহিলেন॥

মদনদহন কান্ত শুষ্যৎ কান্তা কুচান্ত স্থবিমলঘন পঙ্কে মাচন্দন লিপ্তাং গি। উৎ রিবিন্তৎ পলকে লক্ষ্যতে, হ্রনির্নিমগ্নঃ, শরইবকুসুমেষোবেশ পুংখাবশেষঃ॥ ৮২॥

মদন অনলে শুষ্ক ম্লান কুচতট। তাহাতে চন্দন পঙ্কে বদ্ধ অলিপঠ॥ মগ্ন আছে অলি তায় দেখি অতঃপর। জ্ঞান হয় মদনের পুংখ শেষশর॥ ৮২॥

অত্রাবসরে। পথুল জঘনভারং মন্দ মান্দোলয়ন্তী, মৃদুচল দলকান্ত্যা প্রস্ফুরৎ কর্ণপূরা। প্রকটিত ভুজমূলা দর্শিতস্তনশ্রী লীলা, প্রমদয়তি পতিং ব্যাজ নিদ্রা॥ ৮৩॥

নিবিড় নিতম্ব ভার করি আন্দোলন। অল্পে অল্পে করিলেন অলকা শোভন॥ কর্ণের কুণ্ডল দীপ্তি পাইছে সীতার। প্রকাশিত করমূল নিচয় তাহার॥ দেখিলেন কুচ লীলাছল নিদ্রা পায়ে। আনন্দিতা হৈলা সীতা পতি কোলে লয়ে॥ ৮৩॥

শ্রীরামচন্দ্র পাদাঞ্চা অর্থাৎ রামচন্দ্রের চরণদ্বয়।

নিদ্রানুস্ত্রী নিতম্বাম্বর হরণ বনস্মেখলা রাবধবৎ, কন্দর্প বদ্ধবাণ ব্যতিকর ভরন্যঃ কামিনো কামিনীষু। তাড়ঙ্কো পান্ধকাম্বগ্রথিতং মণিগণোদ্দামচ্ছন্দচ্ছটাভি, র্যৎক্রীড়া ঘন কম্প জঘন গিরিদরী মাশ্রয়ন্তে শ্রয়ন্তে॥ ৮৪॥

নিদ্রাযুক্তা রজনীর নিতম্ব বসন। তাহার হরণে শব্দ হয় অনুক্ষণ॥ সেই রবে অতিশব্দ করে কাঞ্চিগণ। তাহাতে ধাইল যেন মদন দ্বিগুণ॥ অনঙ্গের বক্ষ্যমাণ সমূহ সবল। তাহাতে তরল হয় চরণ কমল॥ তাড়ঙ্ক সমীপে গাঁথা আছে মণিগণ। তাহাতে উদিত হৈল নির্ম্মল কিরণ॥ কিরণে পূরিল পরে চরণ যুগল। কাঁপিতে লাগিল পদ ক্রমেতে প্রবল॥ রঘুনাথের পাদ পদ্ম এই রূপ হয়। নিশিতে করিল সীতার নিতম্ব আশ্রয়॥ ৮৪॥

জানকী প্রবুদ্ধা। অর্থাৎ জানকী বোধপ্রাপ্তা।

ন হ্রয়তি চ বিভেতি প্রেমতো বালভাবান্মিলতি স্মরৎ-
শাস্ত্রপ্রাগ্রমাকুঞ্চকন্ঠী। অহহ নহি নহীতি ব্যাজমপ্যা
লপন্তী, স্মিত মধুর কটাক্ষৈ র্ভাবমাবিষ্করোতি॥ ৮৫॥

দর্শন করিলা সীতা প্রেমেতে নিশ্চয়। বালক ভাবেতে যেন করিলেন ভয়॥ রতিসঙ্গ পরে যদি হইল মিলন। কুণ্ঠিতা জানকী দেবী নিশ্চয় বচন॥ ছলনা করিনু আমি নহি নহি ছিছি এই কথা কহিলেক জনকের ঝি॥ মধুর কটাক্ষ হাস্য করি বার বার। শৃঙ্গার স্বভাব সীতা করিল প্রচার॥ ৮৫॥

অপিচ। অরণ্যং শার্দূলৈ র্গিরিকুহর মত্যাশ্চ হরিণৈ,
দিশো দিক্‌পালৈ ভ্রান্তৈঃ শ্রবণমপি বলৈঃ পঙ্কজবনৈঃ।
প্রিয়া চক্ষুর্মধ্যস্তন বদন সৌন্দর্য্য বিজিতৈঃ
সত্যং মান্যে ম্লানে মরণমপ্যবারণ্যং গময়॥ ৮৬॥

হরিণী হেরিয়ে নেত্র বন মধ্যে যায়। দেখি তার মধ্যভাগ কেশরী লুকায়॥ স্তনের সৌন্দর্য্য হেরি মাতঙ্গের গণ। লাজ পেয়ে দিগন্তরে করিলা গমন॥ বদন কমল দেখি পঙ্কজ সকল। অদ্যাপি লুকায়ে আছে জলেতে কমল॥ কোন ক্রমে

মানী যদি অপমান হয়। অরণ্য গমন কিম্বা মরণ নিশ্চয়॥ ৮৬

অয়ি প্রিয়েপশ্য॥ হে প্রেয়সি তুমি দর্শন করহ।

দৃষ্ট্বা মুখং তে সরসিরুহাণি ভৃঙ্গাক্ষমালাং জগৃহুর্জপায়। এণী দৃশশ্চেদৃশ্যাবলোক্যবেণীং ভোগং ভুজঙ্গাধিপতির্জুগোপ। ৮৭

দেখিয়ে তোমার মুখ সরোসিজ গণ। অলিরূপ অক্ষমালা করিল গ্রহণ॥ তদীয় বদন জয় করিবেক বলি। জপহেতু অক্ষমালা হইলেক অলি॥ কুরঙ্গ নয়নী তব বেণীর শোভায়। ভুজঙ্গের অধিপতি বিবরে লুকায়॥ ৮৭ ॥

দৃষ্ট্বা সুবর্ণং দহনে স্বদেহং, চিক্ষেপ বর্ণং তবদন্ত পংক্তিং। বিলোক্য তূর্ণং মণি বীজপূর্ণং ফলং বিদীর্ণং কিল দাড়িমস্য॥ ৮৮ ॥

দেখিয়ে সুবর্ণ তব সৌন্দর্য্য বরণ। দহনেতে স্বীয়দেহ করে সমর্পণ॥ দাড়িম্ব দেখিয়ে তব দন্তের বিহার। অদ্যাপি বিদীর্ণ হয় হৃদয় তাহার॥ ৮৮ ॥

শ্রীরামঃ সানন্দং। শ্রীরামচন্দ্র আনন্দযুক্ত হইলেন।

সীতাং মনোহরতাং গিরমুদ্গিরন্তী, মালিঙ্গ্য তত্র বুভুজে পরিপূর্ণ কামঃ। রামস্তথা ত্রিভুবনেপি যথা ন কোপি, রামং ভুনক্তি বভুজে নচ ভোক্ষতীণঃ॥ ৮৯॥

মনোহর বাক্য সীতা কন অনুক্ষণ। তাঁহাকে লইয়া রাম করেন আলিঙ্গন॥ ভবনে যে রূপ ভোগনা করিছে কেহ। সেইরূপ নারীভোগ করিলেন তেঁহ॥ ৮৯॥

বৃহদ্বৃতি সুবর্ণস্ফোটকক্ষাপুটাম ললিত, ভুজলতায়াঃ সংপুটালিঙ্গিতেষ। দুরতরসবশায়া রাঘবস্য প্রিয়ায়া, হরতি হৃদয়ভাপং কাপি দেব্যাঃ স্তনশ্রীঃ॥ ৯০ ॥

কোমল সুগন্ধি অতি ভাল কক্ষতল। উদিত ললিত কর হয়েছে সকল॥ উৎকৃষ্ট আলিঙ্গন দিলেন আশ্রয়। শৃঙ্গার রসের বশ আছেন নিশ্চয়॥ এই রূপ জানকীর ভনশ্রিয় ভাব। হরিলেক রাঘবের হৃদয়ের তাপ॥ ৯০॥

আগামি দীর্ঘ বিরহং চিরমাবিবাসাং, জ্ঞাত্বৈব বরঙ্গ-ভবনেহদ্ভুত কামকেলিঃ। শ্রান্ত্বা তপা দিরম পুরয়ন্দুল লক্ষ্মী, মদ্‌গীর্ণ কর্ণমণ্যোঃ চরণাযুগ্মনাং॥ ৯১॥

বিচ্ছেদ হইবে বড় রাম রঘুবরে। কামলীলা যেন তাহা জানিলেক পরে॥ সে কারণ কামকেলি জন্মিল অদ্ভুত। কুক্কুটের রব শুনি হয় ভঙ্গমুৎ॥ ৯১॥

ভুক্ত্বা ভোগান্ সুরম্যান্ কতিপয় দিবসং রাঘবো ধর্ম্ম পত্না, সার্দ্ধং বহ্নি স্ফুলাঃ শ্রবণ মুনিপিতুঃ প্রাপহা শাপ কালং। ধূম্রকম্মাদ্বিবস্বান্মলিন কিরণতাং হামহোৎপাত হেতো, রুল্কাদণ্ডঃ প্রপতন্তি নভসঃ কম্পতে ভূতধাত্রী। ৯২।

নারীসহ রঘুনাথ হইয়া তৎপর। কিছুদিন রম্য ভোগ করেন রঘুবর॥ দশরথে দিয়েছিল মুনি অভিশাপ। সেই দিন রাঘবের হৈল যেন লাভ॥ মলিন কিরণ সূর্য্য হৈল অকস্মাৎ। উৎপাত হেতু হয় যেন উল্কাপাত॥ অমঙ্গল হৈবে বলি কাঁপিল অবনি। চরমে চরণে স্থান দিও রঘুমণি॥ ৯২॥

দিগ্‌ভাগোধূমরো ভূদহনি বহুতরাঃ স্ফারতারাঃ স্ফুরন্তি, স্বর্ভানো ভানবীয়ং গ্রহণ মসময়েহোধিরো শক্রকেতুঃ। মধ্যাহ্নে ঘুংক্ষ ঘোষঃ স্বগণকৃত মতি, স্ফীত ফেরু প্রচারো, বারং বারং গভীর প্রলয়ইব মহাকাল চিৎকার ঘোষঃ॥ ৯৩॥

দিগ্‌ভাগ হৈল যেন ধূষর বরণ। দিবসে উদয় হয় আসি তারাগণ॥ অসময়ে রাহু সূর্য্যে করিল গরাস। ধরাতলে রক্ত বৃষ্টি খসিল আকাশ॥ দ্বিতীয় প্রহর কালে শৃগালের রব। শূকরের ধ্বনি হৈল গভীর প্রভব॥ ৯৩॥

অত্রান্তরে দশরথস্য চেষ্টা।

অর্থাৎ দশরথ রাজা শ্রীরামচন্দ্রকে নীতিজ্ঞ দেখিলেন।

রামে নয়ং চয়ং দৃষ্টা লোকধর্ম্ম সহৃদ্‌যৎ। যৌবরাজ্যাভি যেকায়ং নৃপে মতিরভূৎ ততঃ॥ ৯৩॥

লোকধর্ম্ম আর নীতি করিছেন সহন। এরূপ সুনীতি রামে দেখিয়ে রাজন॥ যৌবরাজ্যে রামচন্দ্র করিবেন স্থিতি। সেই হেতু নৃপতির জন্মেছিল মতি॥ ৯৪॥

রামাভিষেক প্রসঙ্গে সুমন্ত্রো বহির্নিঃসত্য নাগরান্ প্রতি আহ

শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক জন্য সুমন্ত্র সারথি বহির্গত হইয়া নগরবাসীদিগে কহিতেছেন যথা।

স্বীয়াংজরা মুপগতা মবলোক্য রাজা, রামঞ্চ রাজ্য বহন ক্ষমমাকলয্য। রাজ্যাভিষেক পরমোৎসবস্থ কর্ত্তুং ব্যাদিষ্টবান্ পুরজনাঃ কুরুত প্রমোদং॥ ৯৫॥

আপনার বৃদ্ধদশা দেখে দশরথ। রাজ্যবহ যোগ্য রাম দেখিয়ে মহৎ॥ রাজ্য অভিষেক রূপ মহৎ উৎসব। করিতে আদেশ দিল মহৎ প্রভব॥ সেহেতু কহিছে তবে সারথি সুবোধ। পুরবাসী সকলেতে করহে প্রমোদ॥ ৯৬॥

রামাভিষেকে মদ বিহ্বলায়াঃ, কস্যাশ্চিতো হেমঘটস্তরুণ্যাঃ। সোপান মারুহ্য চকার শব্দং, টঠং টঠং টং টটটং টঠং টঃ। অথবা ঠনং ঠনং ঠঃ ঠঠনং ঠনং ঠঃ। ৯৬

রাম অভিষেকে রামা হইয়া বিহ্বল। কক্ষ হৈতে হেমঘট পড়িল সকল॥ সোপানে পড়িয়া ঘট হৈয়েছে বিফল। ঠন ঠন শব্দ করে কলসি সকল॥ ৯৬॥

কৈকেয়ী স্বগতং পতিতমিদ মংর্থ স্তুরৎ রাজান্ মুপ সত্য প্রকাশং। জয়তি জয়তি মহারাজো দশরথঃ।

অনর্থ পড়িল দেখে কৈকেয়নন্দিনী। রাজার নিকটে কহে সুমধুর বাণী॥ জয়যুক্ত হও তুমি রাজা দশরথ। পূর্ব্বকালে মোর সনে করেছ শপথ॥

ব্যাকোশেমন্দীবরাভং বরনয়নযুগং বিভ্রতি স্বর্ণকান্তি, র্গত্বা রাজান্ মুচ্চৈর্দ্দশরথ মবদৎ কেকয়ী সাধুমধ্যে। রাজান্ রামাভিষেকো বিরমতু জড়ধী র্নিষ্কলঙ্কে কুলেস্মিন ভূপুত্রী যস্য পত্নী স ইহ ভবিত কথং ভূপতি রামচন্দ্রঃ। ৯৭

প্রকাশিত ইন্দীবর হয়েছে সকল। তাহার স্বরূপ তার নয়ন যুগল॥ স্বর্ণসমা কান্তি ধরে কৈকেয় নন্দিনী। সাধু মধ্যে যায় যেন গজেন্দ্র গামিনী॥ উচ্চস্বরে দশরথে কহিছে বচন। রাম অভিষেক রাজা কর নিবারণ॥ নির্ম্মল কুল এই সূর্য্যবংশ হয়। ইহাতে ভূপতি রাম কি প্রকারে হয়॥ পৃথিবীর কন্যা সীতা যাহার রমণী। সে জন ভূপতি হবে সম্ভবেনা বাণী॥ ৯৭॥

রাজা আহ।

দশরথ রাজা কহিলেন যথা।

কৈকেয়ীই হাস্যং উপবিশ্য কেকয়ী এবমেবং কথয়তি রাজানং কিংভৎ অমঙ্গলয়ং বধ মস্তো অস্যা আগমনানুপম মেব মহৎপত্তাঃ দৃশ্যন্তে তস্মাৎ বধূং ভবনাৎ দূরতো নিঃসারয় মহাক্ষ প্রাক্ স্বীকৃতং

বধূদ্বয়ং প্রদীয়তাং তদেব সীতা লক্ষ্মণ সহিতস্য রামস্য।
বনপ্রয়াণং ভরতস্য চক্রবর্ত্তিত্বে অভিষেকঃ ॥ ৯৮ ॥

কৈকেয়ী এখানে তুমি কর আগমন। এই কথা দশরথ কহিছেন
তখন ॥ রাজার সমীপে গিয়ে কেকয়ীনন্দিনী। কর্ণে কর্ণে কয়
পরে এই রূপ বাণী ॥ অমঙ্গলা বধূ এই জানকী নিশ্চয়। ইহারা
গমনাবধি অমঙ্গল হয়। সেই হেতু দূরদেশে প্রস্থান করাও।
স্বীকার করেছ পূর্ব্ব মোরে বর দেও ॥ এই দুই বর মোরে
দেও হে রাজন। শ্রীরামের বনবাস সহিত লক্ষ্মণ ॥ তার সহ
সীতাদেবী বনবাসে যায়। ভরতেরে রাজা তুমি করিবে নিশ্চয় ॥

ততো দশরথঃ।

তদনন্তর দশরথ রাজা কহিলেন যথা।

হা রামভদ্র প্রাণাধিক প্রাণ ভূপুত্রী তব পত্নী তথাপি,
তস্যা ভূবঃ পরিগ্রহণং অনুচিতং মিদমিতি মত্বা
কৈকেয়ী ত্বাং নিবারয়ামাস ॥ ৯৯ ॥

প্রাণের অধিক রাম হও হে আমার। পৃথিবীর কন্যা সীতা রমণী
তোমার ॥ ধরাপতি হৈলে তুমি অসম্ভব হয়। কৈকেয়ী জানিয়ে
করে নিষেধ তোমায় ॥ ৯৯ ॥

ততঃ সুমন্ত্রস্বাগতং রাজ্ঞ অভিপ্রায় এষঃ তত্ত স্বয়মেবগত্বা রাম
চন্দ্রায় নিবেদয়ামিতি নিষ্ক্রান্তঃ। জয়তি জয়তি শ্রীরামচন্দ্রঃ
ভৃত্যস্তে সুমন্ত্রোঽস্মি নিবেদয়ামাস্থান নির্গমনাচ্চ ॥ ১০০ ॥

তদন্তে সারথি কয় রাজ অভিপ্রায়। নিবেদন করি রাম তব
রাঙ্গাপায় ॥ জয়যুক্ত হও তুমি কৌশল্যানন্দন। তবভৃত্য আমি
সেই সুমন্ত্র সুজন ॥ এই ক্ষণে রামচন্দ্র নিবেদন করি। শুন
মোর নিবেদন অযোধ্যা বিহারী ॥ ১০০ ॥

শ্রুত্বৈব কেকয় সুতানগরীজনানাং, মাঙ্গলমুগ্ধমবলা
কুলবারয়োষং। তুষ্টং প্রিয়ং ন্যসতি শক্রসখে নরেন্দ্রে,
প্রাক্ স্বীকৃতং বরযুগং সময়াচতৈনং॥ ১০১॥

শুনিল কেকয় সুতা নগরে মঙ্গল। আহ্লাদিত আছে যার সুন্দরী সকল॥ তব শোভা করে নাশ নরেন্দ্র ভূপতি। দুই বর তাঁর কাছে লইল সম্প্রতি॥ ১০১॥

তদেব বরযুগ্মং।

সেই বরদ্বয় যথা।

রামো যাতু বনং চতুর্দ্দশ সমা মূর্দ্ধা জটাং ধারয়ন্,
বন্যাং বৃত্তিমুপাগতো বিরচিতাং সীতাসহঃ সানুজঃ।
রাজ্যং সানুচরং সমৃদ্ধমিদং সংন্যস্যতাং মৎসুতে,
শ্রুত্বৈবং সুনিষ্ঠুর বচোমিদং ভূমিং গতো বিহ্বলঃ। ১০২॥

জটাধারী হৈয়ে রাম বনবাসে যায়। চতুর্দ্দশ বর্ষ ব্যাপে বনে যেন রয়॥ বন বৃত্তি রামচন্দ্র করিবেন বিহিত। সীতার সহিত আর অনুজ সহিত। আমার সন্তানে রাজ্য কর সমর্পণ। এরূপ কৈকেয়ী কয় নিষ্ঠুর বচন॥ সেই কথা দশরথ শুনিয়ে সকল। ধরাতে পড়িয়া রাজা হইল বিহ্বল॥ ১০২॥

কৈকেয়ীং প্রাপ্য শ্রীরামঃ।

কৈকেয়ীকে পায়ে শ্রীরামচন্দ্র কহিলেন যথা।

বৈখানসৈঃ পরিবৃতেষু বনেষু বাসস্তাতাজ্ঞয়া জননি
তত্র তবানুরোধঃ। প্রাণাধিকস্য ভরতস্য চ রাজ্যলাভো,
রামেণ দেবি কিমতঃ পরমর্জ্জনীয়ং॥ ১০৩॥

মুনিকর্ত্তৃ ব্যাপ্তবন আছয়ে নিশ্চয়। সেই বনে বাস কৈল তাতের আজ্ঞায়॥ তাহাতেই আছি মাগো তব অনুরোধ। সপত্নীসাদের

জাল দিলে পরিশোধ॥ প্রাণাধিক ভরতের রাজ্যলাভ হৈল। অতঃপর শ্রীরামের কি কর্ত্তব্য বল॥ ১০৩।

শ্রীরামোলক্ষ্মণং প্রতি বৎস লক্ষ্মণ নিজাং বত্তাং মাষা
মাগ্রেভব অহং তাতং নত্বা গাববাগচ্ছামি॥ ১০৪॥

লক্ষ্মণের প্রতি রাম কহিছে বচন। ভ্রাতৃবধূ লয়ে অগ্রে করহ গমন॥ অনকে প্রণাম করি না আসি যাবৎ। ভাই তুমি অগ্রসর হইবে তাবৎ॥ ১০৪॥

তাতং দশরথ নত্বা মাতরৌ জননীং ততঃ। মৈথিল্যা
সহিতো রামো লক্ষ্মণেন বনে গতো॥ ১০৫॥

দশরথে প্রণমিল আর মাতৃগণ। জননীরে প্রণমিয়া রঘুরনন্দন॥ জানকী সহিত বনে করিল গমন। তাহার সহিত গেল অনুজ লক্ষ্মণ॥ ১০২॥

গুর্বাজ্ঞা পরিপালনাৎ প্রতিবনং সংপ্রস্থিতং রাঘবং,
দৃষ্টাসৌত্বরিতা বিদেহতনয়া স্বং স্বং জনং পৃচ্ছতি।
নত্বা কোশলকন্যকাংঘ্রিযুগলং পশ্চাৎ সুমিত্রাং পুনঃ,
পৃষ্টাসৌশুকসারিকাপিককুলং রামানুগাপ্রস্থিতা॥ ১০৬।

গুরু আজ্ঞা রঘুনাথ পালন কারণ। বনেতে প্রস্থান কৈল রঘুর নন্দন॥ এরূপ রাঘবে দেখি জনকনন্দিনী। আত্মীয় স্বজনে সীতা জিজ্ঞাসিলা বাণী॥ প্রণমিয়া সীতাদেবী কৌশল্যার পায়। পশ্চাৎ প্রণাম করে লক্ষ্মণের মায়॥ শুকসারি পিককুল করিয়ে মর্শন। রামের পশ্চাৎ সীতা করিলা গমন॥ ১০৬॥

লক্ষ্মণং প্রতি সুমিত্রার বচনং।

অর্থাৎ লক্ষ্মণের প্রতি সুমিত্রার বাক্য যথা।

রামং দশরথং বিদ্ধি মাং বিদ্ধি জনকাত্মজাং।

অযোধ্যা মটবীং বিদ্ধি গচ্ছ পুত্র যথা সুখং ॥ ১০৭ ॥
দশরথ তুল্য রাম জানিহ লক্ষ্মণ। মোর সম জানকীরে দেখো সর্ব্বক্ষণ ॥ অযোধ্যা দেখিবে তুমি অরণ্য সমান। সুখেতে করহ পুত্র গমন বিধান ॥ ১০৭ ॥

রামং প্রতি সুমিত্রা বচনং।

অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি সুমিত্রার বাক্য যথা।

বালা বিদেহতনয়া ললিতৌ ভবন্তৌ, দিগ্দক্ষিণাচ
রজনীচর চক্রজুষ্টা। তৎবৎস বৎসলতয়েদমদাহরামো,
মারামগচ্ছনয় দক্ষিণ দক্ষিণাশাং ॥ ১০৮ ॥

বালিকা বিদেহকন্যা তোমরা বালক। দক্ষিণ দিগেতে আছে রাক্ষস সকল ॥ সেই হেতু রাম তুমি সে দিগে না যাবে। নীতি দক্ষ রঘুনাথ তবে সুখে রবে ॥ ১০৮ ॥

অথাত্রাবসরে পৌরাঃ প্রাহুঃ।

অর্থাৎ পুরবাসি সকলে কহিতেছে।

অভিনব গুণগ্রামে রামে নিমজ্জতি পত্তনং, করুণ
বরুণা পারাবারে নিমজ্জতি সজ্জনা। অচলদ
চলৈ রুর্বী ভূর্বীপয়ং নতু কৈকয়ী, কুলিশ বড়িশ
প্রায়ং প্রায়ো মনোবত যোষিতাং ॥ ১০৯ ॥

পুরীত্যজে যদি গেল শ্রীরাম লক্ষ্মণ। বরুণা সাগরে মগ্ন হইলা সজ্জন। অচলেতে অতি গুরু আছিল ধরণী। চলিতে লাগিল সেই এরূপা অবনি ॥ কৈকেয়ী না চলে তবু জানিহ নিশ্চয়। অবলার চিত্ত যেন বড়িশের প্রায় ॥ ১০৯ ॥

বন প্রস্থানে পথি সীতা বচসা রাম খেদঃ।

অনন্তর বনগমনে সীতার বাক্যের দ্বারায়

শ্রীরামচন্দ্রের খেদ উপস্থিত।

সদ্যঃ পুরী পরিসরেষু শিরীষমৃদ্বী, সীতা জবাত্রিচতুরাণি পদানিগত্বা। গন্তব্যমস্তি কিয়দিত্যসকৃদ্ব্রুবাণা, রামাশ্রুণঃ কৃতবতী প্রথমাবতারং।। ১১০ ॥

গড়ের বাহির হয়ে জনকনন্দিনী। শিরীষ কুসুম তুল্য কোমলাঙ্গী তিনি॥ চারি চারি পদ ভূমি করিয়ে গমন। আর কত দূর আছে জিজ্ঞাসে বচন॥ বার বার এই কথা জিজ্ঞাসিলা যদি। রামের নয়নে জল পড়ে নিরবধি॥ ১১০॥

সৈব কর্ণাভরণপ্রসূনরিটৈঃ কলাতপক্লামিতাসি। দিনান্ত গম্যানি বনান্যমিন্ত্যংমুবেন বৈদেহি বিলংগয়েথা॥ ১১১ ॥

কর্ণ আভরণ পুষ্প তাহার সহিত। অতি অল্প রৌদ্রে তুমি করিলে তাপিত॥ দিনান্ত যাইতে হবে হেন কত বন। কি প্রকারে প্রিয়ে তুমি করিবে লঘন॥ ১১১॥

নায়ং ভিক্ষুর্বর যুবতিমান্ নাতিভিক্ষুর্ধনুষ্মান্ রাজ্ঞঃ পুত্রো নহি নহি জট জটভারং দধানঃ। নায়ং ব্যাধো ধবগুণধরঃ পশ্যা কস্মাদকস্মাৎ, পুণ্যেরণ্যে নব নবঘন শ্যামলঃ কোয়মেতি॥ ১১২ ॥

ভিক্ষুক হইবে বুঝি অনুমান হয়। যুবতী আছয়ে সঙ্গে কথন তা নয়॥ বিবেকী হইবে তবে করি অনুমান। নিশ্চয় বিবেকী নয় ধনু বিদ্যমান॥ তবে বুঝি রাজপুত্র হবে এই জন। তাহা নয় জটাভার করিছে ধারণ॥ বলবান ব্যাধ এই করিনু নিশ্চয়। নবগুণধারী দেখি কভু সাহা নয়॥ অকস্মাৎ পুণ্যারণ্যে আইল কোনজন। শ্যামল সুন্দর তনু জিনি নবঘন॥ এইরূপ মুনিগণে করিছে তর্কনা। দেখহ সকল মুনি কর বিবেচনা॥ ১১২ ॥

ধরণীং প্রতি রামঃ।

পৃথিবীর প্রতি শ্রীরামচন্দ্র কহিলেন যথা।

অরুণদলতনিম্নাস্নিগ্ধপাদারবিন্দা, কঠিনতরধরণ্যাং
বাত্যা কস্মাৎ স্খলন্তী। ধরণি তদমুষ্যেয়ং পাদবিন্যাস
দেশে, ত্যজ নিজ কঠিনত্বং জানকী যাতি হন্ত।১১৩।

নবদল তুল্য হেন জনকনন্দিনী। চরণ কমল স্নিগ্ধ যেন সরোজিনী॥ কঠিন ধরণী পরে করিছেন গমন। অকস্মাৎ দেহ তাঁর হইতেছে স্খলন। পৃথিবী তোমার কন্যা জনকনন্দিনী। কঠিনতা কর ত্যাগ তুমিহে অবনি॥ অরণ্যে গমন করে জনকের সুতা। পাদার্পণদেশে তুমি কর কোমলতা॥ ১২৩॥

পথি পথিকবধূভিঃ সাদরং পৃচ্ছমানা, কুবলয় দল
নীলঃ কোহয়মার্য্যে তবেতি। স্মিতবিকসিত গণ্ডং ব্রীড়
বিভ্রান্তনেত্রং, মুখমবনময়ন্তী স্পষ্টমাচষ্টসীতা॥ ১১৪।

পথ মধ্যে জিজ্ঞাসিল পথিকের নারী। তোমার ইনি হন কে কওলো সুন্দরী॥ ঈষদ হাসিত গণ্ড বিভ্রম নয়ন॥ নমিত করেন রামা এরূপ বদন॥ তাহাতে করেছে ব্যক্ত জনকের সুতা। ইহার হইবে স্বামী নিশ্চয় একথা॥ ১১৪॥

মসৃণচরণপাতং গম্যতাং ভূঃসদর্ভা, বিরচয় সিচয়ান্তং
মূর্দ্ধ্নি ঘর্মঃ কঠোর। তদিতি জনকপুত্রী লোচনৈরশ্রু
পূর্ণৈঃ, পথিপথিকবধূভিঃ শিক্ষিতাবিক্ষিতাচ। ১১৫।

অল্পে অল্পে সীতাদেবী করহে গমন। সদর্ভা পৃথিবী এই ইহার কারণ॥ বসন মাথায় দিয়ে কর আচ্ছাদন। অতিশয় ঘর্ম্ম আর প্রচণ্ড তপন॥ পথমধ্যে আসি কয় পথিকের নারী। এরূপে গমন কর জানকী সুন্দরী॥ ১১৫॥

প্রথম পথিক যস্মিন্ কাননে রামভদ্রং, তদনুচরণ
চারিণ্যেবমেকাকিনিসা। ত্বরিতগমনয়ন্তী পর্য্যটন্তী
দিগন্তান্, কৃশরুচিমচিরেন্দুং রোহিণীবাপ্নুবায় ॥ ১১৬।

প্রথম কানন-চারী কমললোচন। অল্প শোভাক্রমে পান কৌশল্যানন্দন॥ তাঁহার পশ্চাৎ যান জনকনন্দিনী। ত্বরিতে চলিতে আর না পারেন তিনি॥ একাকিনী করিছেন দিগান্ত ভ্রমণ। ক্রমে গিয়া পাইলেন রাজীবলোচন॥ নবইন্দু লেখা পায় রোহিণী যেমন। সীতাদেবী রঘুনাথে পাইল তেমন।১১৬

শ্রীরাম মনুব্রজ্যাগতঃ সুমন্ত্রো দশরথং প্রতি।

সুমন্ত্র সারথি রামচন্দ্রকে বনবাস দিয়া প্রত্যাগমন
করিয়া রাজা দশরথকে কহিছেন যথা।

তব গিরা রাজ্যমপাস্য তূর্ণং বনং জগামৈব রঘুপ্রবীরঃ। নি
বদ্ধ পৃষ্ঠং শরচাপহস্তং, তং লক্ষ্মণোহগাদনুসীতয়া চ ॥ ১১৭।

তোমার বাক্যেতে রাম রাজ্য ত্যজিলেন। রাজ্য ত্যজি রঘুনাথ বনে চলিলেন॥ পৃষ্ঠদেশে তূণী বদ্ধ করি রঘুবর। করেতে লইয়া প্রভু ধনু আর শর॥ তাহার পশ্চাৎগামি অনুজ লক্ষ্মণ। সীতাদেবী সেই সঙ্গে করিলা গমন॥ ১১৭॥

তদা বদত্য দশরথঃ।

সুমন্ত্র সারথির সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া
দশরথ রাজা কহিতেছেন যথা।

আহূতস্যাভিষেকায় প্রস্থিতস্য বনায় চ।
ন ময়া লক্ষিতস্তস্য স্বল্পোহপ্যাকার বিভ্রমঃ॥ ১১৮॥

অভিষেক হেতু রামে করিনু বরণ। এইক্ষণে রঘুনাথের অরণ্যে

গমন।। রাজা অভিষেকে রাম আহ্লাদিত নয়। অরণ্যে গমনে ম্লান না দেখি নিশ্চয়।। ১১৮ ।।

হৃদয়ং ময়োপযাতসি দিক্ষুসর্ব্বাসুবীক্ষ্যসে।
বৎসরামগতোসীতি সন্তাপাদনু মীয়তে।। ১১৯ ।।

হৃদয় হইতে রাম নাহি গেছ তুমি। সকল দিগেতে তোরে দেখিতেছি আমি।। কিন্তু মোরে ছাড়ি রাম গিয়েছে নিশ্চয়। সন্তাপ হইতে মোর অনুমান হয়।। ১১৯ ।।

শ্রুত্বা সুমন্ত্র বচনেন বনপ্রয়াণং, শাপস্য তস্য চ
বিচিন্ত্য বিপাকবেলাং। হারাঘবেতি সকৃদুচ্চরিতে,
নৃপেণ নিশ্বস্য দীর্ঘতর মুচ্ছ্বসিতং নভূয়ঃ।। ১২০ ।।

রঘুনাথ করিলেন অরণ্য গমন। সুমন্ত্র নিকটে রাজা করিল শ্রবণ।। অন্ধমুনি দিয়েছিল পূর্ব্বে অভিশাপ। পুত্রশোকে প্রাণ যাবে হৈল তাহা লাভ।। হা রাম করুণাময় কোথারে নন্দন। এই বাক্য বলে রাজা ত্যজিল জীবন।। ১২০ ।।

পৌরজনাঃ।

পুরবাসী সকলে কহিতেছে যথা।

জাতঃ সূর্য্য কুলে পিতা দশরথঃ ক্ষৌণীভুজামগ্রণীঃ
সীতা সত্য পরায়ণা প্রণয়িনী যস্যানুজো লক্ষ্মণঃ।
দোর্দণ্ডেন সমো নচাস্তি ভুবনে প্রত্যক্ষ বিষ্ণুঃস্বয়ং,
রামো যেন বিড়ম্বিতোপি বিধিনা চান্যেজনেকাকথা।। ১২১

সূর্য্য কুলে জন্ম তব পিতা দশরথ। অন্য রাজার অগ্রগণ্য সেই মহারথ।। সত্য পরায়ণা সীতা প্রণয়িনী তিনি। যাহার অনুজ ভাই লক্ষ্মণ আপনি।। তাহার দোর্দণ্ড সম ভুবনে কেহ নয়। সাক্ষাৎ ব্রহ্মাণ্ডনাথ রামে জ্ঞান হয়।। সেই রামে বিড়ম্বনা

করিল বিধাতা। অন্য জনে আর বল কি কহিব কথা॥ ১২১॥

জামাতা পুরুষোত্তমো ভগবতী লক্ষ্মীঃ স্বয়ং কন্যকা,
দূতো যস্য বভুব কৌশিকমুনির্মন্ত্রী বশিষ্ঠঃ স্বয়ং।
দাতা সোজনক প্রদানসময়ে চৈকাদশস্যাগ্রহাঃ, কিং
ক্রমো ভবিতব্যতাং হতবিধে রামোপি যাতোবনং॥১২২॥

জামাতা আপনি হরি জগতের পতি। স্বয়ং কমলালয়া কন্যা ভগবতী॥ বিশ্বামিত্র মুনি দূত আপনি যাহার। বশিষ্ঠদেব যজ্ঞ কর্ত্তা হইল তাহার॥ কন্যাদান করিলেক জনক মহাশয়। একাদশগ্রহে গৃহ প্রদান সময়॥ কি কহিব ভবিতব্য কহনে না যায়। হায় বিধি রঘুনাথ বনবাসী হয়॥ ১২২॥

বনস্থ রামকাকচরিতং।

অথ বনস্থিত রামচন্দ্রের কাকচরিত।

রক্ষোভিঃপার চক্রভাগুমিবস্তনং যো, দেব্যা বিদেহ-
দুহিতুর্বিদদারকাকঃ। ঐষকীমন্ত্রপ্রযুক্তভদাতমস্যা
কানী চকার চরণৌ রঘুপাজপুত্রঃ॥ ১২৩॥

রাক্ষস মারণে চক্র তার ভাণ্ডসমা। জানকীর হইলেক স্তনের উপমা॥ এই রূপ স্তনগিরি আছিল তাহার। কাননে কাকেতে তাহা করিল বিদার॥ ঐষক নামক অস্ত্র লইয়া লক্ষ্মণ। কাকাক্ষি করিল কাণা সুমিত্রা নন্দন॥ ১২৩॥

মন্ত্রিভিরানীতো ভরতো মাতুর্ম্মুক্তি প্রত্যুক্তি দ্বয়া পৃচ্ছতি।

অনন্তর মন্ত্রিবর্গ কর্ত্তৃক মাতুলালয় হইতে ভরত আনীত হইয়া মাতার উক্তিতে প্রত্যুক্তি দ্বারায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

মাতস্তাতঃ ক্বয়াতঃ সুরপতি ভবনং হ কুতঃ পুত্রশোকাৎ
কোহসৌ পুত্র চতুর্ণাং ত্বম বরমতয়া যস্যজাতঃ জনস্য।

পুত্র গুহসৌ কাননং তুং কিমতি নৃপতি র, কিংতদাসৌবভাবে,
মহাগুরুঃ ফলং তে কিমিহতব ধরাপীশতা হা হতোস্মি। ১২৪ ॥
জননী গো তুমি বও জনক কোথায়। পশ্চাৎ কৈকেয়ী তাহা ভরতেরে কয়॥ ইন্দ্রের আলয় রাজা করিলা গমন। জননী আমাকে কও কিসের কারণ॥ পুত্রশোকে মহারাজা নরেন্দ্র ভূপতি। সেইত্যজে দশরথ স্বর্গে কৈল গতি॥ তদীয় তনয় চারি আছে বিদ্যমান। কাহার শোকেতে রাজা ত্যজিল পরাণ। জ্যেষ্ঠ রঘুনাথ দূর্ব্বাদলশ্যাম। তাহার বিচ্ছেদে দেহ ত্যজে ধরাধাম॥ বিচ্ছেদ জন্মিল কেন কহত আমায়। কৈকেয়ী কহিছে বাছা শুনপরিচয়॥ রাজার বচনে রামের অরণ্যে গমন সেই হেতু হৈল বাছা বিচ্ছেদ ঘটন॥ কি কারণে কহিলেন এরূপ বচন। মোর বাক্যে বদ্ধ হয়ে কহিল রাজন॥ তাহাতে জননী তব জন্মিল কি ফল। রাজ্যে রাজা হবে তুমি পালিবে সকল॥ তাহার কারণে আমি কহিনু একথা। অন্যের মত জননী গো মনে দিলে ব্যথা॥ সকল অনর্থমূল ঘটাইলে তুমি। হায় হায় মহাখেদ হত হৈনু আমি॥ ১২৪॥

রামং প্রতি ভরত প্রয়াণং।

অর্থাৎ রামচন্দ্রের নিকটে ভরতের গমন।

রামোমূর্দ্ধি নিধায় কাননমগাম্মালামিবাজ্ঞাং গুরো,
স্তদ্ভক্ত্যাপিচ লক্ষ্মণেন সকলঃ মাত্রা সহৈবোজ্ঝিতং।
শ্রীশ্রীরাম ময়া ত্বয়াসহবনে স্থেয়ং মতোহেনুজঃ, সৌমিত্রি
র শিস্তন্নূপোপিভবতস্থাপাদিতঃ স্বঃপথং॥ ১২৫॥
জনকের আজ্ঞা রাম লইয়া মাথায়। করিলেন রঘুনাথ অরণ্যে আশ্রয়॥ রামভক্ত ছিল সেই অনুজ লক্ষ্মণ। সকল ত্যজিয়া বনে

করিলা গমন ॥ মোর সহ রঘুনাথ বনে থাক তুমি। যে হেতু অনুজ তব জন্মিয়াছি আমি ॥ লক্ষ্মণ বালক অতি মূর্খ রামানন্দন। তব তাপে স্বর্গপথে রাজার গমন ॥ ১২৫ ॥

কৈকেয়ীং প্রতি ভরতঃ।

অর্থাৎ কৈকেয়ীর প্রতি ভরতের বাক্য যথা।

নৈবাদ্রিকূটমণি রাজ্যকুলাচিতেন্দ্র, বংশোব সংস্থপি খলাপিশতাশিনীব। মাকন্দশালিনি বনে বিষবল্লিকেব, হা হন্ত কেকয়সুতা কথমাবিরাসীঃ ॥ ১২৬ ॥

উত্তমা তোমার মতি নাহি জানি আমি। আবির্ভাব সূর্য্যবংশে কেন হৈলা তুমি ॥ আপনার যোগ্যবংশে থাকিতে সময়। এ বংশে উদ্ভব তব উচিত না হয় ॥ খলের সদ্ভাব তব তুল্য মাংসাশিনী ॥ আম্রবনে বিষলতা কেকয় নন্দিনী। হায় হায় একি খেদ কহনে না যায়। কিরূপে কেকয় সুতা আবির্ভাব হয় ॥ ১২৬ ॥

আনম্রমৌলিনিহিতাহিতরাজবেশ, মানন্দয়ন্তমখিলানবলোকনেন। হা হন্ত কৈকয় সুতা নয়নাভিরামং, রামং কথং মুনিবেশধরং চকার ॥ ১২৭ ॥

সম্মুখে বিরাজিত প্রভু রঘুবর। নরেন্দ্র নাথের বেশ তুল্য খগ-ধর ॥ দেখিয়া ভুবন তুষ্ট করিতেন ক্ষিতি। নয়নাভিরাম সেই রাম রঘুমণি ॥ হায় হায় তুমি তায় সাজায়ে জটাধারী। শ্রীরামে করিলে মাগো অরণ্য ভিকারি ॥ ১২৭ ॥

ভরতং বনে সমাগতং প্রতি শ্রীরাম বাক্যং যথা।

পরস্ত্রীমাত্রেব কদাচিদপি ন লোভঃ পরধনে, ন মর্য্যাদাভঙ্গঃ ক্ষণমপি ন নীচেষ্বভিরুচিঃ। রিপৌ শৌর্য্যং ধৈর্য্য

বিপদি বিনয়ঃ সম্পাদি সত্তা, মিদংবর্ত্ম ভ্রাতৰ্ভৰত নিয়তং বাঞ্ছসি সদা॥ ১২৮ ॥

পরনারী মাতৃতুল্য জানিহ নিশ্চয়। পরধনে লোভ তব কদাচ না হয় ॥ মানব মর্য্যাদা ভর্ৎসনা কর কভিৎ। নীচলোকে অভি কুট না হয় উচিত ॥ শত্রুবংশে শত্রুভাব জানাবে নির্ব্বাণ। বিপদকালেতে ধৈর্য্য করিবে প্রকাশ ॥ সম্পদ সময়ে লোকে করিহ বিনয়। সাধুজনের এই বর্ত্ম জানিহ নিশ্চয় ॥ শুনহ ভরত ভাই আমার বচন। এই বর্ত্মে সদা তুমি করহ গমন ॥ ১২৮ ॥

বাঞ্ছা সজ্জন সঙ্গমে পরগুণে প্রীতির্গুরৌ নম্রতা, বিদ্যায়াং ব্যসনং স্বযোষিতিরতি লোকাপবাদাদ্ভয়ং। ভক্তিঃ শূলিনি শক্তিরাত্মদমনে সংসর্গ মুক্তিঃখলে যেষ্বেতে নিবসন্তি নির্ম্মলগুণা স্তেভ্যোনরেভ্যো নমঃ॥ ১২৯ ॥

সজ্জন সঙ্গমে বাঞ্ছা যেন তব হয়। গুরুতে করিবে ভক্তি অভ্যাস বিদ্যায় ॥ আপন নারীতে রতি করিবে নিশ্চয়। লোক অপবাদে ভাই করিবেক ভয় ॥ মহেশে রাখিহ ভক্তি আত্মার দমন। খলেতে সংসর্গ তব না হয় ঘটন ॥ নির্ম্মল গুণ এই আছয়ে যাহার। সেই জনে ভাই আমি করি নমস্কার ॥ ১২৯ ॥

সামান্যোহয়ং ধর্ম্মসেতুর্নরাণাং, কালে কালে পালনীয়োভবদ্ভিঃ। নম্রা নম্রা ভাবিনঃ পার্থিবেন্দ্রান্, ভূয়ো ভূয়ো যাচতে রামভদ্রঃ॥ ১৩০ ॥

নরের সামান্য ধর্ম্মপথ এই হয়। কালে কালে পালিবেক কহিনু নিশ্চয় ॥ নমস্কার করি ভাবি নৃপতি নিকট। রাখিবেক এই ধর্ম্ম ত্যজিয়ে কপট। মাগিঙ্গা কহিনু ইহা তোমাদের সনে। ধর্ম্মরূপ সেতু এই রাখিবে যতনে ॥ ১৩০ ॥

ভরতঃ স্বগতং আকাশে।

অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্রের সেই বাক্য আকাশমার্গে
ভরত শ্রবণ করিয়া মাতৃউদ্দিশ্য কহিলেন যথা।

হাহন্ত মাতরিহ জ্বলিতানলেমাং, কামং দহত্বশনি
শৈলকৃপাণ বাণাঃ। মন্তুস্তন্‌বিষহতে ভরতঃ সলীলং,
শ্রীরামচন্দ্র পদয়োর্ঘন বিপ্রয়োগং॥ ১৩১॥

হায় কি খেদ মাগো হইল প্রবল। অহর্নিশ দহে হৃদয়ে প্রজ্বলিত
অনল॥ জননী উদ্দেশ্য আমি করি নিবেদন। অশনি পর্বত
আদি করিছে পীড়ন॥ স্বচ্ছন্দে সহন মম এসকল হয়। কেবল
মাত্র রঘুনাথের বিচ্ছেদ না সয়॥ ১৩১॥

শ্রীরামঃ।

অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্র ভরতকে কহিতেছেন যথা।

মাংবাধতে নহি তথা বিপিনেষু বাসো, রাজ্যেষ্বরুচি
র্জনকবান্ধব বৎসলস্য। রামানুজস্য ভরতস্য যথা প্রিয়ায়াঃ,
পদারবিন্দ যুগলেক্ষতিরুৎপলাক্ষ্যা॥ ১৩২॥

জনকের প্রিয় তুমি বান্ধব বৎসল। রাজ্যেতে অরুচি তব হইল
প্রবল॥ তাহাতে জন্মিল খেদ আমার যেমন। বিপিনে বসতি
দুঃখ নহেক তেমন॥ প্রিয়ার চরণ ক্ষত তাহে খেদ নাই। রাজ্য
ত্যজিবেক তুমি তাহে দুঃখ পাই॥ ১৩২॥

ততঃ সীতাং প্রণমতি ভরতঃ।

অর্থাৎ জানকীর চরণে ভরত প্রণাম করিতেছেন।

মূর্দ্ধা বন্ধজটেন বল্কলভৃতা দেহেন পদানতিং,
কুর্ব্বাণে ভরতে তথা প্ররুদিতং তারস্বরৈঃ সীতয়া।
যেনোদ্বিগ্ন বিহঙ্গ সংকুলতরুর্নিঃসংমদঃ শ্বাপদঃ-

শৈলেন্দ্রোহ'পিলিষু ভূরিভিরভূত সাস্রঃপয়ঃ প্রস্রবৈঃ। ১৩৩।

বৃক্ষের বল্‌কল পরি কৈকেয়ী নন্দন। শিরোপরি জটাভার করিয়া ধারণ॥ জানকীর পাদপদ্মে করিয়া প্রণাম। উচ্চস্বরে কান্দে সীতা নাহিক বিশ্রাম॥ জনক নন্দিনী করে এরূপ রোদন। শৈলেন্দ্র তাহাতে যেন করয়ে ক্রন্দন॥ ব্যাকুল বিহঙ্গ কুল আছে তরুপরে। এইরূপ তরুবর গিরির উপরে॥ গিরিগুহা হৈতে বারি পরিছে নিশ্চয়। সেই যেন নেত্রজল এই জ্ঞান হয়॥ ১৩৩॥

ততো ভরতঃ শ্রীরামং প্রতি।

তদনন্তর শ্রীরামের প্রতি ভরত কহিতেছেন যথা।

আর্য্যোরাজ্যমলং করোতু বিপিনে বাসোময়াস্বীকৃত,
স্তাতাজ্ঞাপালনব্রতঃফলং গৃহ্নাতু মত্তোভবান্। ইত্যু
ক্তোহভ্যুপগম্যচ হৃতমনা রাজ্যেযদারাঘবঃ,সংপ্রাপ্তা
ভরতস্তদানিজপুরী মাদায় তৎপাদুকে॥ ১৩৪॥

রাজ্যের পালন কর প্রভু দয়াময়। বিপিনে বসতি আমি করিব নিশ্চয়॥ তাতাজ্ঞাপালন ব্রত ফলের সাধন। আমাহৈতে প্রভু তুমি করিহ গ্রহণ॥ রামের নিকটে গিয়া কৈকয়ী নন্দন। দুঃখভাবে কহিলেক এরূপ বচন॥ ভরতের সেই বাক্য করিয়া শ্রবণ। রাজ্যেতে করিলা রাম চিত্ত নিবারণ॥ রামের পাদুকা লয়ে ভরত মহাশয়। প্রবেশ করিলা গিয়ে আপন আলয়। ১৩৪

রাজ্যেতত্রাভিষিক্তার্থ নন্দিগ্রাম গতঃ স্বয়ং।
রাঘবাগমনাপেক্ষী ভরতো পালয়ন্মহীং॥ ১৩৫॥

রামের পাদুকা রাজ্যে অভিষেক করি। স্বয়ং পাইল পরে

মাতুলের পুরী ॥ রঘুনাথের আগমন অপিক্ষা কারণ। নন্দিগ্রামে গিয়া করে রাজ্যের পালন ॥ ১৩৫ ॥

দৃষ্ট্বাশ্রমানথ চিরায় বিহায়, চিত্রকূট স্থলীমিহ বিরাধ বধং বিধায়। কুম্ভোদ্ভবেন মুনিনা সহ মন্ত্রয়িত্বা, রামো নিবাসমকরোদথ পঞ্চবট্যাং ॥ ১৩৬ ॥

চিরকাল দেখিলেন আশ্রম সকল। অনন্তে ত্যজিলা রাম চিত্রকূট স্থল ॥ সেইখানে করিলেন বিরাধের বধ। দূরীকৃত হৈলা যেন অরণ্য আপদ ॥ মন্ত্রণা অগস্ত্য সহ করি রঘুপতি। পঞ্চবটী বনে রাম করিলা বসতি ॥ ১৩৬ ॥

তংপয়োদমিববীক্ষ্যসশম্পং, কম্পমান কমনীয় কলাপাঃ। তাণ্ডবানিবিদধুস্তরুষণ্ডে, দণ্ডকানন শিখণ্ডিযুবানঃ ॥ ১৩৭ ।

দণ্ডক অরণ্যে ছিল শিখণ্ডির গণ। নবীন নীরদ রামে কৈল নিরীক্ষণ ॥ মেঘে যেন সৌদামিনী রামরমণি। দেখিয়া করিছে নৃত্য ময়ূরের শ্রেণী ॥ ১৩৭ ॥

রাঘবেন রঘুনাথ প্রেরিতেন বিপিনাদুপনীতং লঘুনাস্বর্ণবর্ণমকরোদবতংসং কর্ণিকারং কুসুমং করভোরুঃ ॥ ১৩৮ ॥

রঘুনাথের আজ্ঞালয়ে করিয়া গমন। স্বর্ণবর্ণ কর্ণিকার আনিল লক্ষ্মণ ॥ সেই পুষ্প লইলেন জনকনন্দিনী। কর্ণে আরোপিয়া শোভা করিলা আপনি ॥ ১৩৮ ॥

তত্র গমন সময়ে রামচন্দ্রং প্রতি সীতা।

গমন সময়ে রঘুনাথের প্রতি জানকী কহিলেন যথা।

পদকমলরজোভির্মুক্তপাষাণদেহা, মলভত যদাহল্যা গৌতমোধর্ম্মপত্নীং। ত্বয়ি বিচরতি শীর্ণগ্রাবিন্ধ্যাদ্রিপাদে, কতিকতি ভবিতারস্তাপসাদারবন্তঃ ॥ ১৩৯ ॥

গৌতমের ধর্ম্মনারী অহল্যা সুন্দরী। তাহার পাষাণ মুক্ত করিলা শ্রীহরি ॥ পদরেণু পায়ে হৈল পাষাণ মোচন। গৌতম পাইল নারী কমললোচন ॥ বিন্ধ্যাপর গিরিপরে কত শিলা আছে। গমন করিলে তুমি নারী হয় পাছে ॥ কত কত মুনিবর দারবন্ত হবে। পাষাণ মানবী নারী কত জনে পাবে ॥ ১৩৯ ॥

লক্ষ্মণো নদীং দৃষ্ট্বা নাবিক মাহ্বয়তি নাবিকঃ
প্রবিশ্য শ্রীরামচন্দ্রং প্রতি।

অনন্তর লক্ষ্মণ নদী দর্শন করিয়া নাবিককে আহ্বান করিতেছেন নাবিক আগমন করিয়া রামচন্দ্রের প্রতি কহিলেক যথা।

মানুষী করণ রেণু রস্তি পাদয়োরিতিকথা প্রথীয়সী।
ক্ষালয়ামি তবপাদপঙ্কজে নাথ দারুদৃশদোঃ কিমন্তরং। ১৪০

মানুষী করণ রেণু আছে তব পায়। শুনিয়াছি রঘুনাথ এই কথা নিশ্চয়॥ শুভ পাদপদ্ম আমি প্রক্ষালন করি। পাষাণ দারুর ভেদ কত দেখি হরি ॥ ১৪০ ॥

উপলভবদহল্যা গৌতমস্যাহ শাপাদিয়মপি মুনিপত্নী
শাপিতাশ্বাপি বাস্যাৎ। চরণ নলিন সঙ্গানুগ্রহংতে,
লঘুস্থী ভবন্তু চির মিয়ংনঃ শ্রীমতো পোত পত্রী। ১৪১।

গৌতম মুনির শাপে অহল্যা সুন্দরী। পাষাণ হইয়া ছিল শুনিয়াছি হরি ॥ মোর তরি মুনিপত্নী এই জ্ঞান হয়। কাহার শাপেতে প্রভু তরী হৈয়া রয় ॥ তোমার চরণ সঙ্গ পাইয়া রঘুনাথ মানুষী হইবে তরী কহি তব সাক্ষাৎ ॥ ১৪১ ॥

শ্রীরামঃ।

শ্রীরামচন্দ্র জানকীর ভক্তি দৈন্য দেখিলেন।

দৃষ্ট্বাতিদৈন্যং জনকাত্মজায়, স্তত্রৈব রামঃ সহ লক্ষ্মণেন।

গোদাবরীতীরসমাশ্রিতেষু দেশেষু চক্রে নিজ পর্ণশালাং। ১৫২

জানকীর অতি দৈন্য দেখি রঘুবর। লক্ষ্মণ সহিত রাম হইয়া তৎপর॥ গোদাবরী নদীতীরে পর্ণের আলয়। নির্ম্মাণ করিল রাম জানিহ নিশ্চয়॥ ১৪২॥

স্ত্রীমায়য়া হরতি সূর্পণখেতি বদ্ধা, সৌমিত্রিণা সপদি খড়্গনিকৃত্তনাসা। সা রাবণস্য ভগিনী কুপিতাথ গত্বা প্রত্যানিনায় খরদূষণ সৈন্যমুগ্রং॥ ১৪৫॥

মায়ানারী সূপণখা করিছে ভ্রমণ। তাহাকে হেরিয়া ক্রোধ হইয়া লক্ষ্মণ॥ অসিতে নাসিকা তার করিলেন ছেদ। ছিন্ন নাসা মুক্তকেশা রূপ হৈল ভেদ॥ রাবণের ভগ্নি রামা হইয়া কুপিত। খরাদির উগ্রসৈন্য আনিল ত্বরিত॥ ১৪৩॥

চতুর্দ্দশ সহস্রকং পরমচণ্ডরক্ষোগণং, নিহত্য যুধি সত্বরং সকল মেকবাণেন সঃ। খরং ত্রিশির সাশ্বিতং তদনুদূষণং দুর্দ্ধরং, জঘান ঘন ঘোষণ স্ফুরিত কার্ম্মুকো রাঘবঃ॥ ১৪৪॥

চতুর্দ্দশ সহস্র প্রচণ্ড রক্ষগণ। সত্বরে সমরে মারে কৌশল্যা নন্দন॥ তিন মাত্র ধরে সেই সেনাপতি খর। তাহাকে করিল বধ প্রভু রঘুবর॥ দূষণ আছিল তার প্রিয় সহোদর। ওই রূপ দশা তার হইল তৎপর॥ ১৪৪॥

সীতারূপ সুধাস্বাদ্যং শ্রুত্বা সূর্পণখা মুখাৎ।
রাম মোহায় মারীচং প্রেষয়ামাস রাবণঃ॥ ১৪৫॥

সুধাসম সীতারূপ সূর্পণখা কয়। শ্রবণ করিল তাহা রাবণ দুর্জ্জয়॥ রঘুনাথের মোহ হেতু মারীচ প্রেরণ। সত্বরে করিল সেই লঙ্কেশ রাবণ॥ ১৪৫॥

মারীচঃ স্বগতং। অর্থাৎ মারীচের মানস দ্বারা বিবেচনা।

কৃতান্তদণ্ড প্রকাণ্ড দোণ্ডঃ সকিল,চণ্ডাংশুবংশ্যা খণ্ডলো।
রামচন্দ্রঃ। অয়মপি মহেন্দ্রাবস্কন্দস্থানং, লঙ্কেশ্বর
স্তদবশ্যং শমনভবনাতিথিনা ভবিতব্যং জীবিতে
নাদ্য। রাঘবাদপি মর্ত্তব্যং মর্ত্তব্যং রাবণাদপি।
উভাভ্যামপি মর্ত্তব্যং বরং রামাস্ত্রাবণাৎ॥ ১৪৬॥

যমদণ্ড সম রামের দোদণ্ড বল। মিহিরের বংশে রাম যেন আখণ্ডল॥ বিদ্যমান লঙ্কাপতি এই দশানন। ইহাকে দেখিলে ইন্দ্র করে পলায়ন॥ ইহার কারণে অদ্য আমার জীবন। অবশ্য অতিথি হৈব শমন ভবন॥ রাঘব হইতে মৃত্যু নতুবা রাবণ। উভয় হইতে মোর নিশ্চয় মরণ॥ রঘুনাথের হাতে মৃত্যু শ্রেষ্ঠ এই হয়। রাবণ হইতে মৃত্যু উচিত এনয়॥ ১৪৬॥

সুললিত ফলমূলৈ স্তত্রকালং কিয়ন্তং, দশরথ কুল
দীপে সীতয়া লক্ষ্মণেন। গময়তি দশকণ্ঠোৎকণ্ঠয়া
প্রেরিতং দ্রাক, কনকময়কুরঙ্গং জানকী সংদদর্শ॥ ১৪৭

ফল মূলে সেথা কাল করেন হরণ। অনজ জানকী সহ রঘুর নন্দন॥ রাবণের বাক্য হেতু মারীচ দুর্জ্জন। কনককুরঙ্গ হৈয়া করিল গমন॥ স্বর্ণময় মৃগবর অতি সুশোভন। জনক নন্দিনী তাহা করিল দর্শন॥ ১৪৭॥

ততঃ সীতা শ্রীরামং প্রতি।

জানকী শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি কহিতেছেন।

প্রিয়তম মৃগমস্তু,জানমেনং মৃগপতি বিক্রম দেহি মে
প্রসীদ। ইতি জনকসুতা বচোঽনুরোধাৎ কনকমৃগং
সশরোঽধিহ্যাব রামঃ॥ ১৪৮॥

প্রিয়তম মৃগ এই অদ্ভুত শরীর। এই মৃগ মোরে দেও ওহে রণধীর॥ শুনিয়া সীতার বাক্য রাম রঘুমণি। স্বর্ণমৃগ অন্বেষণে চলিলা আপনি॥ ১৪৮॥

বৎসলক্ষ্মণ ত্বমস্যাঃ, প্রজাবত্যাঃ সহায়ভব। যাবদহং
কনককুরঙ্গং নিহত্য, সমাগচ্ছামীতি নিষ্ক্রান্তঃ॥ ১৪৯।

মোর বাক্য শুন ভাই সুমিত্রানন্দন। সীতার সহায় তুমি থাক হে লক্ষ্মণ॥ কনকের মৃগ মারি না আসি যাবৎ। জানকী সহায় তুমি থাকিবে তাবৎ॥ ১৪৯॥

রামান্বেষণং। অর্থাৎ রামচন্দ্রের মৃগ অন্বেষণ।

আলোকয়ন্ বিশিখমেককরেণ মন্দং, কোদণ্ডকাণ্ড
মপরেণ করেণ সহাং। সংনহ্য পুষ্পলতয়া পটলং
জটানাং রামোমৃগং মৃগয়তে বনবীথিকাসু॥ ১৫০॥

একহাতে শর লৈয়া করেন দর্শন। অপর করেতে ধনু আছয় ধারণ॥ পুষ্পলতা লৈয়া জটা বন্ধ করি শিরে। কাননে কুরঙ্গ রাম অন্বেষণ করে॥ ১৫০॥

মৃগ চরিত।

অর্থাৎ মৃগ এইরূপ ব্যবহার করিছে যথা।

হস্তপ্রাপ্য মুপৈতি লেঢ়িচতৃণং ন মুখশক্যাঃ গাহতে
বল্লান্ পাপ্যা নিবর্ত্তত কিশলয়া ন্যাত্রায় চাত্রায়চ।
ভূয়ঃ পশ্যতি গচ্ছতি প্রতিদৃশং কণ্ডুয়তে স্বাংতনুং
দূরংধাবতি তিষ্ঠতি প্রচরতি প্রাক্তন্মৃগ মায়ামৃগঃ॥ ১৫১॥

হাতে আসি ধরা দেয় যেন মৃগবর। তৃণাদি ভোজন গিয়া করিছে তৎপর॥ কিন্তু মৃগ আইসে বটে ধরা নাহি যায়। দেখিতেং যেন লতায় লুকায়॥ পুনঃ পুনঃ নবতৃণ করিয়া আঘ্রাণ। কমল

নয়নে পুনঃ দেখে বিদ্যমান।। সকল দিগেতে মৃগ করিছে গমন আপনার দেহ পরে করিল ঘর্ষণ।। দূরে ধায় পিছে থাকে চলে পুনরায়। কাননের প্রান্তভাগে মৃগ স্বর্ণ ময়।। ১৫১ ।।

তত্র সীতা লক্ষ্মণং প্রতি।

অর্থাৎ সেই সময় জানকী লক্ষ্মণের প্রতি কহিতেছেন।

চিরয়তি মৃগান্বেষী নাথঃ কথং রঘুনন্দনো বনপরিসরাদ্যোতে ক্রূররক্ষপাচর ভৈরবাঃ। মুহুরপি ভবানুক্তো ন জ্যায়সঃ পরিমার্গণে ব্রজতি তদহোচেতঃ কিং কিং ন লক্ষ্মণ শঙ্কতে।। ১৫২ ।।

হরিণের অন্বেষণে মোর প্রাণনাথ। এতেক বিলম্ব কেন করে রঘুনাথ।। বিদ্যমান এইসব বন পরিসর। রজনীচরেতে ব্যাপ্ত অতি ভয়ঙ্কর।। মুহু মুহু আমি কই তোমারে লক্ষ্মণ। মোর নাথে নাহি তুমি কর অন্বেষণ।। সে আশ্চর্য্য কত মনে হইছে উদয়। মরিলে কি প্রাণনাথ লইবে আমায়।। ১৫২ ।।

চিরাদ্দৃষ্টে রামেকরুণ কটুভির্মৈথিলসুতা বচোভিঃ কোদণ্ডাটনি জনিত রেখান্তরগতাং। বিধায়ৈনাং রামস্ফুরত্ত পদপদ্মাঙ্কিতভুবং দধানং পশ্যান্ কথমপি স সৌমিত্রিরগমৎ।। ১৫৩ ।।

না দেখিয়া রঘনাথে সুমিত্রানন্দন। জানকীর কটুবাক্য করিয়া শ্রবণ।। ধনুকের রেখা ভূমে করিয়া লিখন। তারমধ্যে জানকীরে রাখিয়া লক্ষ্মণ।। শ্রীরামের পাদপদ্ম চিহ্ন নিরূপণ। সেই পথ নিরক্ষীয়া চলিল লক্ষ্মণ।। ১৫৩ ।।

নীতোদূরং কনকহরিণ ছদ্মনা রামভদ্রঃ, পশ্চাদেনং ক্রুত্তমনুসরত্যেব বৎসঃ কনিষ্ঠঃ। বিত্রাং বিত্রাং

প্রবিশতি ততঃ পর্ণশালাং, সভিক্ষুর্দ্বিগ ধিক বষ্টং প্রথ
মতি নিজামাকৃতিং রাবণোহমং ॥ ১২৪ ॥

কনক হরিণ সেই ছদ্মবেশ ধরে। রঘুনাথে লৈয়া মৃগ গেল অতি দূরে ॥ তাহার পশ্চাৎ ক্রত উদ্বিগ্ন মনে। চলিলা লক্ষ্মণদেব রাম অন্বেষণে ॥ তদন্তে আপন তনু লঙ্কার রাবণ। লকায়ে সন্ন্যাসী বেশ করিয়া ধারণ ॥ ছদ্মবেশে লঙ্কাপতি ভিক্ষুকের প্রায়। সভয়ে প্রবেশ করে পর্ণের আলয় ॥ ১২৪ ॥

রামাস্ত্রৈকেক বাণ প্রতিহত হৃদয়ঃ কাঞ্চনাঙ্গঃ কুরঙ্গঃ,
সদ্যোমারীচমায়াহমনিরজনিচরঃসাস্রুরক্তাক্তবক্ষাঃ।
ভিক্ষুঃ কোহপি ক্ষণার্দ্ধমণিখচিত চলৎ কুণ্ডল শ্রেণী
শোভা, বীচা খেলৎ কপোলস্ফুরিত দশশিরাঃ কুম্ভ
কর্ণাগ্রজোভূৎ ॥ ১২৫ ॥

শোভাকর মৃগ সেই ছিল স্বর্ণময়। রামের বাণেতে হৈল বিদীর্ণ হৃদয় ॥ তদন্তে আপন তনু করিলা ধারণ। রক্তমাখা বক্ষস্থল মারীচ দুর্জ্জন ॥ ক্ষণকাল মধ্যে পরে পূর্ব্বে যোগীবর। স্বকীয় শরীর তার করে পরিসর ॥ কুম্ভকর্ণের অগ্রজন্মা হৈয়া দশানন বিচিত্র কুণ্ডল কর্ণে করিল শোভন ॥ ১২৫ ॥

অপিচ। অথাৎ আর বলি।

বাণেন দিব্যেন রঘুপ্রবীরো, মৃগস্য বক্ষস্থলবদ্ধলক্ষ্যাঃ।
বিব্যাধযাবত্তরসা তপস্বীং, দশাননস্তাবদিহ জগাম। ১২৬।

দিব্যবাণে রঘুনাথ মৃগ বক্ষঃস্থল। লক্ষকরি বিন্ধিলেন তাহাতে প্রবল ॥ সেইকালে দশানন তপস্বীর বেশে। সীতার সমীপে গিয়া ত্বরিতে প্রবেশে ॥ ১২৬ ॥

ভিক্ষাং প্রযচ্ছ ননু সূর্য্যকুলাবতংসে বন্যে বিদেহ

সপত্নেঃ পতিতাসি সাধ্বী। একদগৃহাণ হরিপাদরজো

বিমিশ্রং, নির্ম্মাল্যদাম সকলেপ্সিত সিদ্ধিহেতু। ১৫৭।

বিদেহ রাজার কন্যা সাধ্বী তুমি হও। সূর্য্যকুলে অবতংস ভিক্ষা মোরে দেও ॥ নারায়ণের পাদপদ্মরজো মাখা মালা। গ্রহণ করহে তুমি জনকের বালা ॥ সকল বাসনা সিদ্ধি পূর্ণ এতে হয়। নির্ম্মাল্যমালা এই জানিবে নিশ্চয় ॥ ১৫৭ ॥

ইতি তুলসীং দর্শয়তি।

অর্থাৎ রাবণ এই কথা জানকীরে তুলসী

দশন করাইতেছে। যথা।

দৃগ্ভঙ্গিমঞ্জিমগুণৈঃ সতাংহৃদ্য, মন্মথয়ন্ কপট

ভিক্ষুক লক্ষিতোহসি। আসং প্রভুঃ সুভগ নাহমিতি,

ক্ষমস্ব ভৈক্ষায় মাকুরু তৃষাত্বয়মঞ্জলিস্তে ॥ ১৫৮ ॥

নয়ন ভঙ্গিমা হেরি মোর জ্ঞান হয়। অসতী রহস্য তব হৈয়াছে উদয় ॥ কপট ভিক্ষুক তোরে দেখিতেছি আমি। স্বয়ং আমি প্রভু নই জানিবেক তুমি ॥ এই হেতু ক্ষমা কর ওহে যোগীবর। ভিক্ষাহেতু মিথ্যাবাক্য না হবে তৎপর ॥ করপুটে প্রণিপাত করিনু তোমায়। এই হেতু যোগীবর ক্ষমা দেও আমায়। ১৫৮।

সব্যাহরস্কর্ম্মণি দেহি ভিক্ষা লক্ষ্মণধনুস্তরেখাং। জগ্রা-

হতাং পাণিতলেক্ষপন্তীং সমাহ্বয়ন্তীং রঘুরাজপুত্রী। ১৫৯

লক্ষ্মণের দত্ত রেখা করিয়া লঙ্ঘন। এই কথা কহিলেক লঙ্কেশ রাবণ ॥ সাধ্বী সতীত্বশালিনী ভিক্ষা মোরে দেও। রঘু-নাথের প্রিয়া নারী তুমি রামা হও ॥ গ্রহণ করিল পরে জানকীর কর। উচ্চৈঃস্বরে ডাকে সীতা কোথা রঘুবর ॥ ১৫৯ ॥

মার্গং মার্গং মৃগয়তি মৃগারাতি রামে বিরামে, শোকং শোকং গতবতি গতে লক্ষ্মণে লক্ষ্মণেন। সীতা সীতা তপসতনয়া রাজলক্ষ্মা মলক্ষ্যাং, নীতা নীতা মুরমুর বধূ রাবণে রাবণেন॥ ১৬০ ॥

মৃগপথ অন্বেষণে মৃগ অরি রাম। গমন করিল যদি প্রভু গুণধাম॥ অতি শোকে শোকাকুল হইয়া লক্ষ্মণ। চিহ্ন নিরখিয়া করে রাম অন্বেষণ॥ সেই কালে দশানন রাক্ষসের পতি। লঙ্কায় লইয়া সীতা করিলেক গতি॥ বিদেহ তনয়া মধ্যে শোভাকারী সীতা। সুন্দর ললিত অঙ্গ রূপ গুণযুক্তা॥ সীতার কারণে সেই রাবণ সন্তান। দাসীকর্ম্মে সুরবধূ করিবে বিধান॥ ১৬০ ॥

রাবণেনহৃতাসীতা কৃষ্ণপক্ষেহসীতাষ্টমী। অর্দ্ধরাত্রৌ দিনস্যার্দ্ধে অর্দ্ধচন্দ্রার্দ্ধভাস্করে॥ ১৬১ ॥

চতুর্থীর চন্দ্রোপমা জনকনন্দিনী। ভিক্ষুকেরে অর্দ্ধ ভিক্ষা দিতে ছেন তিনি॥ অষ্টমে অসিত তাঁর হৈয়াছে উদয়। এরূপে আছিল সীতা অস্থির আলয়॥ কৃষ্ণপক্ষে অর্দ্ধ দিনে লঙ্কেশ রাবণ। করে ধরে সেই সীতা করিল হরণ॥ ১৬১॥

সীতাদশমুখনীতা ভীতা বদতিস্ম কাঞ্চনদ্যোতা। রঘুনন্দন রঘুনন্দন রঘুনন্দন রামচন্দ্রেতি॥ ১৬২ ॥

হরিলা জানকীসীতা লঙ্কেশ রাবণ। অকস্মাৎ হৈল যেন প্রমাদ ঘটন॥ ওহে রাম রঘুবর শ্রীরঘুনন্দন। ভয়েতে জানকী কয় এরূপ বচন॥ ১৬২ ॥

অপিচ। অর্থাৎ আর বলি।

হারাম হারমণ হা জগদেকবীর, হানাথ হা রঘুপতে বিমুখোক্ষসে মাং। ইত্থং বিদেহতনয়া বহুধা লপন্তী

মাদায় রাক্ষসপতির্নভসা জগাম॥ ১৬৩ ॥

হায় রাম রঘুনাথ জগতের বীর। আমাকে তেজিয়া রাব কোথা হৈলা স্থির॥ বহুধা বিলাপ করি কোথা রঘুপতি। আমাকে লইয়া যায় রাক্ষসের পতি॥ ১৬৩ ॥

রাবণস্য রথসঙ্গতাসতী নূপুরং পরিসসর্জ্জ সত্বরা।
উত্তরীয়মপি কঙ্কণং কচিচ্চারুহারমপিচ স্থলেং॥ ১৬৪

রাবণের রথে গিয়া জনকনন্দিনী। সত্বরে নূপুর ত্যাগ করিলা আপনি॥ উত্তরি বসন আর কোথায় কঙ্কণ। কোন স্থানে চারু হার ত্যজিলা তখন॥ ১৬৪ ॥

জটায়ু বৃত্তান্তঃ।

ইতোবাণং রামঃ ক্ষিপতি হরিণে মুক্তকরুণঃ, সচাপঃ সৌমিত্রিঃ স্বজনমনুজাতিক্রতমিহ। ইতঃ সীতাভিক্ষা মপনয়তি ভিক্ষোঃ করতলে, দ্রয়ং ব্যোম্নি প্রেক্ষম্ যুগপদহ মালোকয়মিদং॥ ১৬৫ ॥

করুণা করিয়া ত্যাগ কমললোচন। হরিণের প্রতি বাণ করিলা ক্ষেপণ॥ সত্বরে সুমিত্রা সুত ধনুর সহিত। শ্রীরামেরে লক্ষকরি চলিল ত্বরিত॥ হেথায় ভিক্ষুক হাতে জনকনন্দিনী। ভিক্ষাদান করে সেই রামের রমণী॥ আকাশে উঠিয়া তিন দর্শ দেখিলেন। তাহার বিশেষ আমি ক্রমে কহিলেম॥ ১৬৫ ॥

রাবণ রথস্থাং সীতাং দৃষ্ট্বা স্বগতং।
অর্থাৎ রাবণের রথে জানকীকে জটায়ু দর্শন করিয়া মানসের দ্বারা বিবেচনা করিছে যথা।
মারীচ মৃগমায়াগ্রে রামচন্দ্রে চ লক্ষ্মণে।

কথমেষা কুরঙ্গাক্ষী রাবণস্য রথোপরি॥ ১৬৬॥

মারীচ মৃগয়া হেতু ব্যাগ্র রঘুপতি। তদধিক দুঃখী তাহে লক্ষ্মণ সুমতি॥ হরিণ নয়না সীতা বিদেহনন্দিনী। রাবণের রথোপরে কি প্রকারে তিনি॥ ১৬৬॥

দৃষ্ট্বাকাশাদবতরন্তমবতরন্তং দৃষ্ট্বা রাবণঃ।

অর্থাৎ রাবণের রথে জানকীকে জটায়ু দর্শন করিয়া আকাশ হইতে অবতরণ হইতেছে তাহাকে রাবণ দেখিয়া তর্কণা করিতেছে। যথা।

মৈনাকঃ কিময়ং রুণদ্ধি গগনে মন্মার্গমব্যাহতং, শক্তিস্তস্য কুতঃ স বজ্রপতনাদ্ভীতো মহেন্দ্রা-দপি। তার্ক্ষ্যঃ সোঽপি সমং নিজেন বিভুনা জানাতি মাং রাবণং, অজ্ঞাতঃ স জটায়ুরেষ সত্ত্ব রসাগ্রস্তোবধং বাঞ্ছতি॥ ১৬৭॥

মৈনাক পর্ব্বত এই করি অনুমান। অব্যাহত মোর মার্গ কৈল রুদ্ধমান॥ তাহার কোথায় শক্তি কথন সে নয়। ইন্দ্রের কুলিশ ভয়ে লুক্কায়িত হয়॥ তবে বুঝি হবে সেই পন্নগ অশন। কৃষ্ণের সহিত জানে আমি যে রাবণ। অজ্ঞান সে জরাতুর জটায়ু নিশ্চয়। মৃত্যুবাঞ্ছা করি বুঝি হইল উদয়॥ ১৬৭॥

রাবণং প্রতি জটায়ু।

অর্থাৎ রাবণের প্রতি জটায়ু কহিছে। যথা।

জন্ম ব্রহ্মকুলে হরার্চ্চনবিধৌ কৃত্বা শিরঃ কর্ত্তনং, শক্তির্বজ্রিনি বাহুদণ্ডদলন ব্যাপার শক্তিঃপরা। হেলোত্তোলিত কেলিকন্দুকনিভঃ কৈলাশ উৎ-

পাটিত, তৎ কিং রাবণ লজ্জসেন হসে চৌর্য্যেণ পত্নী রয়োঃ ।। ১৬৮ ।।

ব্রহ্মকুলে জন্ম তব শুনহে রাবণ। শিরচ্ছেদ করি কৈলে হরের অর্চ্চন ।। বাহুদণ্ড বলে তব মহেন্দ্র লুকায়। হেলায় কৈলাশ গিরি উৎপাটিত হয় ।। এরূপ করেছ কর্ম্ম তুমিহে রাবণ। রামের রমণী চৌর্য্যে করিলে হরণ। এই হেতু আমি কই ওহে লঙ্কেশ্বর। কেন লজ্জা নাহি কর ইহাতে বিস্তর ।। ১৬৮ ।।

অপিচ। অর্থাৎ আর বলি।

জন্মব্রহ্মকুলে তপস্তুনপমং বীর্য্যঞ্চ লোকোত্তরং,
কিঞ্চৈশ্বর্য্য মহো ত্রিলোকজয়িনঃ স্বর্গাঙ্গনাস্বামিনঃ।
ইত্যস্মাদপি বাঞ্ছিতং কিমধিকং সীতা সমাকৃষ্যতে,
তস্মাত্ত্বং সহবান্ধবৈঃপশুমতে যাস্তসি নিঃশেষতাং। ১৬৯

ব্রহ্মকুলে জন্ম তব অনুপম তপ। ত্রিলোকেতে বীর্য্য তব আছয়ে প্রভব।। স্বর্গ রমণীর স্বামী মহেন্দ্র সমান। সেরূপ ঐশ্বর্য্য তব আছে বিদ্যমান।। এই কি অধিক বাঞ্ছা কর লঙ্কা পতি। আকর্ষণ করে সীতা লইলে সম্প্রতি।। সেই হেতু পশু মতি বান্ধব সহিত। নিঃশেষ হইবে তুমি কহিনু বিহিত।। ১৬৯

অবিদুরবস্তবদোষ মহৎ সহে বিসৃজ বীরবধূংপতি দেবতাং।
শরণমস্মি জটায়ুরহংসখা দশরথস্তরথস্তব তিষ্ঠতু ।। ১৭০ ।।

অবিদিত হয়ে কর্ম্ম করে থাক যদি। সহিনু তোমার দোষ শুন গুণনিধি।। বীরের রমণী সীতা দেবতার নারী। সম্প্রতি করহে ত্যাগ মানবের অরি ।। জটায়ু আমার নাম লইনু শরণ। দশর-থের সখা আমি শুনহে রাবণ ।। এইক্ষণে লঙ্কাপতি স্থির তব রথ। উচিত বাক্যেতে কভু না যাবে কুপথ।। ১৭০ ।।

তথাপি তমবধীর্য্যগতে রাবণে।

তথাপি জটায়ুকে তুচ্ছ করিয়া রাবণ গমন করিলেক
সেই রাবণকে জটায়ু পুনরায় কহিতেছে।

রেরে ভোঃ পরদারচৌর কিমিদং ধীরং ত্বয়া গম্যতে,
তিষ্ঠাধিষ্ঠিত গন্ধমাদনতটঃ প্রাপ্তো জটায়ুঃ স্বয়ং।
মুঞ্চেমাং পতিদেবতাং ন খলু চঞ্চপুট চণ্ডাঙ্কুশ, ক্রীড়া
কর্ষণ নির্গতাসৃঙ্গরসঃ পাস্যন্তি গৃধ্রাস্তব।। ১৭১।।

পরনারী চোর ওরে রাক্ষসের পতি। এই মন্দ কর্ম্ম তুমি করিলে সম্প্রতি।। তিষ্ঠে থাক যাও কোথা নিকষা তনয়। স্বয়ং জটায়ু আমি জাননা আমায়।। গন্ধমাদন গিরি আমি করি অধিষ্ঠান সে কথা অজ্ঞাত আছ লঙ্কেশ অজ্ঞান।। দেবতার নারী তুমি কর পরিত্যাগ। নতুবা যাইবে অদ্য তব অনুরাগ।। মোর চঞ্চু দেখ এই অঙ্কুশ স্বরূপ। ইহার কর্ষণে তোর করিব বিরূপ।। বিদীর্ণ হইবে অদ্য তব বক্ষঃস্থল। করিবে রুধির পান শকুন সকল।। ১৭১ ।।

সীতামাশ্বাসয়ন্ রাবণং প্রতি ক্রোধং নাটয়তি।

জানকীকে জটায়ু অভয় প্রদান করিয়া রাবণের প্রতি
ক্রোধ বৃদ্ধি করিতেছে যথা।

মাভৈষীঃ পুত্রি সীতে ব্রজতি কিয়দসৌ নৈষদূরং দুরাত্মা,
রেরেরক্ষঃ কাদারান্ রঘুকুলতিলকস্যাপহৃত্য প্রয়াসি।
চঞ্চ্বাক্ষেপ প্রহারৈস্ত্রুটিতমধমর্ত্তভির্দিক্ষু বিক্ষিপ্যমাণৈ,
রাশাপালোপহারং দশভিরপি ভূশং ত্বচ্ছিরোভিঃ
করোমি।। ১৭২ ।।

মাভৈষী জনকপুত্রী ভয় কি তোমার। অধম দুরাত্মা অগ্রে

না পাবে আমার ॥ ওরে ওরে রক্ষপতি রাক্ষস দুর্জ্জন। হরিয়া রামের নারী করিছ গমন ॥ তব দশমুণ্ড আমি করিয়া ছেদন। দিকপাল দশজনে করিব পূজন ॥ দিশি দিশি দৃশ্যমানে তব দশমাতা। চঞ্চুর প্রহারে ছেদ করিব সর্ব্বথা ॥ ১৭২ ॥

আঃ পাপিন্ পশ্যতো মে রঘুতিলকবধূং চোরয়িত্বাপ্র-
য়াতুং, সীতাং শীতাংশুলেখামিব গিরিশশিরঃ শায়িনী
নুদ্যতোঽসি,। এভিস্তিস্ত্বা শিরাংসি প্রথরনখমুখৈর্দীপ্তচূড়া
মণি, নির্ব্বামদ্যাহং গরুত্মানুরগমিব মুখাচারিণং সংহরামি।১৭৩

ওরে পাপী রক্ষপতি রাক্ষস অধম। ত্রিভুবনে পাপী নাহি দেখি তোর সম ॥ মহেশের শিরশায়ী সুধাংশুর লেখা। সেমতি ভূতলে সীতা ভুবিচন্দ্রলেখা ॥ এরূপা রমণী রামের করিয়া হরণ গমনে উদ্যত হৈলে রাক্ষস দুর্জ্জন ॥ মোরনখে তব মুণ্ড ছেদিব নিশ্চয়। দীপ্তমান চূড়ামণি যাহে শোভা পায় ॥ গরুড় উরগ নষ্ট করয়ে যেমন। সংহার করিব অদ্য তোমারে তেমন ॥ ২৭৩ ॥

জটায়ু রাবণয়ো যুদ্ধং।

রাবণের সহিত জটায়ুর যুদ্ধ।

অক্ষং বিক্ষিপতি ধ্বজং বিভজতে মূর্দ্ধাভিনদ্ধং যুগং,
চক্রং চূর্ণয়তি ক্ষিণোতি তুরগানুক্ষঃপতে পক্ষিরাট্।
রুক্ষং গর্জ্জতি তর্জ্জয়ত্যভিভবত্যালক্ষতে, ত্রাড়য়ত্যা
পক্ষতিকর্ষতি প্রচলয়ত্যাক্রন্দয়ত্যাপি ॥ ১৭৪ ॥

রাবণের অক্ষ পক্ষি কৈল বিক্ষেপণ। তাহার পশ্চাৎ ধ্বজা করিল ভঞ্জন ॥ যোঁয়াল চক্রচূর্ণ হৈল ক্ষীণ হৈল ঘোড়া। তর্জ্জন করিছে পক্ষি গর্জ্জন অযোড়া ॥ রাবণের অবিভব হইল সকল। ভয়ে ভীত হৈয়া সবে কাঁপিছে প্রবল ॥ তাড়না করিয়া পক্ষি

করে আকর্ষণ। ক্রোধহৃষ্টে দেখি ঊর্দ্ধে করিল গমন ॥ ১৭৪ ॥

ক্রুদ্ধস্ততো দৃঢ়চপেট শিলাতলেন, রক্ষঃ পিপেষ গগনে। ছন্নপক্ষিরাজং। ইষৎস্থিতঃ স্বরং তদ্ভুবি রাম রাম রামেতি মন্ত্রমনিশং নিগদন জটায়ুঃ। ১৭৫ ॥

সেই হেতু ক্রুদ্ধ হৈয়া লঙ্কেশ রাবণ। চপেট মারিয়া কৈল পক্ষিরে পেষণ ॥ অদ্ভুত পক্ষিরাজ গগনে আছিল। প্রাণ মাত্র অবশেষ অত্যল্প রহিল ॥ রাম রাম এই মন্ত্র জপি নিরন্তর। পতিত হইল পক্ষি ধরার উপর ॥ ১৭৫ ॥

অথ কৃতরথভঙ্গং পক্ষিরাজং নিহত্য, ক্ষিতিগতমবলোক্য শ্বাস মাত্রাবশেষং। জনকনৃপতিপুত্রীং ক্ষিপ্রমাদায় লঙ্কাং, সরভসমুপযাতো হ্যশোককেলীবনান্তে ॥ ১৭৬ ॥

রথভঙ্গ পক্ষিরাজে করিয়া হনন। ক্ষিতিগত কৈল তারে লঙ্কেশ রাবণ ॥ শ্বাস মাত্র শেষ হৈয়া পড়ে ধরাতলে। রাবণ দেখিল পক্ষি আছে মৃতছলে ॥ জনক নৃপতিপুত্রী লইয়া ত্বরিত। লঙ্কায় অশোকবনে হৈল উপস্থিত ॥ ১৭৬ ॥

পতিতজটায়ুখেদঃ। জটায়ু পতিত হইয়া খেদকরিতেছেন।

ন মৈত্রীনির্ব্ঢ়া দশরথনৃপে কার্য্যবিষয়াঃ ন বৈদেহী ত্রাতা নচ রণহতো রাক্ষসপতিঃ। ন রামস্যাগ্রেক্ষণ্নয়ন বিষয়োস্তু দকৃতিনো, জটায়োজন্মেদং বিতথমভব-দ্ভাগ্যরহিতং ॥ ১৭৭ ॥

দশরথের কার্য্যে কভু মৈত্র না হলেম। জানকী রাখিতে আমি নাহি পারিলেম। চরণ আঘাতে হত নহে লঙ্কেশ্বর। না হইনু রঘুনাথের নয়ন গোচর ॥ অকৃতি জটায়ু আমি অতি অভাজন জগতে হৈয়াছে মোর অভাগ্য জনম ॥ ১৭৭ ॥

পথি রাম লক্ষ্মণোক্তি প্রত্যুক্তী।

পথে রাম লক্ষ্মণের কথোপকথন।

একাকিনী মুটজসীম্নি বিহায় সীতাং, কিং বৎস মৎ সবিধ মাকুলমাগতোঽসি। অত্রাগতে চিরয়তি ত্বয়িবীর দেব্যা, নৈবস্থিতঃ কটুকভুক্তি কদর্থিতোঽহং ॥ ১৭৮ ॥

কুটিরে কামিনী একা রাখিয়া লক্ষ্মণ। আমার নিকটে কেন কৈলে আগমন ॥ এখানে বিলম্ব তব হৈল রঘুবর। আমাকে জানকী দেবী করে কটূত্তর ॥ তাহাতে থাকিতে আমি না পারি তথায়। সেই হেতু রঘুবর আইনু হেথায় ॥ ১৭৮ ॥

বাণেনৈকেনাদ্ভুতং তংনিহত্য, মারীচাখ্যং জাতু ধাবং জবেন। সীতাশূন্যাং পশ্যতঃ পর্ণশালাং, কিং কিং বৃত্তং ন তদা রাঘবস্য ॥ ১৭৯ ॥

মারীচ নামক রক্ষ আছিল প্রকাশ। এক বাণে রাম তারে করিল বিনাশ ॥ সীতা শূন্য পর্ণালয় দেখিলেন আসি। গগণ হইতে যেন সূর্য্য পড়ে খসি ॥ সেই কালে রঘুনাথের কি না হৈয়াছিল। মন্দদশা কত দুঃখ প্রমাদ পড়িল ॥ ১৭৯ ॥

মায়াকুরঙ্গং বিনিহত্যবাণৈ, র্যাতোসহাগত্যচ পর্ণশালাং। কোণ ত্রয়ং তত্র সমীক্ষ্য তূর্ণ, ত্রক্টং চতুর্থং ন শশাক রাম। ১৮০ ॥

মায়ামৃগ মৃগ মারি রঘুর নন্দন। পর্ণালয়ে আগমন সহিত লক্ষ্মণ অবিলম্বে তিন কোণ দেখে রঘুপতি। দেখিতে চতুর্থ কোণ শক্তি নহে মতি ॥ ১৮০ ॥

রাম বিলাপঃ।

জানকীর বিরহে রামচন্দ্র বিলাপ করিতেছেন।

বহিরপি নপদানাং পঙক্তিকান্তর্কাচিৎ, কিমিদমিহ

নসীতা পর্ণশালাংকিমন্যা। অহমপি কিলনাহং সর্বথা
রাঘবশ্চেৎ, ক্ষণমপি নহিসোঢ়া হন্তসীতাবিয়োগং। ১৮১।
অন্তর বাহির আমি দেখিনু নয়নে। জানকীর পদ লেখা নাহি
কোনস্থানে॥ এখানে প্রিয়সী নাই একি হৈল দায়। এই বুঝি
মোর সেই পর্ণশালা নয়॥ আমি যেন আমি নই এই জ্ঞান
হয়। মোর মনে এইরূপ হইয়াছে উদয়॥ যদি আমি হইতেম
কমললোচন। জানকী বিরহ মোর না হৈত সহন॥ ১৮১॥
হা পর্ণশালাঙ্গনবালযষ্টে হাভূতলাবিষ্কৃতচন্দ্রলেখে। মজ্জীবনা
নামবলম্বশাখে, বৈদেহি বৈদেহি কুতো গতাসি॥ ১৮২॥
আলয়ের অঙ্গনায় যষ্টিরূপা ছিলে। আবিষ্কৃতা চন্দ্রলেখা
তুমি ধরাতলে॥ সুশীল জনের হও শাখাবলম্বন। হায় হায়
কোথা প্রিয়ে করেছ গমন॥ ১৮২॥
সভূরজোরঞ্জিত সর্বকায়ো, বভৌবিভুর্মন্যু বিদীর্ণচেতাঃ। বোমি
বিয়োগানল দহ্যমানঃ, স্বকান্তমালিঙ্গয়তীবভূমিঃ॥ ১৮৩॥
ধরার ধূলায় পড়ি দীপ্ত দয়াময়। শোকানলে দগ্ধ দেহ বিদীর্ণ
হৃদয়॥ কামিনী বিরহ অগ্নি করিছে দাহন। ক্ষিতি যেন স্বীয়
পতি করে আলিঙ্গন॥ ১৮৩॥

তত্রাবসারে মুনিজনাগমনং।

এবিষয়ে অবসর হইলে মুনিজনের আগমন।

একনৈবতু রামেণ লব্ধমর্থ চতুষ্টয়ং।
রাজ্যনাশো বনেবাসো হৃতাসীতা মৃতঃপিতা॥ ১৮৪॥
এক রাম কর্তৃলাভ অর্থ চতুষ্টয়। বিভেদ করিয়া কহি তাহার
বিষয়॥ রাজ্যনাশ বনেবাস জানকী হরণ। দৈবহেতু হৈল
তার পিতার মরণ॥ ১৮৪॥

অসম্ভবং হেম মৃগস্য জন্ম, তথাপি রামো লুলুভে মৃগায়। প্রায় সমাসন্নঃ বিপত্তিকালে ধিয়োহপি পুংসাংমলিনী ভবন্তি। ১৮৫।

সোণার মৃগের জন্ম সম্ভব না হয়। তথাপি মৃগের লাগি লুব্ধ দয়াময়॥ নিকটে বিপত্তিকাল হৈলে উপস্থিত। ধীমান জনের হয় বুদ্ধি বিপরীত॥ ১৮৫॥

কর্ম্মণাবাধ্যতে বুদ্ধি র্বুদ্ধ্যাকর্ম্ম ন বাধ্যতে।
সুবুদ্ধিরপি যদ্রামো হৈমং হরিণ মন্বাগাৎ॥ ১৮৬॥

কর্ম্মেতে বাধ্যতা বুদ্ধি আছয়ে নিশ্চয়। বুদ্ধি হেতু কর্ম্ম বাধ কদাচ না হয়॥ যে হেতু সুবুদ্ধি রাম কৌশল্যা নন্দন। সোণার মৃগের পাছে করিল গমন॥ ১৮৬॥

রাজ্যাদ্ভ্রংশয়ন্তা বনং গময়ন্তা ঘোরৈ স্ত্রিয়ামাচরৈ,
রৈর্বরং কারয়ন্তা মতিং ছলয়ন্তা মায়ামৃগচ্ছদ্মনা। দারান্
কারয়ন্তা বনে ভ্রময়ন্তা নানাবনালীতলং, রামস্যাপি
কৃচ্ছং শঠেন বিধিনা দুঃখাতি দুঃখং মহৎ॥ ১৮৭॥

রাজ্যচ্যুত করে বিধি দিল বনবাস। রাক্ষস সহিত পরে শত্রুতা প্রকাশ॥ মায়ামৃগ ছলে মতি করিয়া ছলনা। দারার বিরহ বিধি করিল ঘটনা॥ বিবিধ বনালীতল কাননে ভ্রমণ। বিধি হৈতে হৈল রামের এসব ঘটন॥ ১৮৭॥

হা বল্লভে জনকবংশজ বৈজয়ন্তি, হা মন্দিলোচন
চকোর নবেন্দুলেখে। ইত্থং স্ফুটং বহুবিলপ্য বিলপ্য
রামস্তামেব পর্ণবসতিং পরিতশ্চচার॥ ১৮৮॥

নয়ন চকোর মোর নবইন্দুলেখা। বিদেহ রাজার বংশে আছিলে পতাকা॥ এরূপ বিলাপ করি রঘুনন্দন। কুটীরের চারিদিক করেন ভ্রমণ॥ ১৮৮॥

পুনঃ পর্ণশালাং বিলোক্য রামঃ।

পুনর্ব্বার পর্ণশালা অবলোকন করিয়া রামচন্দ্র কহিতেছেন।

আলিঙ্গতাত্র সরসীরুহকোরকাক্ষী, পীতোঽধরোত্র মধুরো বিধুমণ্ডলস্থা রম্ভাবতার মকরন্দবিমর্দ্দিতানি, পুষ্পাণ্যমূনি দয়িতে কগকানি শুভ্র॥ ১৮৯॥

সরোরুহ তুল্য তার আছিল নয়ন। এই স্থানে সেই প্রিয়া করি আলিঙ্গন॥ মধুর বদন তার বিধুর সমান। তাহাতে করিনু আমি সুধাধর পান॥ ক্রীড়ার কুসুম এই আছয়ে হেথায়। প্রাণের প্রিয়সী মোর গিয়াছে কোথায়॥ ১৮৯॥

গোদাবরীতীরে সীতান্বেষণে রাম চরিতং।

জানকীর অন্বেষণে রঘুনাথ গোদাবরীতীরে এইরূপ ব্যবহার করিতেছেন যথা।

হেগোদাবরি রম্যবারি সুভগে দৃষ্টাত্বয়া জানকী, নাহর্ত্তং কমলানি কিং গতবতী যাহা বিনোদাম্বরা। ইতোহং প্রতি পাদপং প্রতিপথং প্রত্যাপগং প্রত্যগং, প্রত্যেনং প্রতিবর্হিনং ভঙ ইতস্তাং যাচান্ত মৈথিলীং॥ ১৯০॥

সুভগে হে গোদাবরী রম্যবারি তোর। সুধাংশুবদনী সীতা দেখেছো কি মোর॥ কমলাহরণ হেতু গজেন্দ্র গামিনী। কিবা কি কোথারে গেছে সীতা বিনোদিনী॥ তরু পথ নদ নদী ময়ূর হরিণে। জানকী চাহেন রাম সকলের স্থানে॥ ১৯০॥

ভোভোবৃক্ষাঃ পর্ব্বতস্থা বহুকুসুমযুতা বায়ুনা ঘূর্ণমানা, রামোঽহং ব্যাকুলাত্মা দশরথ তনয়ঃ পৃচ্ছতে শোকদগ্ধঃ। বিম্বোষ্ঠী চারুনেত্রা গজগতিগমনা দীর্ঘকেশী সুমধ্যা, হা সীতা কেননীতা মমহৃদয়গতা কেনবা কুত্রদৃষ্টা॥ ১৯১॥

গিরিপরে তরুগণ কুসুমে পুর্ণিত। মন্দসমীরণে সদা হতেছে ঘূর্ণিত॥ আমি রাম দশরথরাজার তনয়। শোকানলে দগ্ধদেহ বিদীর্ণ হৃদয়॥ বিম্বফল জিনি ওষ্ঠ মনোজ্ঞ নয়ন। দীর্ঘকেশী ক্ষীণমধ্যা গজেন্দ্র গমন॥ মম হৃৎপদ্মগতা আহামরি সীতা। কে হরিল সে প্রিয়সী কে দেখেছো কোথা॥ ১৯১॥

সাবেবাস্তটিনী তদেব বিপিনং সৈষানিকুঞ্জস্থলী, সোঽয়ং ভূমিধরঃ সএব মলয়ঃ প্রোদ্ভূতমন্দানিলঃ। তান্যেতানি শরাংসিসন্তি বিমলান্যুত্তুঙ্গ বক্ষোরুহ, স্তন্দ্র পীড়নভার মন্দগমনা নালোক্যতে জানকী। ১৯২।

সেই বেরানদী আমি দেখিনু নয়নে। তদ্রূপ কানন কুঞ্জ আছে সেই স্থানে॥ এই সে ভূধর আমি করি নিরীক্ষণ। তদ্রূপ মলয় মন্দ বহে সমীরণ॥ সেইরূপ নদ নদী আছে সেই থানে। প্রাণের প্রিয়সী আমি দেখি না নয়নে॥ ১৯২॥

গাহং গাহং গহ্বরে কাননেস্তাং দর্শং দর্শং দর্শংহ্লীং মতল্লীং। স্মারং স্মারং ভূষণং তাঞ্চকান্তাং, রামঃ কান্তা মন্ত্রিচারী মরোৎসীৎ॥ ১৯৩॥

গহ্বর কাননে সীতার করিয়া সন্ধান। দৃশ্যমান বল্লী বন দেখিল বিদ্যমান॥ অভরণ আর সীতা করিয়া স্মরণ। অগ্রিচারী হৈয়া রাম করেন রোদন॥ ১৯৩॥

সীতায়া মলব্ধায়াং রামঃ।

অর্থাৎ জানকীকে অপ্রাপ্ত হইয়া রঘুনাথ কহিছেন যথা।

মধ্যং কেশরিভিঃ স্মিতঞ্চ কুসুমৈর্নেত্রং কুরঙ্গীগণৈঃ, কান্তিশ্চম্পক কুট্টনৈঃ কলরুতং হাহাহৃতং কোকিলৈঃ

বল্লীভির্ললিতং গতং করিবরৈঃ স্নিগ্ধং বিভজ্যাঙ্গনা,
কান্তারে সকলৈ র্বিলাস পটুভি র্নীতাসি কিংমৈথিলি।।১৯৪।।

মধ্যদেশ হরিলেক হরিগণ আসি। কুসুমে করিল চুরি সুমধুর হাসি।। হরিণী হরিল নেত্র উপায় কি করি। চম্পক কলিকা কান্তী করিলেক চুরি।। পিককুলে হরিলেক মধুর নিনাদ। লাবণ্য লইয়া বল্লী করিল প্রমাদ।। সুন্দর গমন দেখি মাতঙ্গের গণ। প্রিয়সীর গতি গজে করিল হরণ।। বিলাসী হইয়া সবে পশুপক্ষচয়। বিভাগ করিয়া নিল জানকীর কায়।। দুর্গম পথের মধ্যে পায়ে একাকিনী। সকলে হরিয়া নিল আমার রমণী।। ১৯৪

সীতারানূপুরং প্রাপ্য রামঃ।

অর্থাৎ অরণ্যের মধ্যে জানকীর নূপুর পাইয়া

রঘুনাথ কহিতেছেন যথা।

চক্ষুর্মে প্রীণয়ত্যেত সীতায়াইব নূপুরং।
অবধারয় সৌমিত্রে ভূষণান্তর মাল্যতঃ।। ১৯৫।।

সীতার নূপুর হেরি কমললোচন। আহ্লাদিত হও চক্ষু কন অনুক্ষণ।। ডাকিয়া কহেন ভাই প্রাণের লক্ষ্মণ। কোথা আছে দেখ আর অন্য অভরণ।। ১৯৫ ।।

লক্ষ্মণঃ অর্থাৎ লক্ষ্মণ কহিতেছেন।

নাহং জানামি কেয়ূরে নাহং জানামি কঙ্কণে। নূপুরেচাভি
জানামি নিত্যং পাদাভিবন্দনাৎ ।। ১৯৬ ।।

কভু নাহি জানি রাম কেয়ূর কঙ্কণ। নিত্য করিতেম আমি চরণ বন্দন।। সেই হেতু জ্ঞাত আছি রতন নূপুর। বিনয় করিয়া কহে লক্ষ্মণ ঠাকুর।। ১৯৬ ।।

ততঃ কিয়দ্দূরং গত্বা পতিত সীতোত্তরীয়প্রাপ্তো রামঃ।

অর্থাৎ তদনন্তর কিয়দ্দূর গমন করিয়া জানকীর উত্তরীয় বসন প্রাপ্ত হইয়া রঘুনাথ কহিতেছেন। যথা।

দ্যূতেপণঃ প্রণয়কেলিষু কণ্ঠপাশঃ, ক্রীড়া পরিশ্রমহরং
ব্যজনং রতান্তে। শয্যানিশীথ কলহে হরিণেক্ষণায়াঃ,
প্রাপ্তং ময়া বিধিবশাদিদমুত্তরীয়ং ॥ ১৯৭ ॥

হরিণাক্ষী জানকীর উত্তরী অম্বর। দৈবহেতু বিধিবশে প্রাপ্ত রঘুবর॥ খেলায় রাখিনু পণ উত্তরীয় বাস। প্রণয় কেলিতে ইহা করি কণ্ঠপাশ॥ ক্রীড়া পরিশ্রম হর রতান্তে ব্যজন। হেন বাস ধরাতলে পাইনু এখন॥ ১৯৭ ॥

ততশ্চন্দ্রং দৃষ্ট্বা।

অর্থাৎ তদনন্তর চন্দ্র দর্শন করিয়া রঘুনাথ লক্ষ্মণকে কহিতেছেন। যথা।

সৌমিত্রে ননুসেব্যতাং তরুতলং চণ্ডাংশুরুজ্জৃম্ভতে,
চণ্ডাংশোর্নিশি কাকথা রঘুপতে চন্দ্রোয়মুন্মীলতি।
বৎসে তদ্বিদিতং কথং নুভবতা ধত্তেকুরঙ্গযতঃ, ক্বাসি
প্রেয়সি হাকুরঙ্গনয়নে চন্দ্রাননে জানকী॥ ১৯৮ ॥

তরুতলে চল ভাই সুমিত্রা নন্দন। গগনে উদয় হৈল প্রচণ্ড তপন॥ তপনের তাপে মোর শুকাইল হৃদয়। এই হেতু তরুতল করহে আশ্রয়॥ নিশিতে সূর্য্যের কথা কও অকস্মাৎ। আকাশে প্রকাশ শশী দেখ রঘুনাথ॥ কিরূপে সে নিশিনাথ জানিলে লক্ষ্মণ। যেহেতু করেছে চন্দ্র কুরঙ্গ ধারণ॥ চন্দ্রাননা মমপ্রিয়া মরি হায়২। কুরঙ্গনয়নী সেই জানকী কোথায়॥ ১৯৮

ততশ্চন্দ্র প্রতি রামঃ।

অর্থাৎ তদন্তর চন্দ্রের প্রতি রামচন্দ্র কহিতেছেন। যথা।

শীতরশ্মিরসি চন্দ্রমাং কথং তাপয়স্যনলগর্ভময়ৈঃ।
ত্বাং শরেণ শতধা বিভজেয়ং জানকী মুখ সমো যদি
ন স্যাৎ ॥ ১৯৯ ॥

শীতরশ্মি চন্দ্র তুমি আছহে বিদিত। অনল কিরণে মোরে করিলে তাপিত॥ শরেতে শতধা তোরে করিতেম আমি। সীতামুখ তুল্য যদি না হইতে তুমি॥ ১৯৯ ॥

স্মৃতি ভ্রংশে রাম লক্ষ্মণয়োরুক্তি প্রতুক্তী। যথা ॥

কেযূয়ং রঘুনাথ নাথ কিমিদং ভৃত্যোহস্মি তে লক্ষ্মণঃ,
কোহহং বৎসবদাশুদেব ভগবানার্য্যো ভবান্রাঘবঃ।
কিং কুর্ম্মো বিজনে বনে তত্ত ইতো দেবী সমন্বেষ্যতে,
কা দেবী জনকাধিরাজতনয়া হাহাপ্রিয়ে জানকী। ২০০।

কে তোরা কাননবাসী জিজ্ঞাসিনু আমি। একি বিপরীত কথা কহ রাম তুমি॥ তবভৃত্য আমি সেই অনুজ লক্ষ্মণ। তোমার সঙ্গেতে প্রভু থাকি অনুক্ষণ॥ আমি কে হে বৎস কহ অবিলম্ব করি। লক্ষ্মণ কহিছে তুমি পূর্ণব্রহ্ম হরি॥ বিজন বনের মধ্যে কেনরে লক্ষ্মণ। মহামায়া দেবী মোরা করি অন্বেষণ॥ কোন দেবী ভাই তুমি কহতো আমায়। জনকরাজার কন্যা শুন দয়াময়॥ হায় হায় কোথা প্রিয়া আহা মরি মরি। কাননে হইনু হারা জানকী সুন্দরী॥ ২০০ ॥

রামানুস্মরণং।

অর্থাৎ রামচন্দ্রের পূর্ব্ববাক্যানুস্মরণ কথা।

হারো ন রোপিতঃ কণ্ঠে ময়াবিচ্ছেদ ভীরুণা। ইদানী
মাবয়োর্মধ্যে সরিৎ সাগর ভূধরাঃ ॥ ২০১ ॥

বিচ্ছেদ ভয়েতে কণ্ঠে না পরিনু হার। ইদানী উভয় মধ্যে সাগর

ভূধর॥ তথাপি আমার দেহে আছয়ে জীবন। জানকী বিচ্ছেদ আর না হয় সহন॥ ২০১ ॥

সোঢোস্তাত বিয়োগঃ সোঢোরাজ্য বিয়োগোঽপি। সোঢো বনেচ বাসঃ সোঢুং ন ভবামি জানকী বিরহং॥ ২০২॥

তাতের বিচ্ছেদ আমি করিনু সহন। রাজ্যের বিরহ মোর হৈয়াছে বহন॥ সহিনু অরণ্য বাস নাহি তায় খেদ। সহিতে পারিনে আমি জানকী বিচ্ছেদ॥ ২০২ ॥

ইয়ংগেহে লক্ষ্মীরিয়ং মমৃতবর্ত্তির্নয়নয়ো, রসাবস্যাঃ স্পর্শবপুষি বহুলশ্চন্দন রসঃ। ইয়োবাহু কণ্ঠে সরস মসৃণো মৌক্তিকসর,, কিমস্যান প্রেয়ে বিদ পরম সহ্যস্তু বিরহঃ॥ ২০৩ ॥

ভবনে ভামিনী তুমি লক্ষ্মীরূপা হও। সুধার শলাকা হৈয়া নয়নেতে রও॥ শরীরে তোমার স্পর্শ করি অনমান। জ্ঞান হয় তাহা যেন চন্দন সমান॥ তব বাহু কণ্ঠদেশে হয় মুক্তাহার। হৈয়াছে সকল শ্রেয় প্রিয়সী তোমার॥ কিন্তু প্রিয়ে সব ভাল মন্দ কিছু নয়। অসহ্য বিরহ তব সহ্যতা না হয়॥ ২০৩॥

বাসিবাত যতঃ কান্তাং তাংস্পৃষ্ট্বামামপিস্পৃশঃ। রক্ষেৎ কোমাং ত্বয়, নানঃ শক্যমে তেন জীবিতু॥ ২০৪॥

যেহেতু অনিল সদা হৈতেছে বহন। জানকী স্পর্শন করি আমাকে স্পর্শন॥ তোমা ভিন্ন রাখিতে না পারে অন্যজনে। জীবন ধরিতে নারি জানকী বিহনে॥ ২০৪ ॥

ত্বদ্বিয়োগ সমুত্থেন ত্বচ্চিন্তা বিপুলার্চ্চিষা। রাত্রিন্দিবং শরীরং মে দহ্যতে মদনাগ্নিনা॥ ২০৫ ॥

সীতার বিরহোত্থিত মদন অনল। চিন্তারূপ শিখা তায় হইয়া প্রবল॥ দিবানিশি দগ্ধকরে আমার শরীর। বিবিধ প্রকারে আমি হইনু অস্থির॥ ২০৫ ॥

বায়ুর্দক্ষিণতো বনানি পুরতো ভৃঙ্গধ্বনির্বামতঃ, পশ্চা
দ্দুঃসহ চক্রবাক রুদিতং চোর্দ্ধং সুধাদীধিতিঃ। ইত্থং
দুঃসহ পঞ্চতাপ সহিতে মধ্যে ময়া ধ্যায়তা, নেষ্যন্তে
কতিবা প্রজাগরভবৈরত্যন্ত দীর্ঘাঃক্ষপাঃ॥ ২০৬ ॥

দক্ষিণ বায়ুতে পূর্ণ সকল কানন। ভ্রমর ঝঙ্কার করে বামে অনুক্ষণ॥ পশ্চাতে রোদনকরে চক্রবাক আসি। ঊর্দ্ধেতে উদয় হৈল নিশিনাথ শশী॥ এইরূপ পঞ্চতাপ আছে যেইস্থান। তাহাতে বসিয়া করি জানকীর ধ্যান॥ কিরূপেতে এই নিশি খণ্ডাইতে পারি। কত জাগরণে যাবে দীর্ঘ বিভাবরী॥ ২০৬ ॥

চন্দ্রশ্চণ্ডকরায়তে মৃদুগতির্বাতোপি বজ্রায়তে, মালা-
সূচিকুলায়তে মলয়জালেপঃ স্ফুলিঙ্গায়তে। আলো-
কস্তিমিরায়তে বিধিবশাৎ প্রাণোপি ভারায়তে, হাহন্ত
প্রমদা বিয়োগ সময়ঃ সংহার কালায়তে॥ ২০৭ ॥

সূর্য্যসম সুধাকর করে আচরণ। কুলিশ সদৃশ হৈল মন্দ সমীরণ॥ সূচিকা সমান মালা চন্দন অনল। তিমির তুলনা হৈল অলকা সকল॥ বিধিবশে অদ্য মোর ভার দেখি প্রাণ। জানকী বিচ্ছেদ মোর সংহার সমান॥ ২০৭ ॥

রেরে নির্দ্দয় দুর্নিবার মদন প্রোৎফুল্লপঙ্কেরুহান্,
বাণান্ সংবৃণু সংবৃণু ত্যজধনুঃ কিং পৌরষং মাংপ্রতি।
কান্তায়াস্ত বিয়োগ জাতহুতভুগ্ জ্বালাপ্রদগ্ধং বপুঃ,
শূরাণাং মৃতমারণে নহি পরোধর্ম্মপ্রযুক্তো বুধৈঃ। ২০৮।

পুষ্পধনু ওরে কাম নির্দ্দয় মদন। প্রকাশিত পঞ্চবাণ কর সম্বরণ বিনয়ে কহিনু আমি ধনু কর ত্যাগ। আমাকে মারিলে তব নাহি অনুরাগ॥ জানকীর বিরহানলে দগ্ধ মম কায়। জীবনে মরণ মোর হৈয়াছে সদয়॥ মৃতজনে মারি কভু বীরত্ব না হয়। পণ্ডিত প্রযুক্ত ইহা কহিনু তোমায়॥ ২০৮॥

আপুঙ্খাগ্রমমীশরামনশি যেমগ্নাসমং পঞ্চভে, নির্দ্দগ্ধং বিরহাগ্নিনা বপুরিদং তৈরেব সার্দ্ধং মম। তৎ কন্দর্প নিরায়ুধোহসি ভবতা জেতুং ন শক্যঃ পরো, দুঃখীস্যা মহ মেক এক সকলো লোকঃ সুখীজীবতু॥ ২০৯॥

এই তব পঞ্চশর আমার হৃদয়। পুঙ্খ শেষ হৈয়া মগ্ন হৈল সমুদয়॥ তোমার শরের সহ আমার শরীর। বিরহ আগুনে দগ্ধ হইয়াছে স্থির॥ সে হেতু মদন তুমি নিরায়ুধ হও। আর পর পরাজয়ে কভু শক্য নও॥ একাকী হইনু আমি দুঃখিত কেবল। সুখী হৈয়া অন্য লোক বাঁচিবে সকল॥ ২০৯॥

এবং দৈবাদস্তং গতে মার্ত্তণ্ড মণ্ডলে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড মিবোদয়ন্ত। মচণ্ডরশ্মিমস্তশ্চন্দ্রমণ্ডলং মবলোক্য লক্ষ্মণং প্রতি রামঃ॥

দৈবাৎ সূর্য্যমণ্ডল অস্তগত হইলে শ্রীরামচন্দ্র প্রচণ্ড সূর্য্যের ন্যায় উদিত চন্দ্রমণ্ডল অবলোকন করিয়া লক্ষ্মণের প্রতি কহিতেছেন॥ যথা॥

সৌমিত্রে দাববহ্নি স্তরুশিখরগতো বার্য্যতাং নির্ঝরৌঘৈঃ কাবার্ত্তা দাববহ্নেরয়মুদয়গিরে রুজ্জিহীতে হিমাংশুঃ। ধূত্তধূমং পুরস্তাৎ কিমিতি কথময়ং নৈষধূমো ধরণ্যা, ছায়েয়ং সন্ততা ভূদয়িধরনিস্থুতে কুত্রসীতে স্থিতাসি। ২১০

শুনহে প্রাণের ভাই সুমিত্রা নন্দন। জল দিয়া দাবানল কর নিবারণ॥ বিপরীত কথা কেন কহ দয়াময়। উদয়াচলেতে হৈল সুধাংশু উদয়॥ অসম্ভব একি কথা কহরে লক্ষ্মণ। কিরূপে সুধাংশুধূম করেছে ধারণ॥ ধূম নহে রঘুনাথ ধরণীর ছায়া। ধরণির সুতা সীতা কোথা মম প্রিয়া॥ ২১০॥

যত্র যত্র অগামনরাঘব স্তত্রতত্র বুবুধেস মৈথিলীং। যদ্ যদাশ্রম মগান্নভিক্ষুক স্তত্তদর্থ পরিপূর্ণ মীক্ষতে॥ ২১১॥

গমন না করি আমি যথায় যথায়। জ্ঞান হয় মমসীতা তথায় তথায়॥ ভিক্ষুক যে গৃহে নাহি করয়ে গমন। অর্থ পূর্ণ সেই গৃহ করে নিরীক্ষণ॥ ২১১॥

বিচিন্বতা তেন বিদেহপুত্রীং দৃষ্টো জটায়ুঃ শ্বসিতাব শেষঃ। সীতাহৃতা তে দশকন্ধরেণ ত্যাবেদ্যঃ সদ্যঃ স তনুং মুমোচ॥ ২১৩॥

রঘুনাথ করিছেন সীতা অন্বেষণ। হেন কালে হৈল তার জটায়ু দর্শন॥ শ্বাসমাত্র শেষ তার যেন মৃতকায়। পর্ব্বত আকার পক্ষি পড়িয়া ধরায়॥ হরে নিল তব সীতা রাক্ষস রাবণ। এই বাক্য বলি পক্ষি ত্যজিল জীবন॥ ২১২॥

শ্রীরামঃ।

অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্র কহিতেছেন। যথা।

জ্ঞাত্বা দশরথস্যেনং মিত্রং শক্র নিসূদনং। হাহাতাত কিমিদং নাম রামঃ পক্ষিন্দ্র মব্রবীৎ॥ ৩১৩॥

দশরথের মিত্র এই জানিয়া তাহায়। হায় হায় ওহে তাত কি হৈল তোমায়॥ শক্র নিসূদন তুমি পক্ষির রাজন। এই কথা কহিলেন কমললোচন॥ ২১৩॥

পারলৌকিকং কৃত্বা পুটাঞ্জলিঃ।

জটায়ুর দাহনাদি করিয়া কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক রঘুনাথ কহিতেছেন। যথা।

তাত ত্বং নিজতেজসৈবগমিতঃ স্বর্গং ব্রজস্বস্তি,
তেক্রমস্তে কিমিমাং বধূহৃতিকথাং তাতান্তিকেমকৃথাঃ।
রামোহহং যদি তদ্দিনৈঃ কতিপয়ৈর্ব্রীড়ানমৎ কন্ধরঃ,
সার্দ্ধং বন্ধুজনৈঃ স্বরেন্দ্রবিজয়ী বক্তাস্বয়ং রাবণঃ॥ ২১৩॥

নিজতেজে তাত তুমি করহ গমন। স্বর্গপুরে যাও প্রভু পক্ষির রাজন॥ মঙ্গল হইবে তব জানিন নিশ্চয়। তার কি কহিব আমি জটায় তোমায়। তাতের নিকটে গিয়া বধূর হরণ। এই কথা না কহিও পক্ষির রাজন॥ আমি যদি রাম হই কহিন তোমায়। অল্পদিন মধ্যে যাবে স্বরেন্দ্র বিজয়। লজ্জায় নমিত শির সহ বন্ধুজন। স্বয়ং বলিবে সেই লঙ্কেশ রাবণ॥ ২১৪॥

রাজ্যনাশো বনেবাসো হৃতাসীতা মৃতঃপিতা।
একৈকমপি যদ্দুঃখং সমুদ্রমপি শোষয়েৎ॥ ২১৫॥

রাজ্যনাশ বনেবাস পিতার মরণ। তদন্তে হইল মম জানকী হরণ॥ এক এক দুঃখে মোর এই জ্ঞান হয়। ভুমণ্ডল তাপে যেন সমুদ্র শুকায়॥ ২১৫॥

একস্য দুঃখস্য ন যাবদন্তং, গচ্ছাম্যহং পারমিবার্ণবস্য।
তাবদ্দ্বিতীয়ং সমুপস্থিতং মে, ছিদ্রেষ্বনর্থা বহুলী ভবন্তি॥ ২১৬॥

এক দুঃখ অন্ত আমি যাবৎ না পাই। অর্ণবপারের ন্যায় হৈল যেন ভাই॥ তাবৎ দ্বিতীয় দুঃখ মম উপস্থিত। এক ছিদ্রে বহু দন্দ হইল নিশ্চিত॥ ২১৬॥

যুক্তমেবহি কৈকেয্যা ভরতস্যাভিষেচনং। ভার্য্যা মপি
ন যো রক্ষেৎ স কথং পালয়েন্মহীং॥ ২১৭॥

ভরতের রাজ্যাভিষেক উপযুক্ত হয়। কৈকেয়ী কর্ত্তৃক তাহা হৈয়াছে নিশ্চয়॥ রাখিতে আপন ভার্য্যা নারিল যে জন। কি প্রকারে সে করিবে পৃথিবী পালন। ২১৭॥

ভদ্রং কৃতংহি তাতেন যেনাহং বনবাসিতঃ। এষাপি
হীন মে বুদ্ধিঃ ক মৃগঃ ক হিরণ্ময়ঃ॥ ২১৮॥

মঙ্গল করিল পিতা জানিনু নির্য্যাস। যে জন হইতে হৈল মম বনবাস।। এইবুদ্ধি মোর নাই কিরূপে কিহয়। কোথায় আছেবা মৃগ কোথা হিরণ্ময়। ১১৮॥

সগরাৎ সাগরকীর্ত্তি র্গঙ্গাকীর্ত্তি র্ভগীরথাৎ। অস্মাক
মীদৃশীকীর্ত্তি রেকাভার্য্যা ন রক্ষিতা॥ ২১৯॥

সগর হইতে কীর্ত্তি ধরায় সাগর। গঙ্গাকীর্ত্তি ভগীরথ করেছে অপর॥ এইরূপ হইল কীর্ত্তি মোর এই ক্ষণে। এক ভার্য্যা রাখিতে না পারি দুইজনে॥ ২১৯॥

লব্ধব্যমর্থং লভতে মনুষ্যো, দৈবোঽপি তং বারয়িতুং
নশক্তঃ। অতো ন শোচামি ন বিস্ময়ো মে, ললাট
লেখা ন পুনঃ প্রয়াতি॥ ২২০॥

লব্ধব্য অর্থলাভ মনুষ্যের হয়। দৈব কর্ত্তৃক কভু তাহা নিবারিত নয়॥ নাহয় বিস্ময় শোক ইহার কারণ। নিশ্চয় না যায় শোধা ললাট লিখন॥ ২২০॥

শ্রীরামঃ বিলপতিচ। অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্র বিলাপ করিতেছেন।

পাণিগ্রহণান্বিতা সুতরুণী তন্বী সুবংশোদ্ভবা,
গৌরী স্পর্শসুখা বহা দেবতী নিত্যং মনোহারিণী,।

•সা কেনাপি হৃতা তয়া বিরহিণো গন্তুং ন শক্তাবয়ং,
হেভিক্ষো ভবকামিনী নহিনহি প্রাণপ্রিয়াষষ্টিকা॥ ২২১॥

বিবাহে আনিতা নারী সুরূপিণী হয়। সুবংশে উদ্ভবা তম্বী গৌরী বলাযায়॥ সুখাবহা গুণবতী নিত্য মনোহারী। কে হরিল সে প্রিয়সী আহামরি মরি॥ তাহার বিরহে মোরা চলিতে না পারি। পথিকে জিজ্ঞাসে ভিক্ষো সেকি ভবনারী॥ নারী নয় প্রাণপ্রিয়া যষ্টিকা স্বরূপ। তাহারে না হেরে আমি হইনু বিরূপ॥ ২২১॥

অর্দ্ধেচেতসি জানকী পরিগত তার্দ্ধেচ লঙ্কেশ্বর,
স্তচ্চার্দ্ধং মদনানলঃ কবলয়ত্যর্দ্ধঞ্চ রোষানলঃ। ইত্থং
দুর্ব্বিধি সঙ্গম ব্যতিকরস্তুল্যোদ্বয়োবাশয়ো, রেকং
বেন্মিতুষাগ্নি দগ্ধ মপরং দগ্ধ করীষাগ্নিকা॥ ২২২॥

অর্দ্ধমনে সীতাদেবী করেন বিহার। পরার্দ্ধ ভাগেতে আছে দুষ্ট লঙ্কেশ্বর॥ তদর্দ্ধ মদনানলে করিল গরাস। অর্দ্ধদেশে রোষানল হৈয়াছে প্রকাশ॥ এরূপে দুর্ব্বিধি সঙ্গ তুল্য পরস্পর। দুই ভাগে সম জ্বালা হৈয়াছে বিস্তর॥ তুষানলে দগ্ধ অর্দ্ধ হইল দ্বিগুণ। অপর দাহন করে করীষ আগুণ॥ ২২২॥

নমে দুঃখং প্রিয়াদূরে ন মে দুঃখং হৃতেতিসা। এতদে-
বহি শোচামি চাপো যদভিবর্ত্ততে॥ ২২৩॥

দূরদেশে মমপ্রিয়া দুঃখ নহে তায়। তাহার হরণে মম খেদ নাহি হয়॥ এই শোক করি আমি আছি বিদ্যমান। যেহেতু আছয়ে মম ধনু বর্ত্তমান॥ ২২৩॥

কোবেদ হেমহরিণ গ্রহণায় বৎস দূরং গতে ময়ি হৃতা
জনকাত্মজেতি। ব্রীড়ৈব মাং শ্বসতোপিকুত্র পীড়য়তি,

ক্ষত্রস্যাহি শ্রুতিচরো বনিতাপহারঃ ॥ ২২৪ ॥

হেমের হরিণ হেতু করিনু গমন। হেনকালে হৈল মম জানকী হরণ ॥ প্রাণসম বৎস তুমি সুমিত্রাতনয়। এই কথা কহ ভাই কে করে প্রত্যয় ॥ লজ্জায় পীড়িত আমি ইহার কারণ। ক্ষত্রির থাকিবে শ্যাম বনিতা হরণ ॥ এই বাক্য কোথা কেহ নাহিক গোচর। ইহাতে হৈয়াছে লজ্জা আমার বিস্তার ॥ ২২৫ ॥

ব্যসনং কিমিতোপ্যাস্তে জ্ঞাতশ্চাভ্যুদয়ো মম। শরণং

মরণং রাজ্যং মাপুনর্মরণন্তু তৎ ॥ ২২৫ ॥

ইহা হৈতে দুঃখ মোর আর কিবা আছে। লোকে মম পরাক্রম বিদিত হৈয়াছে ॥ শরণ মরণ তুল্য রাজ্য কিছু নয়। সেই রাজ্যে পুনঃ মোর মৃত্যুতুল্য হয় ॥ ২২৫ ॥

ততোরাম তিরস্কৃত্য পুরস্কৃত্য চলক্ষ্মণ। ধন্যো ধন্য

শরণ্যাস্তমরণ্যানী মগাহত ॥ ২২৬ ॥

তদনন্তর রঘুনাথ থিরস্কৃত হৈয়া। অগ্রদেশে দয়াময় লক্ষ্মণেরে লৈয়া ॥ ধন্যপ্রভু রঘুনাথ ধন্যের শরণ। অবিলম্বে মহারণ্য করেন ভ্রমণ ॥ ২২৬ ॥

তত্র চ কবন্ধং দর্শনং।

সেই স্থানে কবন্ধ নামক অসুরকে দেখিলেন।

আয়োজন প্রসৃতদোর্গলেনমার্গ, মাক্রামা কণ্ঠকুহরে

কুরুতেন্দ্রকাহয়ং। সৌমিত্রিণেতি গদিতঃ সকবন্ধকণ্ঠং

চিচ্ছেদ গর্ভকদলী মিবরামভদ্রঃ ॥ ২২৭ ॥

যোজন পর্য্যন্ত বাহু বিস্তৃতযুগল। তাহাতে আক্রম হৈল পথিক সকল ॥ মোদের করিল কণ্ঠে আসি অকস্মাৎ। কেবা এই কহ

তুমি মোরে রঘুনাথ ॥ ইহা যদি জিজ্ঞাসিল অনুজ লক্ষ্মণ কবন্ধে করিল ছেদ জানিহ তেমন ॥ ২২৭

পূতো রামশরেণ দিব্যমগমদ্দেহং কবন্ধস্ততঃ, তদ্বাক্যাৎ শ্রমণাশ্রমে হনুমতা সংযুজ্য সীতাপতিঃ। সীতোদ্ধার বিধৌ সমং নিজবলৈঃ স্বীকৃত্যসাহায্যকং, সংপ্রাপ্তঃ প্রতিপন্ন বালিনিধনঃ সখ্যং কপীন্দ্রাদিপাৎ ॥২২৮

কবন্ধ নামক বীর শ্রীরামের শরে। পরম পবিত্র হৈয়া দিব্য দেহ ধরে ॥ তদন্তর তার বাক্য শ্রমণ আশ্রমে। হনুমান সহ সঙ্গ জন্মিল শ্রীরামে ॥ সীতার উদ্ধারে সৈন্যসহ কপিবর। স্বীকার করিল হৈবে সাহার্য্য তৎপর ॥ সুগ্রীব সহিত সখ্য করি রঘুনাথ। বালিবধ অঙ্গীকার করেন পশ্চাৎ ॥ ২২৮ ॥

ঋষ্যমূকগিরৌরামো নিঃসহায়ঃ পরিভ্রমন্। সখ্যং সমান দুঃখেন সুগ্রীবেণ সহাকরোৎ ॥ ২২৯ ॥

সহায় হইয়া হীন কমললোচন। ঋষ্যমূক গিরিপরে করেন ভ্রমণ ॥ সমদুঃখী ছিল সেই সুগ্রীব তথায়। তাহার সহিত সখ্য কৈল দয়াময় ॥ ২২৯ ॥

পাদাঙ্গুষ্ঠেন দূরং ধরণিধর গুরুং দুন্দুভেরস্থিকূটং, ক্ষিপ্ত্বা সক্ষিপ্রকারী বিষম বিনিহিতান্ বজ্রবৎ সপ্ততালান্। বাণেনৈকেন শব্দ প্রতিহতঃ সকলশ্রোত্র গর্ত্তান, বিভেদ্য প্রত্যগাৎ বালিবধে প্লবগবলপতেঃ পোষয়ামাসরামঃ ॥ ২৩০ ॥

পদের অঙ্গুষ্ঠ দিয়া কমললোচন। দুন্দুভির অস্থি দূরে কৈল বিক্ষেপণ ॥ শ্রেণীবদ্ধ নহে তথা ভূতলে সপ্তম। একবাণে

কৈলাসভেদ রঘুর নন্দন ॥ সেই হেতু সুগ্রীবের বালিবধে আশ। দয়াময় অগ্রে দিলা তাহাতে বিশ্বাস ॥ ২৩০ ॥

তালবেধ সময়ে রামো বাণং প্রতি।

তালবেধ সময়ে শ্রীরামচন্দ্র বাণের প্রতি কহিতেছেন যথা।

ভাবোহনিশং কুশিকনন্দন পাদয়োর্মে, যদ্যস্মহং দ্বিজ তিরস্কৃতরোষহীনঃ। নান্যাঙ্গনা স্বচমনঃশর সপ্ততালান, ভিত্বা তদা প্রবিশ ভূতল মপ্যগাধং ॥ ২৩১ ॥

বিশ্বামিত্র মুনিপদে যদি থাকে মতি। নিরন্তর সেই পাদপদ্ম মম গতি ॥ না করিয়া থাকি যদি দ্বিজ অপমান। তাহাতে আক্রোশ নাহি থাকে বিদ্যমান ॥ অন্য নারী প্রতি নাহি যদি থাকে মন। তবে শর বিন্ধকর ভূতাল সপ্তম ॥ ভেদিয়া ভূতাল সপ্ত ভূতলে প্রবেশ। কর তুমি মম শর করিনু আদেশ ॥ ২৪১।

একেনৈব শরেণ গর্ত্তকদলীকাণ্ডেষ্বিবানুক্রমাৎ, বিদ্ধেষু প্রথমম দাশরথিনা তালেষু সপ্তস্বপি। শৈলাঃ সপ্তগ জাঃ সপ্তমুনয়ঃ সপ্তাপি সপ্তার্ণবা, শেলু সপ্তরসাতলা-ন্যন্তরন্তঃ সপ্তানি সাম্যাদিব ॥ ২৩২ ॥

এক শরে অনুক্রমে প্রভু গুণনিধি। কদলী সমান তাল বিন্ধিলেন যদি ॥ সপ্ত শৈল সপ্তগজ সপ্ত মুনিবর। সপ্তসিন্ধু সপ্তধরা পতিত তৎপর ॥ সেইকালে সকলের হইল চলন। উভয়ের সম সখ্য আদ্বয়ে মিলন ॥ ২৩২ ॥

শ্রুত্বাহতান্ সমরমূর্দ্ধ্নি সপ্ততালান্, রামেন দীন হৃদয়েন বিনাপরাধং। কোপানলজ্বলিত হৃৎকমলোঽথ বালী, রক্তাবতার মগমদ্গিরি গহ্বরাৎসঃ ॥ ২৩৩ ॥

যুদ্ধভূমে সপ্ততাল হত দিন জ্ঞাত। বিনা অপরাধে নাশ করিলেন

হত ॥ সপ্ততাল হত শুনি বালী মহাশয়। কোপানলে হুতাশ জ্বলিত হৃদয় ॥ গিরিগুহ হৈতে বালী হৈয়া নিঃসরণ। যাত্রা করি যুদ্ধে করিল গমন॥ ২৩৩ ॥

ততস্তারামহর্ষমাত্মগতং অদ্যাবশ্যং শ্রীরামচন্দ্র চরণ।
প্রসাদান্নিজবল্লভস্য চিরবিরহিণোবক্ষঃ পীঠে লুঠিষ্যামি। ২৩৪

অর্থাৎ তদনন্তর হর্ষপ্রাপ্ত হইয়া তারা কহিতেছেন যে অদ্য অবশ্য শ্রীরামচন্দ্রের চরণ প্রসাদাৎ চিরবিরহী নিজ ভর্ত্তার বক্ষ স্থলে বিহার করিব॥ ২৩৪ ॥

বীরসুগ্রীবস্যেত্যাশিষঃ পঠতি।

তারা সুগ্রীবের এইরূপ মঙ্গল পাঠ করিতেছেন। যথা।
তারা সংত্যক্তহারা গিরিশিখরবর বান্ধধম্মিল্লধারা
শোকাব্ধি প্রাপ্তপারার্পিত মদনশরা বীর সুগ্রীবদারা
নানানারাচধারা নিজরমণরতা তাপিনো পাপিনোহস্য,
প্রাণান্ মালাবতীর্ণাহরতু কলিকলা শালিনো বালি
নোহদ্যঃ ॥ ২৩৫ ॥

ত্যক্তহার তারা সেই সুগ্রীবের নারী। গিরির শিখরে কেশ বান্ধিয়া সুন্দরী॥ শোকাব্ধি হইয়া পার সুগ্রীবের দারা। মদনের বাণে বিদ্ধ আছে সেই তারা॥ নানাবিধ নারাচেতে বহিতেছে ধারা। পতিব্রতা সতী রামা নিজ ভর্ত্তা পরা॥ তাপি পাপী বালীরাজা মহৎ দুর্জ্জন। তাহার হইবে অদ্য জীবন হরণ॥ ২৩৬ ॥

লক্ষ্মণোঃ অর্থাৎ লক্ষ্মণ কহিতেছেন। সখ
পৃথিব্যাং চতুরন্তায়াং নাস্তি বালি সমোবলী।
বচসানেন লোকানাং শঙ্কিতো বা মহেন্দ্রজঃ॥ ২৩৭॥

চারিসীম পৃথিবীর আছে নিরূপণ। বালীতুল্য বলী তাহে নাহি কোন জন॥ এইবাক্য দয়াময় সবলোকে কয়। তাহাতে শক্তি সেই নারেন্দ্রজ হয়॥ ২৩৬॥

শ্রীরামঃ সহাসঃ।

অর্থাৎ শ্রীরাম ঈষদ্ধাস্য পূর্ব্বক কহিতেছেন। যথ

মাভৈর্বীর্য্যবতি সৌমিত্রে রাঘবেধিজ্য ধন্বনি।

সতাংদেহং পরিত্যজ্য নির্গচ্ছন্ত্য সতোভয়ং॥ ২৩৭॥

ধনুর্দ্ধারি আমি রাম থাকিতে সন্তয়। ভয় নাই ভাই তব সুমিত্র তনয়॥ সতের শরীর ত্যজে অতি মহাভয়। অসতের দেহ গিয় করয়ে আশ্রয়॥ ২৩৭॥

বালী। অর্থাৎ বালী কহিতেছেন। যথা।

গৃহাণ বাণং রঘুরাজ পুত্র, সুত্রামসূনং সমরেবতীর্ণং।

জানীহিমাং দুন্দুভিদান্তবক্তুং, নেষ্যামিবাং কালগৃহা-

তিথিত্বং॥ ২৩৮॥

গ্রহণ করহে বাণ রঘুর তনয়। সুরপতি সুত হৈল সমরে উদয়। বাসবের শিশু আমি জানিহ রাজন। শমন ভবনে অদ্য পাঠাব তুজন॥ ২৩৮॥

ইত্যুভৌযুদ্ধায় অবতরতঃ লক্ষ্মণঃ সুগ্রীবং প্রতি।

অর্থাৎ উভয় যুদ্ধ তদর্থক অবতরণ হইলে

লক্ষ্মণ সুগ্রীবের প্রতি কহিতেছেন। যথা।

আর্য্যবাণেন ভিন্নোহয়ং বালীলুঠতি ভূতলে।

তদ্বিপক্ষস্য শিরসি পুষ্পবৃষ্টিঃ সুরৈকৃতা॥ ২৩৯॥

রামের বাণেতে হৈয়া বিদীর্ণ হৃদয়। ভূতলে পড়িয়া লুটে

বালী মহাশয় ॥ তোমার বিপক্ষোপরে পুষ্পবরিষণ। জগণ হৈতে করে দানবারিগণ ॥ ২৩৯ ॥

বালী। অর্থাৎ বালী কহিতেছেন। যথা।

সুগ্রীবোঽপি ক্ষমঃ কর্ত্তুং যৎকার্য্যং তব রাঘব।
তদহং ন ক্ষমঃ কস্মাদপরাধং বিনাহতঃ ॥ ২৪০ ॥

সুগ্রীব সক্ষম হৈবে যে কার্য্যেতে রাম। সে কার্য্যে অক্ষম আমি নহি গুণধাম ॥ কিহেতু করিলে তবে এই সর্ব্বনাশ। বিনা অপরাধে মোরে করিলে বিনাশ ॥ ২৪০ ॥

রামঃ সকরুণং।

অর্থাৎ করুণাপূর্ব্বক রামচন্দ্র কহিতেছেন। যথা।

স্ফূর্ত্তির্বিখ্যাতি পুরন্দরনন্দনস্য, মামেবচেদহহ্ পাতকিনং শশাপ। সত্যার্থিনং নিরপরাধিন মাহনিষ্যং, আত্তঃ পুনর্জ্জনকজাবিরহস্ততোমে ॥ ২৪১ ॥

যদি মোরে শাপ দেও বালী মহাশয়। তথাচ মঙ্গল তব হইবে নিশ্চয় ॥ অপরাধ নাহি তব বাসবের সুত। তথাপি তোমারে আমি করিলেম হত ॥ এই হেতু কপিবর কহিনু তোমায়। জানকী বিরহ মম হবে পুনরায় ॥ ২৪১ ॥

বালী।সোহং শ্রীমতো রঘুবংশাবতংসস্য, ভবতঃ প্রসাদাদস্মাৎ বীরোচিতাং গতিং গচ্ছামি। অয়ং বংসোঽঙ্গদ স্তবদাসঃ পরিপালনীয়, এবেতি স্বর্গারোহণং নাটয়তি ॥ ২৪২ ॥

মহাবলী আমি সেই বালী মহাশয়। রঘুবংশে অবতংস তুমি দয়াময়। তোমার প্রসাদে এই বীরোচিত গতি। দীনবন্ধু দয়া কর পাইবে সম্প্রতি ॥ অঙ্গদ তোমার দাস করিহ পালন। এই বাক্য বলি কৈল স্বর্গ আরোহণ ॥ ২৪২ ॥

গাদ্যোনির্ভিদ্যবাণৈঃ সমরভুবিহতা বালিনং রামচন্দ্র,
কিষ্কিন্ধারজ্য মাদাবিদমথসদদৌ তত্র সুগ্রীবহস্তে।
বর্ষাকালং ঘনালী ঘনরব দলিতোদ্দামদিক্‌চক্রগর্ব্বং,
ক্ষিপ্ত বাসং বিতেনে শিখরবরতটে মাল্যবৎপর্ব্বতস্থ। ২৫৩

সদ্য বাণে বালীবধ করিয়া রাজন। সুগ্রীবের হস্তে রাজ্য কৈল সমর্পণ॥ ঘনরবে ব্যাপ্ত বর্ষা করিতে ক্ষেপণ। মাল্যবান গিরিপরে শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥ ২৪৩॥

রামাদ্বলীয়ান্নপরোহস্তিকশ্চিদ্দারাপহারান্নপরোহপ
মানঃ। তথাপি রামঃ শরদং সমীক্ষ্য, নিরীক্ষ্যতে সম্প্র
তি কালমেতং॥ ২৪৪॥

শ্রীরামের তুল্য কেহ নহে বলবান। দারাপহরণ হৈতে নাহি অপমান॥ তথাপি শরৎ কাল করি সমীক্ষণ। কালক্ষেপ কৈল তথা কমললোচন॥ ২৪৪॥

তত্র মাল্যবতি বর্ষাসু বিরহী রামঃ।

অর্থাৎ বর্ষাকালে মাল্যবান পর্ব্বতের উপর রঘুনাথ
বিরহী হইয়া কহিতেছেন। যথা।

বত্তন্নেত্র সমানকান্তি সলিলে মগ্নং তদিন্দীবরং,মেঘৈ
রন্তরিতঃ প্রিয়ে তব মুখচ্ছায়ানুকারী শশী। যেপি
ত্বদ্গামনানুকারিগতয়স্তে রাজহংসাগতা, স্তৎসাদৃশ্য
বিনোদমাত্রমপিমে দৈবেং নহি ক্ষাম্যতি॥ ২৪৫॥

তোমার নয়ন সম ছিল ইন্দীবর। সলিলে হইল মগ্ন আমার গোচর॥ তব মুখ তুল্য শশী জগতে বিদিত। কালবশে ঘনাকার মেঘে আচ্ছাদিত॥ গমনানুকারি গতি রাজহংসবরে। গিয়াছে

প্রিয়সী তাঁরা মান সরোবরে॥ তোমার তুলনা দিতে এসব স্থান। দৈবদোষে গেল যদি কিসে বাঁচে প্রাণ॥ ২৪৫ ॥

মন্দং মরুদ্বহতি গর্জ্জতি বারিবাহো, বিদ্যুল্লতা স্ফুরতি কুজতি নীলকণ্ঠঃ। এতাবতিব্যতিকরে রঘুনন্দনস্য, মূর্চ্ছৈব কেবল মভূদবলম্বনায় ॥ ২৪৬ ॥

মন্দ মন্দ বহে বায়ু মেঘের গর্জ্জন। শোভা পায় সৌদামিনী ময়ূরে নিস্বন॥ শ্রীরামের ব্যতিকর হৈয়াছে সকল। আলম্বন হেতু মূর্চ্ছা আছয়ে কেবল॥ ২৪৬ ॥

সীতায়াঃ পূর্ব্বাবস্থাং সূচয়ন্।

জানকীর পূর্ব্বাবস্থা রঘুনাথ চিন্তা করিছেন।

পূর্ব্বং পুরারি ধনুষো নিনদেনরুষ্টং, রামং মুনি রণমুখে পরিতোবিলোক্য। শঙ্কা শশাঙ্ক পরিতপ্ত মুখারবিন্দাং তামেব মৈথিলসুতাং সততং স্মরামি ॥ ২৪৭ ॥

পূর্ব্বেতে পুরারি ধনুঃ শব্দে রুষ্ট আমি। সমর সম্মুখে মোরে দেখেছিলে তুমি॥ শশাঙ্ক সমান কান্তি তোমার বদন। সতত প্রিয়সী মম হৈতেছে স্মরণ॥ ২৪৭ ॥

স্নিগ্ধশ্যামলকান্তিলিপ্তবিযতো বেল্লদ্বলাকাঘনা, বাতাঃ শীকরিণঃ পয়োদসুহৃদা মানন্দ কেকাঃ কলা। কামং সন্তুদৃঢ়ং কঠোরহৃদয়ো রামহস্মিসর্ব্বংসহো, বৈদেহীতি কথং ভবিষ্যতি হাহাদেবি ধীরাভব॥ ২৪৮ ॥

বক মেঘ বায়ু আর সলিলের কণা। ময়ূরের ধ্বনি কর্ণে নাহি যায় শুনা ॥ ইহার সমূহ মম হইবে সহন। কঠিন হৃদয় আমি কমললোচন॥ কি রূপে প্রিয়সী তব সহ্যতা এ হয়। এই দেখ প্রিয়ে আমি মরি হায় হায়॥ ২৪৮ ॥

নীলেন্দীবরশঙ্কয়া নয়নয়োর্বন্ধূকবুদ্ধ্যাধরে, পাণৌ পদ্ম ধিয়া মধূক কুসুমভ্রান্ত্যা তথাগণ্ডয়োঃ। লীয়ন্তে কবরীষু বান্ধবজন ব্যামোহজাতস্পৃশা, দুর্বারা মধুপাঃ কিয়ন্তি তরুণি স্থানানি রক্ষিষ্যসি॥ ২৪৯॥

নীল ইন্দীবর ভ্রমে নয়ন যুগলে। বন্ধুকের ভ্রান্তি হেতু অধর কমলে॥ মধূক কুসুম জ্ঞানকরি গণ্ডদেশে। করযুগে পদ্মভ্রান্তি হইবেক শেষে॥ লীন হবে অলিকুল এ সকল স্থানে। বান্ধবে ব্যামোহ দিতে মানা নাহি মানে॥ কি রূপে প্রিয়সী তুমি করিবে বারণ। কেমনে হইবে তব এসব রক্ষণ॥ ২৪৭॥

লক্ষ্মণং প্রতি রাম।

কার্য্যেষু মন্ত্রী করণেষু দাসী, ধর্ম্মেষু পত্নী ক্ষময়াচ ধাত্রী। স্নেহেষু মাতা শয়নেষু বেশ্যা, রঙ্গেসখী লক্ষ্মণ সা প্রিয়ামে। ২৫০।

কার্য্যকালে মন্ত্রী হও করণেতে দাসী। ধাত্রী সমা ক্ষমা তব ধর্ম্মেতে প্রিয়সী॥ স্নেহে মাত. শয়নেতে বেশ্যা নিরূপণ। রঙ্গ সখী মম প্রিয়া কোথারে লক্ষ্মণ॥ ২৫০॥

জীবাতুঃ কুসুমায়ুধস্যভুবনে সীমন্তিনীনাং শিরো, রত্নং মৎকুল দেবতা প্রতি নিধির্নেত্রোৎসবঃ কামিনাং। মাদ্যদ্দন্তি নিতান্ত মন্দগমনা সা মে প্রিয়া জানকী, সৌমিত্রে শতপত্রশত্রুবদনা কুত্রাধুনা সীদতি॥ ২৫১॥

মদনের হৃদিপ.র প্রাণ হৈয়া রও। রমণীর শিরোরত্ন ভবনেতে হও॥ কুলদেব তুল্য তুমি নারীর প্রধ.ন। কামুকের নেত্রে কর উৎসব বিধান॥ গজেন্দ্র সমান মন্দ আছিল গমন। শতপত্রে লজ্জা পায় হেরিয়া বদন। মম সেই প্রিয়ে কোথা সুমিত্রাতনয় কোথা গেলা অবসন্ন কহরে আমায়॥ ২৫১॥

আত্মান মধিক্ষিপ্য রামঃ

রঘুনাথ আত্মাকে আক্ষেপ করিয়া কহিতেছেন। যথা।

ঈদৃগ্‌ভানুকুলেন কোঽপি ভবিতা যস্যাঙ্গনা কামুকৈ, রাকৃষ্টেতি পরস্পরং নিগদতাং শ্রুত্বা মুনিনাং মুখাৎ। সৌমিত্রে কুলপাংশুলস্য চরিতং শ্রীরামচন্দ্রস্য মে, শক্রার্দ্ধাসন সংস্থিতেন গুরুণা দুঃখং পরং ধীয়তে॥ ২৫২ ॥

মমসম সূর্য্যকুলে নাহি কোনজন। যাহার অঙ্গনা কৈল কামুকে হরণ॥ এই রূপ ব্যক্ত বাক্য মুনিমুখে হয়। কুলের কলঙ্কি আমি সুমিত্রা তনয়॥ মম এই ব্যবহার শুনিয়া সকল। ইন্দ্রের আসনে রাজা দুঃখিত কেবল॥ ২৫২ ॥

অতীতায়াং প্রাবৃষ্য নাগতে সুগ্রীবে রাম চরিতং।

অর্থাৎ বর্ষাকাল অতীত হইলে সুগ্রীবের আগমন না দেখিয়া রঘুনাথ এইরূপ ব্যবহার করিতেছেন। যথা।

ততো রামো মহাতেজা লক্ষ্মণং সমুপাহ্বয়ৎ।
সুগ্রীবং প্রেষয়ামাস স্কন্দাবারং চকারসঃ॥ ২৫৩ ॥

নরেন্দ্র নন্দন রাম মহা বীর্য্যবান। অনন্তর করিলেন লক্ষ্মণে আহ্বান॥ সুগ্রীবের সন্নিধানে অনুজ প্রেরণ। শিবির করিলা রাম সৈন্যের কারণ॥ ২৫১ ॥

শ্রীমদ্রামো বনস্থঃ কপিবর নগরং লক্ষ্মণঃ প্রেষতোঽস্মি, কিষ্কিন্ধাদ্বার মাগাৎ রঘুপতি বচনাল্লক্ষ্মণস্তং জগাদ। শ্রুত্বা রামেতি বাক্যং হসতি কপিবরো রামনামা কিমেতৎ, কস্মাৎ কিম্বা প্রমেয়ং সচকিত মনসা বিস্মিতো হসৌ প্রমত্তঃ॥ ২৫৪ ॥

তথায় অরণ্য বাসি রাম রঘুবর। প্রেরণ করিল প্রভু আমাকে নগর।। কিষ্কিন্ধ্যার দ্বারে আমি অনুজ লক্ষ্মণ। শুন ওহে কপি বর আমার বচন।। শুনিয়া রামের কথা সুগ্রীব রাজন। পরিহাস্য করি কহে রাম কোনজন।। কিবা কহ কোথা হৈতে কোন বস্তু হয়। চকিত মানসে কপি বিস্মিত হৃদয়।। ২৫৪ ।।

আজ্ঞাকৌশিকতাড়কাকৃতবধো যজ্ঞস্যরক্ষাকরঃ, স তার্থে-
হরচাপভঙ্গমকরোৎ শিষ্যোঽজিতঃ শূলিনঃ। মারীচঃ
খলুলীলয়াপিনিহতো বালীহতঃ সম্প্রতং, সোঽয়ং
সংপ্রতি রাঘবঃ কপিপতে পঞ্চাননোগর্জ্জতি ।। ২৫৫ ।।

তাড়কা বিনাশে রাম কৌশিক আজ্ঞায়। যজ্ঞ রক্ষা করিলেন পশ্চাৎ তথায়।। হরধনু ভঙ্গ কৈলা জানকী কারণ। পরাভব হৈল পরে ভৃগুর নন্দন।। লীলায় মারীচ নাশ কৈল রঘুপতি। বলবান বালীর বধ হৈয়াছে সম্প্রতি।। শুন ওহে কপিবর মর্কট রাজন। সিংহসম রঘুনাথ করেন গর্জ্জন।। ২৫৫ ।।

স্বস্তি শ্রীশ্রীরামপাদাঃ সমহ্বয়ন্তি।

সুগ্রীব লক্ষ্মণের প্রতি রামচন্দ্রের কুশল জিজ্ঞাসিলেন।

ননে সংকুচিতো বাণো যেন বালীহতো ময়া।
সময়ে তিষ্ঠ সুগ্রীব মাবালিপথমন্বগা।। ২৫৬ ।।

লুকাইত নাহি আছে মম সেই বাণ। যাহাতে বধিনু আমি বালীর পরাণ।। সময়েতে তিষ্ঠেথাক সুগ্রীব রাজন। বালীপথে নাহি তুমি করিহ গমন।। ২৫৬ ।।

সমাগত্য সুগ্রীবঃ।

অর্থাৎ সুগ্রীব আগমন করিয়া কহিতেছে। যথা।

বাসৌ প্রকৃতিরস্মাকং বানরাণাং নরেশ্বর।

তামহং তক্তুমিচ্ছামি নসামাং তক্তুমিচ্ছতি ॥ ২৫৭ ॥

কপির প্রকৃতি যাহা শুন নরেশ্বর। তাহাকে করিতে ত্যাগ হইনু তৎপর ॥ সে মোরে ত্যজিতে রাম কভু নাহি চায়। বানরের যে প্রকৃতি নাহি কোথা যায় ॥ ২৫৭ ॥

পুন সানুনয়ং।

অর্থাৎ পুনরায় সুগ্রীব বিনয় করিয়া কহিতেছেন।

দগ্ধং দগ্ধং ত্যজতি ন পুনঃকাঞ্চনং কান্তিবর্ণং, ছিন্নং ছিন্নং ত্যজতি ন পুনঃ স্বাদুতা মিক্ষুদণ্ডঃ। ঘৃষ্টং ঘৃষ্টং পুনর ত্যজতি ন পুনশ্চন্দনং চারুগন্ধং, প্রাণান্তেপি প্রকৃতি বিকৃতি র্জায়তে নোত্তমানাং ॥ ২৫৮ ॥

কাঞ্চন দাহন হৈলে কান্তি নাহি যায়। ছিন্ন ছিন্ন ইক্ষুদণ্ডে আস্বাদন রয় ॥ গন্ধ নাহি ত্যজে কভু ঘর্ষণে চন্দন। মরিলে না করে সাধু প্রকৃতি খণ্ডন ॥ ২৫৮ ॥

সুগ্রীবং দৃষ্ট্বা।

অর্থাৎ সুগ্রীবকে দেখিয়া কহিতেছেন। যথা।

তাতেনদত্তং ভরতায় রাজ্যং, সীতাহৃতা সম্প্রতি রাবণেন। বিচিন্ত্যরামো মনসাকুলেন, বিহায়চাপং রুদিতুং প্রবৃত্তঃ॥২৫৯

ভরতেরে রাজ্য দান দিয়াছে রাজন। সম্প্রতি জানকী হরে নিয়েছে রাবণ ॥ আকুল মনেতে চিন্তা করি রঘুবর। ধনুর্বাণ ত্যজে দূরে রোদনে তৎপর ॥ ২৫৯ ॥

অত্রাবসরে সুগ্রীবঃ।

অর্থাৎ এবিষয়ের অবসরে সুগ্রীব কহিতেছেন। যথা।

এতেসপ্তপয়োধ রা দশদিশ সপ্তৈব গোত্রাচলাঃ পৃথ্বী দীপিচতুর্দ্দশৈবভুবনান্যেকং নভোমণ্ডলং। এতাবৎ

পরিমর্দন সম্পাবিষয়ে ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরে, কাসৌযাস্যতি জানকী রঘুপতে কিং কার্ম্মুকং ত্যজ্যতে ॥ ২৬০ ॥

সপ্তসিন্ধু দিগদশ ভূধর সপ্তম। একাদশ ধরাতলে চতুর্দ্দশ ভুবন ॥ ব্রহ্মাণ্ডের পরিমাণ এই মাত্র হয়। ভাণ্ডোদর এব্রহ্মাণ্ড অতুল্য বিবর ॥ জানকী যাইবে কোথা আছয়ে হেথায়। ধনুঃ ত্যাগ কৈলে কেন কহনা আমায় ॥ ২৬০ ॥

শ্রীরামঃ। অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্র কহিতেছেন। যথা।

ব্যসনে মহতি প্রাপ্তে স্থিরৈঃ স্থাতুং ন যুজ্যতে। লঙ্কাং নিঃশঙ্ক মালোক্য ক ইহাগন্তু মর্হতি ॥ ২৬১ ॥

হইলে মহৎদুঃখ সহ্যতা না হয়। সুস্থির থাকিতে মম যুক্তি কভু নয় ॥ শঙ্কাশূন্য লঙ্কা যোগ্য হয় কোনজন। লঙ্কাপুরী দেখে করে পুনরাগমন ॥ ২৬১ ॥

জাম্বুবানঃ। অর্থাৎ জাম্বুবান কহিতেছেন। যথা।

আঞ্জনেয়ঃ সমানেয়ো যোহসৌ কপিকুলোদ্ভবঃ। লঙ্কা প্রস্থাপনাযোগ্যঃ প্রোক্তং জাম্বুবতা সতা ॥ ২৬২ ॥

অঞ্জনার পুত্র সেই পবননন্দন। লঙ্কাতে যাইতে যোগ্য হয় সেই জন ॥ এই বাক্য শ্রীরামে কহিয়া জাম্বুবান। রামের সম্মুখে আনে বীর হনূমান ॥ ২৬২ ॥

রামং প্রণম্য হনূমান্।

অর্থাৎ শ্রীরামকে প্রণাম করিয়া হনূমান কহিতেছে।

কিং প্রাকার বিশালতোরণবতীং লঙ্কামিহৈবানয়ে, কিম্বা সৈন্যমনুকৃতঞ্চ সকলং তত্রৈব সম্পাতয়ে। হেলোত্তোলিত পর্ব্বতোচ্চশিখরৈর্ব্বধ্নামিবা তোয়ধিং, দেবাজ্ঞা পয় কিং করোমি সকলং দোর্দ্দণ্ড সাধ্যং মম। ২৬৩

প্রাচীর তোরণে লঙ্কা আছয়ে বেষ্টন। তাহা কি আনিব হেথা কমললোচন॥ তথায় আছয়ে সৈন্য সমূহের দল। কিম্বা সেই সৈন্য আমি মারিব সকল॥ হেথায় তুলিয়া গিরি ভাঙ্গিয়া শিখর তাহাতে কি রঘুনাথ বান্ধিব সাগর॥ আজ্ঞা দেও কি করিব প্রভু দয়াময়। আমার দোর্দ্দণ্ড সাধ্য এসকল হয়॥২৬৩॥

হনূমন্তং দৃষ্ট্বা রামঃ।

হনূমানকে দেখিয়া রামচন্দ্র কহিতেছেন। যথা।

এতৈর্মহত্ত্বমুদ্ঘুষ্টং মারুতে তবতেজসঃ। বৃথাপরিশ্রমঃ কার্য্যঃ সীতা জীবতী বা ন বা॥ ২৬৪॥

তোমার তেজেতে হনূ এসকল হয়। বীর্য্য বল তব যাহা জেনেছি নিশ্চয়॥ বৃথা কার্য্য পরিশ্রম হইবে তোমার। আছে কি না আছে সীতা সন্দেহ আমার॥ ২৬৪॥

হনূমান দেব পশ্য।

কূর্ম্মোমূলবদালবালবদপাংনাথোলতাবদ্দিশো, মেঘাঃ পল্লববৎ প্রসূনফলবৎ নক্ষত্রসূর্য্যেন্দবঃ। রাজন্‌ব্যোমে মণীরুহো মমতলে শ্রুত্বেতিগাং মারুতেঃ, সীতান্বেষণমাদিদেশ সহসা রামঃ সহর্ষঃস্বয়ং॥২৬৫॥

জ্ঞান হয় মূলতুল্য যেন কূর্ম্মরাজ। আল বাল সম সিন্ধু করয়ে বিরাজ॥ লতাসম দিকদশ করি অনুমান। জ্ঞান হয় বীরবাহু পল্লব সমান॥ কুসুম তুলনা করি নক্ষত্রেরগণ। ফলতুল্য দেখি যেন সুধাংশু তপন॥ পর্ব্বত আকাশ মম তলেতে রাজন। কহিলেক এই বাক্য পবন নন্দন॥ শুনিয়া হনূর কথা দূর্ব্বাদলশ্যাম। জানকীর অন্বেষণে আজ্ঞা দিলা রাম॥ ২৬৫॥

সীতান্বেষণে তদ্‌ব্রুমনভিঃ জানতোহনূমতঃ পরিদেবন।

কুত্রাযোধ্যা ক রামো দশরথ বচনাদ্দণ্ডকারণ্যমাগাৎ,
ক্কাসৌ মারীচ নামা কনকময় মৃগঃ কুত্র সীতাপহারঃ।
সুগ্রীবো রামমিত্রং জনকতনয়ান্বেষণে প্রেষিতোঽহং,
যোঽর্থো মন্তাবনীয়স্তমপি ঘটয়তিক্রূরকর্ম্মা বিধাতা॥ ২৬৬

কোথায় অযোধ্যা কোথা কৌশল্যানন্দন। দশরথের বাক্যে কৈল অরণ্যে গমন॥ মারীচ নামক রক্ষ কোথা হর্ণময়। জানকী হরণ হৈল না জানি কোথায়। রামমৈত্র কোথা সেই সুগ্রীব রাজন। জানকীর অন্বেষণে হইনু প্রেরণ॥ সে সব সমর্থ মম হয় অনুমান। আসিয়া সকল তাহা বিধাতা ঘটান॥ ২৬৬॥

আরম্ভ বিদধে মহেন্দ্র শিখরা দম্ভোনিধের্লঙ্ঘনে, বীর শ্রীরঘুনাথ পাদরজসা মূর্দ্ধ্নি স্মরন্নাকৃতিঃ। বৃদ্ধং জাম্বুবন্তোঽভিবন্দ্য চরণৌ সংশ্লিষ্য সেনাপতী, নাশ্বাস্যাহৃপ্ত মথান্যহঃ প্রিয়তমান্ প্রেষ্যান্ সমাদিশ্য চ॥ ২৬৭॥

রঘুনাথের পাদপদ্ম করিয়া স্মরণ। জাম্বুবানে প্রণমিয়া পবন নন্দন॥ আলিঙ্গিয়া সেনাপতি বায়ুর তনয়। প্রিয়তম বন্ধুবর্গে করিয়া অভয়। আদেশিয়া ভৃত্যগণে বীর হনুমান। সমুদ্র লঙ্ঘনে কপি করিল বিধান॥ ২৬৭॥

সম্পাতেরথ দৃষ্টযোজন শতাৎপারে সমুদ্রং পুরী, লঙ্কা তত্র বিদেহরাজতনয়া ত্যাকর্ণ বায়োঃসুতঃ। অব্ধিং স্বল্প শরীর দুস্তরতরং দৃষ্ট্বাদথা বর্দ্ধতে, ব্যাপ্তং যেন তদীয় কেশরসটাটোপৈ নভোমণ্ডলং॥ ২৬৮॥

সিন্ধু শত যোজনের পারে লঙ্কাপুরী। তাহাতে আছয়ে সেই জানকী সুন্দরী॥ সম্পাতি হইতে ইহা শুনি কপিবর। অল্প দেহে অব্ধি পার হইবে দুস্তর॥ সিন্ধুপারে যোগ্যতনু করিয়া

ধারণ। কেশর টোপেতে ব্যাপ্ত করিল গগন॥ ২৬৮ ॥

স বিলসদস্ত স্তম্ভিতাক্ষিপ্রকাশ, জলচরথরথেলৎ
স্ফারবাচালিতাশং। জলনিধি মভিবীরোল্লঙ্ঘিতুং বায়ু
পুত্রঃ, খগপতিরিবচণ্ডোডডীনমঙ্গীচকার ॥ ২৬৯ ॥

জলের বিলাসে সিন্ধু মুদ্রিত নয়ন। জলজের বেগে দিবা না হয় চলন॥ এইরূপ সিন্ধুপারে পবন কুমার। খগপতি তুল্য গতি কৈল অঙ্গীকার॥ ২৬৯ ॥

কপীনাং কটকে ঘোরাজাতঃ কলকলধ্বনিঃ। আঞ্জনেয়ঃ
কিমেকাকী গচ্ছেদ্রাবণ সন্নিধিং ॥ ২৭০ ॥

কপির কটকে হৈল মহা কোলাহল। গগন উপরে ধ্বনি অত্যন্ত প্রবল॥ কিরূপে একাকি হনূ অঞ্জনানন্দন। রাবণের সন্নিধানে করিলা গমন॥ ২৭০ ॥

প্রবিশ্য সুরসামুখাৎসুরমতোপিনিষ্ক্রম্যচ,
ক্রমাদ্বর্দ্ধিতময়্যেস্তুহিন শৈলজং মানয়ন্।
নিহত্য পথিরোধিকাংনভসি সিংহিকা রাক্ষসী,
বিলঙ্ঘ্য জলধিংগৌপবনজঃ স লঙ্কাপুরীং ॥ ২৭১ ॥

সুরসার মুখমধ্যে করিয়া প্রবেশ। তাহাহৈতে আসি হনূ প্রাপ্ত বহির্দ্দেশ॥ সিন্ধুমধ্যে লঙ্কাস্থিত মৈনাক অচল। আনয়ন কৈল তারে বানর প্রবল॥ সিংহিকা করিল রোধ পথ মধ্যস্থল। বিনাশিল হনূ তারে গগন মণ্ডল॥ অতিবেগে জলনিধি করিয়া লঙ্ঘন। লঙ্কাপুরে প্রবেশিল পবননন্দন॥ ২৭১ ॥

গত্বা লঙ্কাং নিশায়াং পবনসুতবরোহন্বিষ্য সীতাং
বিনীতাং, গেহেগেহে প্রযত্নাৎ স্থলদল বিটপে প্রাচীরে
বৃক্ষমধ্যে। যত্রাস্তেকুম্ভকর্ণঃ সুর জিতভবনে কন্দরে গহ্বরে বা

দৃষ্ট্বা বৈদেহপুত্রীং চিরমনুসরণাচ্চিন্তিতোঽসৌ হনুমান্। ২৭২
নিশিতে লঙ্কায় বীর করিয়া গমন। চেষ্টিত হইয়া করে সীতা অন্বেষণ॥ স্থলে জলে ঘরে ঘরে তরুর তলায়। গিরিগুহ কুম্ভকর্ণ আছয়ে যেথায়॥ কন্দরে গহ্বরে তাঁর না পায় সন্ধান। চিন্তিত হইল পরে বীর হনুমান॥ ২৭২॥

মাতৃভ্রাতৃকলত্রমন্ত্রিসচিবপ্রখ্যাতজানাং গৃহং, পৌর্ণ
স্তস্য ময়া নিরূপিতমপি তমপি শ্রীসৌধমে কৈকশঃ।
নানা রূপ বৃহস্থলীচ চরিতা সীতা ন দৃষ্ট্বা কচিৎ, শঙ্কে
সাগর লঙ্ঘনে নিপতিতা লঙ্কেশ শঙ্কাকুলা॥ ২৭৩॥

ভ্রাতৃ মাতৃ নারী মন্ত্রী অমাত্যের গণ। ধনিবর্গ আর সেই দুর্জ্জয় রাবণ॥ একে একে সকলের আলয়ে প্রবেশ। করিয়া না পাই কোথা সীতার উদ্দেশ॥ রাবণের ভয়ে হৈয়া ব্যাকুল হৃদয় সাগর লঙ্ঘনে সীতা পড়েছে নিশ্চয়॥ ২৭৩॥

সংক্ষিপ্যাথৎ তনুং নিরীক্ষ্য সকলাং লঙ্কাং শরচ্চন্দ্রিকা,
নিঙ্কৌতাখিল সৌধমণ্ডল মহোদ্যোত প্রসন্নাম্বরাং।
দৃষ্ট্বাশোকবনে সরাক্ষসবধূং সংবেষ্টিতাং জানকী,
মারূঢ়ো নিভৃতং স্থিতঃ পবনজঃ কং কোলভূমিরুহং। ২৭৪

অনন্তর খর্ব্বতনু করিয়া ধারণ। সমুদয় লঙ্কাপুরী করে নিরীক্ষণ শরতের ইন্দুসম নির্ম্মল সকল। ভূমিশাক্তি রাবণের ভবন মণ্ডল॥ এইরূপ লঙ্কা মধ্যে অশোক কানন। তাহাতে আছেন সীতা রাক্ষসী বেষ্টন॥ এইরূপ দেখে পরে হনুমহামতি। অশোকের বৃক্ষোপরে করিলেন স্থিতি॥ ২৭৪॥

অত্র বসরে রাবণ প্রেষিতা দূতী সীতাং প্রতি।
এবিষয়ের অবসরে দূতী আসিয়া জানকীর প্রতি

কহিতেছেন। যথা।

আজ্ঞা শক্রশিখামণি প্রণয়িনী শক্তি স্ত্রিলোকীজয়ে,
ভক্তির্ভূতপতৌপিনাকিনিপদং লঙ্কেতি দিব্যাপুরী।
সন্তুত্তিদ্রুহিণাহ্বয়েচ তদহোনেদৃগ্বরোলভ্যতে,
দোষ ন রাবণঃ ক্বনুপুনঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বেগুণাঃ॥ ২৭৫ ॥

আজ্ঞাদেয় যদি কারে লঙ্কেশ রাবণ। বাসবের শিখামণি করে আনয়ন॥ ত্রিলোক জয়েতে শক্তি ভক্তি মহাদেবে॥ লঙ্কাপুরী পদ তুমি অনায়াসে পাবে॥ ব্রহ্মার বংশেতে নাহি এইরূপ বর। হইবে তোমার লাভ দেখিবে গোচর॥ শক্রপক্ষে শব্দ দায়ী না হইত যদি। ইহাতুল্য বর কোথা না করেছে বিধি॥ এইমাত্র দোষ দেখি আছয়ে ইহার। সকলে সকল গুণ না দেখি কাহার॥ ২৭৫ ॥

ততঃ স্বয়মাগত্য রাবণঃ।

রাবণ স্বয়ং আগমন করিয়া জানকীকে কহিতেছেন। যথা

মুগ্ধেমৈথিলি চন্দ্রসুন্দরমথি প্রাণপ্রদানেৌষধি,প্রাণানুক্ষ
স্মরাক্ষি মন্মথনদি প্রাণেশ্বরি ত্রাহিমাং। রামশ্চুম্বতি তে
মুখংস্খলিতং বক্তৈক মাত্রেণত, শ্চুম্বিষ্যামি দশাননৈ
র্বহুবিধং মুঞ্চাগ্রহং মানিনি॥ ২৭৬ ॥

মানময়ী চন্দ্রমুখী বিদেহ নন্দিনী। প্রাণদানে হও তুমি ঔষধি আপনি॥ মদনের নদী তুমি মম প্রাণেশ্বরী। প্রাণরক্ষা কর প্রিয়ে জানকী সুন্দরী॥ তব মুখপদ্মে রাম করেছে চুম্বন। এক মুখে তৃপ্ত নাহি হয় কদাচন॥ দশানন দিয়া আমি চুম্বিব রূপসী। বহুবিধ গ্রহত্যাগ করহে রূপসী॥ ২৭৬॥

অয়িজনকতনুজে তাপশেনত্বমেবং ননুকিমপি কুমন্ত্র জ্ঞানিনা শিক্ষিতাসি। নমদমরকিরীটোদ্ঘৃষ্ট পাদার বিন্দে, প্রণমতি ময়ী তস্মিন্ মর্ত্যকীটেনুরাগঃ॥ ২৭৭॥

শুনলো জনকসুতা আমার বচন। তোমারে কি এই শিক্ষা দিয়াছে সে জন॥ কুমন্ত্রণা জ্ঞানদাতা তপস্বী চূড়ামণি। পড়ায়েছে ভাল পড়া তোমারে রমণী॥ মর্ত্যকীট রঘুনাথে ত্যজ অনুরাগ। প্রণমিনু পাদপদ্মে কর পরিত্যাগ॥ ২৭৭॥

সীতে ত্বং পরিমুঞ্চ মান মধুনা রাজাদারো গৃহ্যতাং, পশ্য ত্বং কনকোজ্জ্বলাং স্বনগরীং লঙ্কেশ্বরং জীবয়। একোনশ্চ শতৈকমহিষী ত্যক্তাচ মন্দোদরীং,সেবার্থং বিনিযুজ্যতেচ সকলং লঙ্কাধিপৈজ্জীয়তাং॥ ২৭৮॥

সীতা সতী তুমি মান করহে মোচন। চেয়ে দেখ চন্দ্রমুখী দ্বারেতে রাজন॥ কনকে উজ্জ্বল লঙ্কা রক্ষা কর তুমি। যদি দেও প্রাণদান তবে বাঁচি আমি॥ এক হীন একশত রাজার মহিষী। আর সেই মন্দোদরী ত্যজিন রূপসী॥ তোমার সেবায় যুক্ত করিব সকল। লঙ্কেশের আজ্ঞা কভু না হবে বিফল॥ ২৭৮॥

সীতেপশ্য শিরাংসি যানিশিরসা ধত্তে মহেশঃ স্বয়ং, তানি ত্বৎপদ সংস্থানি সুভগে কস্মাদবজ্ঞায়তে। শ্রুত্বৈ তৎ পরদার লম্পটবচঃ সীতাহতংরাবণং, নির্ম্মাল্যানি শিরাংসি মূঢ় তবধিক সীতাবচঃপাতুবঃ॥ ২৭৯॥

বিদেহ রাজার বালা কর নিরীক্ষণ। মম শির শিবকরে মস্তকে ধারণ॥ তাহা তব পাদপদ্মে হৈয়াছে পতন। কিহেতু অবজ্ঞা মোরে করিলে এখন॥ পরদার লম্পটের এই বাক্য শুনে। কহেন জানকী সীতা রাবণের স্থানে॥ মস্তক নির্ম্মাল্য সেই

ধিক মূর্খ তোরে। মম এই বাক্য সব রক্ষা যেন করে॥ ২৭৯॥

কারাকৌকসি ত্বমুষিতশ্চিরমেব যস্য, নির্বাপিতো যুধি স যেন সহস্রবাহুঃ। তস্যাপি রেপুরভির্ভিদোখিলমন্ত্র বেদ, মধ্যাপিতস্য বিজয়ী মমজীবনাথঃ॥ ২৮০॥

সমরে সহস্রবাহু জিনিল যে জন। যার কারাগারে তুমি আছিলে বন্ধন॥ শুন ওরে মূঢ় মূঢ় রাক্ষস রাজন। অস্ত্রবেদ মন্ত্র সেই করে অধ্যয়ন॥ বিশ্বজয়ী সেইজন কহিতব সাত। তাহাকে বিজয় কৈল মম প্রাণনাথ॥ ২৮০॥

অপতত দশমৌলির্জানকী পাদপদ্মে, করধৃত পদযুগ্মে নাস্য নালোক্য উচে। সুরপতিরপিপাদে চাপতন্তীতি যোগাস্নভবতি তবতুষ্টির্ক্রহি কিম্বা করোমী॥ ২৮১॥

জানকীর পাদপদ্মে পড়ে দশানন। পায়ে ধরে কহে কথা দেখিয়া বদন॥ চরণ কমলে ভয়ে আছে সুরপতি। তথাপি তোমার তুষ্টি না হয় যুবতী॥ কহ কহ সীতা সতী কি কহিবে তুমি। আজ্ঞা দেও ওরূপসী কি করিব আমি॥ ২৮১॥

ইত্থং নিশম্য মধুরং নৃপনাহবাক্যং, নম্রানন্না শপতি কোপমতীচ সীতা। শ্রীরামবাণ হত রাবণং মস্তকেষু গৃধ্রাঃ পদং দধতি চেন্মমতুষ্টি যোগঃ॥ ২৮২॥

এরূপ মধুর বাক্য করিয়া শ্রবণ। শপথি করিল সীতা নমিত বদন॥ কোপেতে কুপিতা হৈয়া বিদেহনন্দিনী। লঙ্কাধিপে এই বাক্য কহিলা আপনি॥ শ্রীরামের বাণে হত হৈয়া লঙ্কেশ্বর। যে দিন পড়িবে তুমি ধরার উপর॥ তব মুণ্ডে গৃধ্রগণ বসিবে যখন। মানসেতে মমতুষ্টি হইবে তখন॥ ২৮২॥

যদন্তরং বায়স বৈনতেয়য়ো যদন্তরং সিংহ শৃগালয়ো

বনে। খদ্যোত মার্ত্তণ্ডয়ো র্যদন্তরং, তদন্তরং তেস্য রঘুনন্দনস্য॥ ২৮৩॥

বায়স বিনতা সুতে বিভিন্ন যেমন। অরণ্যে শৃগাল সিংহে আছয়ে যেমন॥ খদ্যোত মিহিরে হয় যদ্রূপ বিভেদ। তোমাতে রামেতে আছে সেই রূপ ভেদ॥ ২৮৩॥

সীতে ত্বং ননকম্পিতা মমভয়ে নাদ্যোন বাক্ষেনতদ্রামং দ্রক্ষ্যসি নষ্টরূপ মচিরাদাকার পূর্ব্বং বদ। মানে নৈব তনুক্ষয়ং ননুগতা সত্যং বচো ব্যাধিনা, শ্রুত্বা রাবণ সীতয়ো রিতি বচো হাস্যং হনুমান্ যযৌ॥ ২৮৪॥

মম ভয়ে সীতা তুমি আছ কম্পমান। আদ্য অন্তে নহে তাহা লঙ্কেশ অজ্ঞান॥ ত্বরায় দেখিবে তুমি হত রঘুনাথ। তাহা নয় উপবন হইবে আঘাত॥ অভিমানে তনুক্ষয় করিলে সুন্দরী ব্যাধিসম বাক্য তোর তাহে আমি মরি॥ উভয়ের এই কথা শুনে হনুমান্। পরেতে হাসিল সেই পবন সন্তান॥ ২৮৪॥

সীতায়া প্রতিক্ষিপ্তে রাবণে চলিতে ত্রিজটা সীতয়ো রহস্যং।

সীতাকর্তৃক রাবণ তিরস্কৃত হইয়া গমন করিলে।

ত্রিজটা জানকী রহস্য করিছেন॥

সীত। অর্থাৎ সীতা কহিতেছেন॥ যথা॥

পৃচ্ছামি ত্রিজটে সুখেন ভবতীং কস্মাদয়ং রাবণো।
নীতিজ্ঞো নৃপশেখরো হরতি মামন্যাঙ্গনাং কাননাৎ। ২৮৫

সুখেতে ত্রিজটা তোরে করিগো জিজ্ঞাসা। মমসনে না কহিও তুমি মিথ্যা ভাষা॥ কিহেতু নীতিজ্ঞ এই নৃপতি রাবণ। কানন হইতে মোরে করিল হরণ॥ ২৮৪॥

সীতেমন্মথ পুষ্পাশায়ক হতে কামান্মনীতেঃ কথা।

যাবৎ কামশরাহতো ন পুরুষস্তাবদ্বিশিষ্টায়তে॥ ২৮৬

মদনের বাণে হত যেই জন হয়। নীতিকথা কভু তাহে না থাকে নিশ্চয়॥ যাবৎ পুরুষ থাকে কামশরে হত। তাবৎ না হয় সেই শিষ্ট অভিমত॥ ২৮৬॥

অপিচ অর্থাৎ আর বলি।

বজ্রং জীর্য্যতি বজ্রিনো হপিচ হরেশ্চক্রঞ্চ চক্রংতথা,
দণ্ডখণ্ডশতং যমস্য দলিতঃ পাশোহভবৎ পাশিনঃ।
লঙ্কেশোরসিতত্র মন্মথশরো মগ্নো ন ভগ্নস্ততঃ, কঃসখী
সখি তস্য পুষ্প মভবৎ পুষ্পায় ধস্যায়ুধং॥ ২৮৭॥

বাসবের বজ্র জীর্ণ হৈয়াছে যাহাতে। হরিচক্র চূর্ণ হয় পড়িয়া তাহাতে॥ যমদণ্ড শতখণ্ড তাহাতে নির্জ্জাস। দলিত হইল তাহে বরুণের পাশ॥ রাবণের হৃদিপরে মদনের বাণ। মগ্ন হৈল সমুদয় নহে শতখান্॥ সেই হেতু সখী আমি জিজ্ঞাসি তোমায়। কোন বৃক্ষে পুষ্পবাণ মদনের হয়॥ ২৮৭॥

সীতা দর্শনে হনুমান্।

সীতাকে দেখিয়া হনুমান কহিতেছেন॥ যথা॥

কাত্বং পদ্মপলাশাক্ষি পীতকৌশেয়বাসিনি। দ্রুমস্য
শাখামালম্ব্য তিষ্ঠসি ত্বমনিন্দিতে॥ ২৮৮॥

পদ্মপলাশ তুল্য তব দ্বিনয়ন। পীতবর্ণ বাসে কটি আছে আচ্ছাদন॥ বৃক্ষ শাখা অবলম্বে তিষ্ঠে হেথা রও। আনন্দিতা তুমি দেবী পরিচয় দেও॥ ২৮৮॥

কিমর্থং তব নেত্রাভ্যাং বারি স্রবতি শোকজং।
পুণ্ডরীক পলাশাভ্যাং বিপ্রকীর্ণ মিবোদকং॥ ২৮৯

নয়ন হইতে তব ধারা কেন বয়। শোকজ সলিল মম অনুমান

হয়॥ পদ্মপত্র হৈতে বারি পড়য়ে যেমন। যুগল নয়নে ধারা বহিছে তেমন॥ ২৮৯॥

ততঃ সীতোক্তিঃ।

তদনন্তর জানকী কহিতেছেন॥ যথা॥

দুহিতা জনকস্যাহং বিদেহস্য মহাত্মনঃ।
সীতেতি নামতশ্চাহং ভার্য্যা রামস্য ধীমতঃ॥ ২৯০॥

জনকের কন্যা আমি কহিনু তোমায়। মহাত্মা বিদেহ রাজা জানিহ নিশ্চয়॥ শ্রীরামের নারী আমি সীতা মম নাম। ধীমান সে দয়াময় দূর্ব্বাদল শ্যাম॥ ২৯০।

কিং প্রভাবো রাম ইতি পৃষ্টে।

রক্ষিতা রঘুবংশস্য জনকস্য চ রক্ষিতা।
রক্ষিতা জীবলোকস্য ধর্ম্মস্য চ পরন্তপঃ॥ ২৯১॥

রঘুবংশ রক্ষাকর্ত্তা রঘুর নন্দন। আর রক্ষা করিলেন জনকরাজন লোকধর্ম্ম জীবরক্ষা করেন শ্রীরাম। সূর্য্যবংশে আছে তাঁর পরন্তপ নাম॥ ২৯১॥

ধনুর্ব্বেদে চ বেদে চ বেদাঙ্গেষু চ নিষ্ঠিতঃ। বিপুলাংশো মহাবাহুঃ কম্বুগ্রীবো মহাবলাঃ॥ ২৯২॥

ধনুর্ব্বেদ বেদশাস্ত্র বেদাঙ্গ অপর। ইহাতে পণ্ডিত সেই প্রভু রঘুবর॥ বিপুলাংশ মহাবাহু রাম দয়াময়। কম্বুতুল্য গ্রীবাদেশ মহৎ হৃদয়॥ ২৯২॥

হনূমান্মুদ্রাং দর্শয়তি।

তদনন্তর হনূমান জানকীকে মুদ্রা দেখাইতেছেন। যথা।

সুবর্ণস্য সুবর্ণস্য সুবর্ণস্য বরাননে। প্রেষিতং রাম ভক্তেন সুবর্ণস্যাঙ্গুরীয়কং॥ ২৯৩॥

আশিরতি সমসঙ্খ্যা সোনার অঙ্গুরী। রামনামে চিহ্ন ইহা আছয়ে সুন্দরী॥ তব সন্নিধানে রাম করিলা প্রেরণ। সুন্দর অঙ্গুরী সীতা কর নিরীক্ষণ॥ ২৯৩॥

সীতা হনূমতোরুক্তি প্রত্যুক্তী।

মাতর্জানকী কো ভবান্ বনমৃগঃ কেনাত্র সংপ্রেষিত,
দূতঃ শ্রীরঘুসত্তমেন কিমিদং হস্তে স্থিতং মুদ্রিকা।
দত্তাতেনকদেবতাং নিজকরেণালিঙ্গ্য চাদায়চ, প্রেম্ণা
শ্রাণিসমজ্জসমাশুজ্জুদ্গাত্রেষু রোমোদ্গমঃ॥ ২৯৪॥

কোথা মা জানকী সতী হনূমান কয়। তুমি কেহে কোথা হৈতে দেহ পরিচয়॥ শাখামৃগ আমি হই পবননন্দন। কাহাকর্ত্তৃক তুমি হেথা হৈয়াছ প্রেরণ॥ হনূমান বলে মাগো দৌত্যের কারণ। এথানে পাঠালে মোরে কমললোচন॥ তোমার করেতে একি কহ ত্বরাকরি। পবন তনয় কহে সোনার অঙ্গুরী॥ শ্রীরামের দত্তা মুদ্রা লৈয়া নিজকরে। আলিঙ্গন কৈল সীতা তাহার উপরে॥ সেইক্ষণে প্রেমধারা দুনয়নে বয়। লোমাঞ্চ হইল পরে জানকীর কায়॥ ২৯৪॥

সীতামোহঃ। অর্থাৎ জানকীর মূর্চ্ছা।

মুদ্রাঙ্গুরীয়কমণৌ প্রতিবিম্বমাসী, দ্রামস্য সাদরমতীব
বিলোকয়ন্তী। মদ্রূপএব কিমভূন্মমচিন্তয়েতি, সীমাং
সয়া জনকরাজসুতা মুমোহ॥ ২৯৫॥

শ্রীরামের প্রতিবিম্ব আছিল মুদ্রায়। সাদর করিয়া তাহা দেখিছি সদায়॥ মম রূপ অঙ্গুরীতে একি হৈল দায়। এই রূপ চিন্তাকরি সীতা মোহ যায়॥ ২৯৫॥

হনূমান্। অর্থাৎ অনন্তর হনূমান্ কহিতেছেন। যথা।

অনুদিন মনুশৈলং ত্বামনালোচ্য সীতাং, প্রতিদিনমতি দীনং বীক্ষ্য রামং বিরামং। গিরিরপিবিনয়োহংসৌমত্তদা নবিধাভূ, ক্ষিতিরপি ন বিদীর্ণা সাহিসর্ব্বংসহৈব॥ ২৯৬॥

প্রতিদিন প্রতিশৈলে না দেখে তোমায়। দিন দিন তনুক্ষীণ হৈল দয়াময়॥ এরূপে রামের দশা দেখিয়া মলয়। অদ্যাপি হৃদয় তার বিভাগ না হয়॥ পৃথিবী বিদীর্ণ নাহি হইল এখন সর্ব্বসহা সেই জন্য করয়ে সহন॥ ২৯৬॥

সমুদ্রতরণে ভবকীদৃগ্ব্যবহারায় ইতিপ্রশ্নে হনূমান্।

অর্থাৎ তুমি কিরূপ ব্যবহার দ্বারায় সমুদ্র তরণ হইলে। জানকী এই প্রশ্ন করিলে হনূমান্ কহিতেছেন। যথা।

তব প্রসাদাৎ পবন প্রসাদাত্তবৈব ভর্ত্তুশ্চরণ প্রসাদাৎ। ত্রিভিঃ প্রসাদৈরনুকূলিতোহহং, ব্যহলঙ্ঘয়ং গোষ্পদবৎ সমুদ্রং॥ ২৯৭॥

তোমার প্রসাদে আর বায়ুর দয়ায়। রামের চরণ কৃপা আছিল আমায়॥ তিনের প্রসাদে আমি পবননন্দন। গোষ্পদের তুল্য সিন্ধু করিনু লঙ্ঘন॥ ২৯৭॥

পুনশ্চেতন মাসাদ্য।

অর্থাৎ জানকী পুনরায় চেতনা পাইয়া কহিতেছেন। যথা।

চন্দ্রো যত্র দিনেশ দীধিতি সমস্তোত্রং স্ফুলিঙ্গায়তে, কর্পূরঃ কুলিশোপমং শশিকলাঃ সংত্রাসমাতন্বতে। বায়ুর্বাড়ববহ্নিবন্মলয়জং দাবাগ্নিবৎ সাম্প্রতং, সন্দেশং নয়ন রামসন্নিধিমিতো যাত্রাং ক্রুতং কারয়॥ ২৯৮

সূর্য্যসম সুধাকর যেখানে উদয়। অগ্নিকণা তুল্য তব সেই

স্থানে হয়॥ কর্পূর স্ফুলিঙ্গোপম হৈয়াছে প্রবল। ত্রংসযুক্ত শশিকলা গগন মণ্ডল॥ বাড়ববহ্নির সম বায়ুরাচরণ। দাবানল তুল্য হেথা হৈয়াছে চন্দন॥ এরূপ সম্বাদ লৈয়া শ্রীরামের স্থান হেথা হৈতে যাত্রা তুমি কর হনূমান॥ ২৯৮॥

সন্দেশঃ।

শ্রীমদ্রাম পদারবিন্দ যুগলে দাতব্য মেকং ফলং,
সৈন্যোভ্যো যুগলং ফলে কপি চয়া যাত্যন্তরম্যংফলং।
একঞ্চাপি ফলং তদস্তদনুজে দেয়ং শুভাশীঃশতং,
পশ্চাৎ সৈন্য নিরাকুল প্রকৃতিনা ভোক্তব্য মেকং
ফলং॥ ২৯৯॥

রামের চরণে তুমি দিও একফল। সেনাগণে দিও তনু তাহার যুগল॥ রমণীয় ফল এক সুগ্রীবের স্থানে। আর একফল দিও অনুজলক্ষ্মণে॥ সকল কহিনু আমি তোমা বিদ্যমান। পরে একফল তুমি খাবে হনূমান॥ ২৯৯॥

ততো হনূমান।

অর্থাৎ তদনন্তর হনূমান কহিতেছেন। যথা।

সিন্দূরবিন্দুমুখি রাম শিলীমুখানাং, কিংদুর্গমং কুল
ভিদাং হরিযূথপানাং। দৈবংপ্রসন্নমিব দেবি তবাদ্য
সত্যং, রক্ষাংশিকানি কুপিতস্য চ লক্ষ্মণস্য। ৩০০।

সিন্দূরের বিন্দু তবমুখে চন্দ্রমুখী। রামের বাণেতে দুর্গকভু নাহি দেখি॥ কুলভিদ কপিগণ দুরন্ত বিষম। কোথায় নাহিক আছে তাদের দুর্গম॥ প্রসন্ন হইল দেবী তব দৈববল। সত্য এই বাক্য সীতা জানিবে সকল॥ লক্ষ্মণকুপিত অতি কহি তব ঠাঁই। তাঁহার অগ্রেতে আর কার রক্ষা নাই॥ ৩০০॥

সীতা সম্ভাষণান্তে পবনসুতবরোহরণ্যনিভংক্তুকামো,
ব্যাজেনাপিদ্বিজোহভূদ্দর্শন বিগলিতশ্চঞ্চুবীরক্তবর্ণো।
শ্বেতো মুণ্ডোহপি ভূত্বা গতবন নিকটো ভাষতে মন্দমন্দং
ভ্রাতর্যুষ্মৎ প্রসাদাৎপতিতমৃতফলং কিঞ্চিদভ্যর্থয়ামি। ৩০০

সীতার সম্ভাষ বাক্য করি সমাপন। বন ভঙ্গ ইচ্ছা কৈল পবন নন্দন॥ ছলক্রমে দ্বিজরূপ করিয়া ধারণ। দন্তহীন দুই চঞ্চু রক্তিমা বরণ॥ শ্বেতবর্ণ মুণ্ডমাথা বায়ুর তনয়। বনের নিকটে গিয়া মৃদুভাষে কয়॥ তোদের প্রসাদে ভাই পতিতামৃত ফল কিঞ্চিৎ পার্থনা করি রক্ষক সকল॥ ৩০১॥

রাবণং প্রতি উদ্যানপালাঃ।

অর্থাৎ রাবণের প্রতি বনরক্ষকেরা কহিতেছেন। যথা।

যত্রারণ্যে বহতি সততং মারুতো মন্দমন্দং, সূর্য্যোযত্র
ত্রসতি তপিতুং তোয়দস্তোয়দানে। ভগ্নাভগ্নং কুটতি
সহসা প্রাচীরং বিশ্বকর্ম্মা, তত্তেহরণ্যংক্ষণিক মধুনা
বানরৈকেন ভগ্নং॥ ৩০২॥

নিরন্তর যে অরণ্যে মন্দবায়ু বয়। তপন যাহাতে তাপে ত্রাস যুক্ত হয়॥ যে কাননে জল দিতে জলদেরগণ। সদা সশঙ্কিত থাকে শুনহে রাজন॥ প্রাচীর ভাঙ্গয়ে যদি হয় দৃশ্যমান। বিশ্ব কর্ম্ম করে তাহা সহসা নির্ম্মাণ॥ এরূপ অরণ্য তব আছিল রাবণ। সম্প্রতি বানরে তাহা করিল ভঞ্জন॥ ৩০২॥

দেবাকর্ণয়কর্ক্কশেন কপিনা কেনাপি কেলীবনে, খেল
দ্বালধিচালিতা বিটপিনঃ সাটোপমুৎপটিতাঃ। তত্রা
যোবনপালকাঃসরভসংসন্থেহপি নির্ব্বাপিতা, তদ্বার্ত্তা
কথনায় কেবল মহং দৈবেন সংরক্ষিতং॥ ৩০৩॥

মমবাক্য মহারাজ করহে শ্রবণ। কেলীবনে বৃক্ষ কপি কৈল উৎপাটন ॥ সে অরণ্য অন্য সব অরণ্যরক্ষক। উদ্যান ছাড়িয়া হৈল কালের পালক ॥ এই বার্ত্তা দিতে রাজা তব সন্নিধানে। কেবল একাকী আমি বেঁচে আছি প্রাণে ॥ ৩০৩ ॥

ইতিশ্রুত্বা প্রহিতেন রক্ষঃসৈন্যেন সমং যুদ্ধং কুর্ব্বতি হনূমতি তদ্বৃত্তান্ত মাসাদ্য রাবণ চেষ্টা।

হন্তীতি জ্বলিতঃ ক্রুধাকপিরিতি ব্রীড়া নমৎ কন্ধরো,
হেলোল্লঙ্ঘিত বারিনীপতিরিতি শ্লাঘা চলৎ কুণ্ডলঃ।
রামস্যায় মিত্যমর্ষ্য কলুষিতো লঙ্কা মুপেতোন্তটং,
বিক্রামত্য নিলাত্মজে দশমুখঃ কাং কাং দশাং নোগতঃ ॥ ৩০৪ ॥

মরেছে মরেছে শুনি জ্বলিত রাবণ। কপিনাম শুনি কৈল নমিত বদন ॥ হেলায় লঙ্ঘিল কপি সাগরের জল। ইহা শুনি রাবণের চঞ্চল কুণ্ডল ॥ পরেতে আনিল সেটা শ্রীরামের দূত। রাগেতে রাবণ রাজা হয় অভীভূত ॥ লঙ্কাপুরি পেলে যদি পবন নন্দন। কোন কোন দশা গত না হৈল রাবণ ॥ ৩০৪ ॥

অত্রান্তর সীতাহনূমতো রহস্যে ত্রিজটয়কপিতে রাবণঃ
মুদ্রামর্কটকেন রামনিকটাদাগত্য দত্তাকরে, সীতায়া
ইতি সম্ভ্রমা ত্রিজটয়া প্রোক্তেহথ লঙ্কেশ্বরঃ। কিং কিং
কিংকিমিতি ব্রুবন্তিরনিশং সিংহাসনাদুত্থিতৈঃ,রক্ষো
মুখ্য স্বতন্ত্রমেবহি কপিং ধর্ত্তুং নিযুক্তীকৃত ॥ ৩০৫ ॥

রামের কটক হৈতে এক কপিবর। আগমন কৈল হেথা শুন লঙ্কেশ্বর ॥ জানকীর করে মুদ্রা করিল প্রদান। সম্ভ্রমে ত্রিজটা কয় রাবণের স্থান ॥ কি কহিলে কি কহিলে কলে মন্ত্রীদল।

সিংহাসন হৈতে পরে উঠিল সকল ॥ রাবণের শ্রেষ্ঠসুত অক্ষয় নন্দন। বানর ধরিতে তারে করিল প্রেরণ ॥ ৩০৫ ॥

রাবণাজ্ঞয়া অক্ষয়কুমারে পারিপার্শ্বক বাক্যং

তাহাকে পারিষদগণে কহিতেছে ॥ যথা ॥

প্রাকার তোরণময়ীং পুরমপ্যলঙ্ঘ্যাং, লঙ্কাময়ং বিশতি কোঽপি কপি প্রবীরঃ। তৎসংমুখং প্রচলিতঃ স্বয়মক্ষনামা, নন্বেষ রাক্ষসপতেঃ কুপিতঃ কুমার ॥ ৩০৬ ॥

প্রাচীর তোরণময়ী এই লঙ্কাপুরী। লঙ্ঘিয়া প্রবেশ কৈল কোন এক হরি ॥ তাহার সমুখে স্বয়ং করিল গমন। অক্ষয় নামক সেই নৃপতি নন্দন ॥ ৩০৬ ॥

অক্ষপতিতে রাবণাজ্ঞয়া গচ্ছতি শক্রজিত

পারিপার্শ্বক বাক্যং।

অর্থাৎ অক্ষয়কুমার পতন হইলে রাবণের আজ্ঞায় শক্রজিত গমন করিছে। তাহাকে পারিষদগণে কহিতেছেন।

হত্বা কথঞ্চিদধিরাজ কুমারমক্ষং, রে বানরা তিষ্ঠ্যত্র কুত্র পলায়িতোসি। ত্বাং হন্তু মিচ্ছতি দশানন শাসনেন, দপোদ্ধতো ধৃত ধনুর্নন্ মেঘনাদঃ ॥ ৩০৭ ॥

কিরূপে মারিয়া সেই অক্ষয় তনয়। অপকারি কপি তুই পলালি কোথায় ॥ রাবণ শাসনে তোরে করিতে বিনাশ। ধনু ধরি মেঘনাদ হইল প্রকাশ ॥ ৩০৭ ॥

রামাস্থাগমনং নিবেদ্য সুচিরাদাশ্বাস্য সীতাং ততঃ, স্তুৎ সীমন্তমণিং তদা রঘুপতেঃ প্রত্যায় মায়াদদে। ভঙক্ত্বাশোকবনং নিহত্যসহস্রাচাক্ষাদিকান্ রাক্ষসান্, দ্রষ্টুং রাবণ মাত্মবন্ধবিসয়ে সৌম্যোভবন্মারুতি ॥ ৩০৮ ॥

আশ্বাসিয়া জানকীকে পবননন্দন। নিবেদন কৈল পরে রামের আগমন ।। প্রভুর প্রত্যয় হেতু বায়ুর নন্দন। সীতার সীমন্তমণি করিল গ্রহণ।। ভাঙ্গিয়া অশোকবন মারি নিশাচর। রাবণে দেখিতে হনূ চিন্তিল তৎপর।। মনে মনে বিবেচনা কৈল অনুমান। আপনার বুদ্ধে সৌম্য হৈল হনূমান।। ৩০৮ ।।

হনূমন্তং প্রাহ রাবণঃ।

হনূমানকে রাবণ কহিতেছে।। যথা ।।

রেরে দূত কিমেব মেব চরিতং বারাংনিধিং দুস্তরং,
লঙ্ঘিত্বা জলজন্তুভিঃ পরিবৃতং ভীমং তরঙ্গোৎকরৈঃ।
আয়াতোহসি বিনা রথং কথমিহ প্রস্থাপিতঃ কেনবা,
ব্রূহি ত্বং নহিবধ্য এবমভয়ঃ কি নাম,ধেয়োভবান্ ।৩০৯।

ওরে দূত একি দেখি তব ব্যবহার। জলজন্তু পরিপূর্ণ তরঙ্গে দুস্তার।। কেমনে এরূপ সিন্ধু করিয়া লঙ্ঘন। রথবিনা হেথা তুমি কৈলে আগমন। কে পাঠালে হেথা তোরে কপি দুরাশয়। অবধ্য নহ দূত নাহি তব ভয়।। জিজ্ঞাসা করিয়ে আমি কোথা তব ধাম। কাহার নন্দন তুমি কিবা তব নাম।। ৩০৯ ।।

ততোহনূমন্তং রাবণঃ।

তদনন্তর হনূমান কহিতেছেন।। যথা ।।

শ্রীরামেণ,স লক্ষ্মণেন জয়িনা শ্রীচিত্রকূটেস্থিতঃ, সীতা-
ন্বেষণ কার্য্যসাধনবিধৌ প্রস্থাপিতো যত্নতঃ। লঙ্কা-
চৈববরের চিরাৎ,পুরন্দরঃ সর্ব্বত্রগামীহ্যহং, বিদ্ধিত্বং
পবনাত্মজো দশমুখ শ্রীমান্ হনূমানহং।। ৩১০ ।।

লক্ষ্মণ সহিত জয়ী রাম রঘুপতি। চিত্রকূট গিরিপরে করেন বসতি ।। যত্নেতে বিজয়ী রাম তব সন্নিধানে। পাঠালেন মোরে

প্রভু সীতা অন্বেষণে॥ চিরকাল পরে বর লাভ মম হয়। পুরী ভেদ করি তাহে সর্ব্বত্র বিজয়॥ শুন রাজা কহি তবে তব সন্নিধান। পবননন্দন আমি বীর হনূমান।৩১০।

অপিচ। অর্থাৎ আর বলি।

হত্বা বালি মহাবলঃ কপিচমূ মাশ্বাস্য সুগ্রীবকং,
রাজানং কৃতিনং সদা বিজয়িনং সখ্যুঃ সদানন্দনং।
কৃত্বাচৈব বিশেষ দৈবনিবহাখ্যানস্য চিন্তাশ্রিতঃ,
শ্রীরামোজনকাত্মজা হরণশোকালোপমো রাজতে॥ ৩১১

মহাবলি বালিরাজে করিয়া নিধন। কপিগণে আশ্বাসিয়া কমল লোচন॥ সখার আনন্দকর সুগ্রীব দুর্জ্জয়। রাজেশ্বর কৈল তারে প্রভু দয়াময়॥ বিশেষ বিধের দৈব বিরহে বাধিত। তাহার কথনে প্রভু আছেন চিন্তিত॥ সীতার হরণে দেখ রাম রঘুরাজ কালসম হৈয়া নাথ করেন বিরাজ॥ ৩১১॥

রাবণ হনূমানোরুক্তি প্রত্যুক্তী।

রাবণ হনূমানে কথোপ কথন।

রেরে বানর কো ভবানহমরে ত্বৎসূনুহন্তাহরে, দূতোহং
খরখণ্ডনস্য জগতাং কোদণ্ডদীক্ষা গুরোঃ। যদ্দোর্দ্দণ্ড
কঠোর তাড়নবিধৌ কোহসৌ ত্রিকূটাচলঃ, কোমেরুঃ
কচ রাবণোঘগণনা কোটিস্তু কীটায়তে॥ ৩১২॥

শুনরে বানরা ওরে তুই কোনজন। তব সুতহন্তা আমি পবন নন্দন॥ জগতে কোদণ্ড দীক্ষা গুরু রঘুবর। বায়ুর তনয় আমি তাঁহার কিঙ্কর॥ যার বাহুবলে লঙ্কা না হয় অচল। সুমেরু পর্ব্বত তাহে নাহি পায় স্থল॥ রাবণ সমূহগণ কোথা পড়ে রয়। কোটি লঙ্কাপতি তথ কীট তুল্য হয়॥

রাবণং প্রতি হনূমান।

রাবণের প্রতি হনূমান কহিছেন। যথা।

একোহং পবনাত্মজে দশমুখ ত্বঞ্চাপি কোটীশ্বর,
ত্বাংজিত্বা সমরে প্রভোঃপ্রণয়িনী সীতাঞ্চনেতুংক্ষমঃ।
কিন্তু প্রৌঢ়ি তয়াপুরা ভগবতা রামেণ সুগ্রীবতো, দত্বা
দক্ষিণ পাণিনা বসুমতীংত্বাং হস্তমুক্তংবচঃ॥ ৩১৩॥

হেথায় একাকী আমি পবননন্দন। কোটীশ্বর তুমি রাজা লঙ্কেশরাবণ॥ সমরে তোমারে জিনে শ্রীরামের সীতা। লয়ে যেতে পারি আছে এরূপ যোগ্যতা॥ কিন্তু রাম পূর্ব্বকালে সুগ্রীবেরস্থান। দক্ষিণ করেতে কৈল বসুমতি দান॥ সেইকালে ধরা ধরে কমললোচন। স্বহস্তে স্বীকার কৈল তোমার নিধন। ৪১৩।

রেরে রাবণ রাক্ষসাধম পশোমূর্খোসি মূঢ়াধম, গর্ব্বং
বর্ব্বর মুঞ্চ মুঞ্চ ঝটিতি প্রীত্যাহিতং ব্রূমহে। মূর্দ্ধাগে
বয় রামচন্দ্র চরণৌ দত্বা পুরোজানকীং, তস্মাদ্রাজ্যম
কণ্টকং কুরুচিরং পুত্রেণ পৌত্রেণবা॥ ৩১৪॥

শোন্ তুই মূর্খ মূঢ় রাক্ষস রাজন। ওরে পশু খর্ব্ব গর্ব্ব কর নিবারণ॥ শোন্ তবে তোরে কই প্রিয়হিতকথা। রামের চরণ সেবা করিবি সর্ব্বথা॥ শ্রীরামের অগ্রে কর জানকী প্রদান। অকণ্টকে রাজ্য তোর হইবে বিধান॥ পুত্রের সহিত আর স্বপৌত্র সহিত। সুখেতে করিবি রাজ্য কহিনু বিহিত॥ ৩১৪॥

আত্মানং পরিরক্ষিতং যদিভবান পুত্রঞ্চ পৌত্রাদিকং
ভ্রাতৃর্বর্গ কুটুম্বকং পরিজনং চান্যতথা সৈনিকং।
রাজ্যঞ্চাপি মহোদিতং দশশিরঃ কাঙ্ক্ষস্যতঃ স্বেচ্ছয়া,
শ্রীরামায় মহাত্মনে বিজয়িনে তদ্দীয়তাং মৈথিলী। ৩১৫।

আত্মরক্ষা কর যদি লঙ্কেশ রাবণ। ভাই বন্ধু দারা সুত পৌত্র পরিজন॥ রাজ্য সেনা রাজ্যরক্ষা বাঞ্ছা যদি হয়। আর দশমুণ্ড যদি রাখিবে নিশ্চয়॥ কহি তবে মহারাজ তব সন্নিধান। স্বেচ্ছায় শ্রীরামে কর জানকী প্রদান॥ ৩১৫॥

যাবদ্দাশরথের্নপশ্যসি মুখং যাবন্ন বারাংনিধি, র্বদ্ধো
যাবদিয়ঞ্চ বানরচমূক্রান্তা ন লঙ্কাপুরী। যাবৎ সোদর—
বন্ধুপুত্র সুহৃদাং মৃত্যুং ন চালোকসে, তাবদ্রাবণ
লোকনাথ দয়িতা সীতা স্বয়ংদীয়তাং॥ ৩১৬॥

যাবৎ না দেখ তুমি রামের বদন। যাবৎ না হয় রাজা সাগর বন্ধন॥ যাবৎ বানরে লঙ্কা না করে আক্রমণ। যাবৎ না দেখ তব পুত্রাদি মরণ॥ তাবৎ রাবণ তুমি শ্রীরামের নারী। প্রদান করহে রাজা জানকী সুন্দরী॥ ৩১৬॥

অথবা কিংবহুনা।

আর কি বহুবাক্য তোমাকে কহিব॥ যথা॥

তাবল্লঙ্কেশ্বরো রাজা যাবন্নায়তি রাঘব।
আয়াতে রাঘবে বীরে লঙ্কা লঙ্কেশ্বরঃ কুতঃ॥ ৩১৭॥

যাবৎ না করেন রাম হেথা আগমন। তাবৎ লঙ্কায় রাজা আছ হে রাজন॥ দর্পহারি দীননাথ আসিবে যখন। কোথা রবে লঙ্কাপুরী কোথা বা রাবণ॥ ৩১৭॥

অত্রাবসরে ক্রুদ্ধে রাবণে বিভীষণ বাক্যং।

হনূমানের বাক্য দ্বারায় রাগন্ধরাবণকে বিভীষণ কহিতেছেন॥ যথা॥

দৈবস্বপ্য মঙ্কেষ্ কশানিপাতো, মৌণ্ড্যং এথ, নৃপ

সন্নিবেশঃ। এতান্ যথার্হ স্থহিরক্ষবাদী, শাস্ত্রেষু দূতস্য বধো ন দৃষ্টঃ॥ ৩১৮॥

রক্ষবাদি হৈল যদি পবন তনয়। এই রূপ বধ তার উপযুক্ত হয়॥ বেত্রাঘাত চিহ্ন আর অঙ্গেতে বিরূপ। সমুদায় অলক্ষণ কর এই রূপ॥ মস্তক মুণ্ডন বিধি আছে নিরূপণ। দূতবধ শাস্ত্রে কভু না হয় দর্শন॥ ৩১৮॥

অপিচ। অর্থাৎ আর বলি।

কপীনাং কিললাঙ্গুল মিষ্টমেকং বিভূষণং। তদস্য দীপ্যতামাশু তেন দগ্ধেন গচ্ছতু॥ ৩১৯॥

বানরের পুচ্ছমাত্র আছে বিভূষণ। সেই হেতু কপিপুচ্ছ করহে দাহন॥ দগ্ধ হৈয়া হনুমান যাইবে তথায়। পরামর্শ সিদ্ধ এই কহিনু তোমায়॥ ৩১৯॥

চেহন্তুং তৎ জনিতোদ্যমঃ ক্ষিতিভুজাং বধ্যো ন দূতো ভবে, দিত্যাকর্ণ্য বিভীষণস্য বচনং ক্রুদ্ধস্তথা রাবণঃ। বদ্ধাবালধি বল্লরীং বহুবিধৈর্বাসোভি রাজ্যপ্লুতৈ, র্দগ্ধাবহ্নি মদীপয়দ্ধনূমতঃ কর্তুং বিরূপং বপুঃ॥ ৩২০॥

হনুর নিধনে ছিল উদ্যত রাবণ। নৃপতির বধ্য দূত নহে কদাচন॥ বিভীষণের এই বাক্য শুনে, তদন্তর। ক্রোধানলে জ্বলে রাজা নৃপতি শেখর॥ ঘৃতযুক্ত বহুবিধ করিয়া বসন। তাহাতে করিল তার বালধি বন্ধন॥ বিরূপ করিতে বপু কৈল অনুমতি। জলন্ত অনলে তাহে দিলেক আহুতি॥ ৩২০॥

রাবণ হনূমতোরুক্তি প্রত্যুক্তী।

অর্থাৎ রাবণ আর হনুমানে কথোপকথন।

অগ্নিঃ প্রজ্জ্বলিতঃ সমাদিশ ভূশং বর্ষন্তু ধারাধরা, বাতো বাতি নবাস্থতি ধ্রুবমমী দেবাস্তবাজ্ঞাবশাঃ। ইত্থং সুব্যথকোক্তরৈ হনুমতো লঙ্কাপতের্মানসং, দগ্ধং বাতৃশ মাক্রমেণ চ তথা দগ্ধাপি লঙ্কাপুরী ॥ ৩২১ ॥

অত্যন্ত জলিল অগ্নি কহে লঙ্কেশ্বর। বর্ষণ হইবে হনূ কহিছে তৎপর॥ অতিবেগে বায়ু বহে কি করি উপায়। পবনের গতি রোধ হইবে নিশ্চয়॥ যে হেতু তোমার বশ আছে দেবগণ। সমস্তা হইবে বায়ু শুনহে রাজন। হনূর এরূপ বাক্যে রাজার হৃদয়। জলন্ত অনলে যেন দগ্ধ হৈয়া যায়॥ যে রূপ দাহন হয় রাবণের মন। সেই রূপ লঙ্কাপুরী হৈতেছে দহন॥ ৩২২॥

অত্রাবসরে জনানাং বিতর্কঃ।

অর্থাৎ উভয়ের বাক্যাবসানে রাক্ষস গণে তর্কণা করিতেছেন। যথা।

অব্ধি কিং বড়বানলেনতরণে বিম্বেন কিম্বাবিয়ন্মেঘঃ কিং চপলাঞ্চলেন শশিভৃৎ কিং ভাল নেত্রেণবা। কালঃ কিং ক্ষয়বহ্নিনেন্দ্র ধনুষা ধারাধরঃ কিং মহান্, মেরুঃ কিং ধ্রুবমণ্ডলেন স কপিঃ পুচ্ছেন থেরাজতে। ৩২৩।

বাড়বানলেতে সিন্ধু শোভে কি এখন। ভানুর মণ্ডলে কিম্বা বিরাজে গগন॥ নেত্রশিখা লয়ে শিব শোভে কি আপনি। নতুবা বিরাজে বুঝি মেঘে সৌদামিনী॥ কিম্বা কাল ক্ষয়ানলে শোভে শূন্যোপরে। ইন্দ্রের ধনুকে কিম্বা শোভে ধারাধরে॥ মেরু বুঝি দীপ্তি পায় ধ্রুববিম্বস্থলে। এইরূপে বিরাজে কপি গগন মণ্ডলে॥ ৩২৩॥

হনুমান। অর্থাৎ হনুমান কহিতেছে যথা।

রামাগ্রে নচলক্ষ্মণস্য পুরতোঃ কৃত্বা শটৈরাবণং, সীতা নিস্ত্রপ বেপমান হৃদয়া চৌর্যেণ নীতা ত্বয়া। প্রত্যক্ষং ত্বদুর্মতে বরগৃহৈঃ পূর্ণ জনৈরাবৃতা, স্বর্ণ স্ফাটিক রত্ন মৌক্তিকময়ী লঙ্কা ময়া দহ্যতে ॥ ৩২৩ ॥

রাম লক্ষ্মণের অগ্রে যুদ্ধ নাহি করে। নিঃলজ্জ আনিলি সীতা চৌর্য্যবৃত্তি ধরে ॥ উত্তম আলয় পূর্ণ জনাবৃত পুরী। স্বর্ণ মুক্তা ময়ী লঙ্কা রত্ন সারি সারি ॥ হেন লঙ্কা ছিল হেথা দুর্মতি রাজন। তোমার প্রত্যক্ষ আমি করিনু দাহন ॥ ৩২৪ ॥

উল্কামুখানাং ভয়বিহ্বলানাং, জল জলংব্যাহৃতাং মুখেভ্যঃ। নির্গত বহ্নির্দ্বিগুণ প্রভাবো, দদাহ লঙ্কা মনিবারিতার্চ্চিঃ ॥ ৩২৫ ॥

উলকামুখ নামে রক্ষ আছিল বিস্তর। জল জল এই বাক্য কহে নিরন্তর ॥ কহিতে কহিতে মুখে উঠিল অনল। তাহাতে হইল বহ্নি দ্বিগুণ প্রবল ॥ কোন ক্রমে তার শিখা নহে নিবারণ। সেই বহ্নি লঙ্কাপুরী করিল দাহন ॥ ৩২৫ ॥

রাবণঃ। অর্থাৎ রাবণ কহিতেছেন। যথা।

শীঘ্রং রক্ষত বাজিবারণ গৃহং শয্যাগৃহং স্ত্রী গৃহং, রত্না গারধনালয়ং বলবতা বাতেন দীপ্তোহনলঃ। ধূমব্যা কুল নেত্র বক্ত্রযুবতী বক্ষঃস্থলে তাড়নাৎ ক্রন্দদ্বালক বৃদ্ধ ভীত বনিতা হাহারবঃ শ্রূয়তে ॥ ৩২৬ ॥

হস্তী অশ্ব গৃহ শীঘ্র করহে রক্ষণ। শয্যালয় নারীগৃহ রত্নের ভবন ॥ ধনাদি আগার আর আলয় সকল। প্রবল বায়ুতে হৈল জ্বলন্ত অনল ॥ ধূমেতে ব্যাকুল নেত্র বক্ত্র যুবতীর। বক্ষঃস্থল তাড়নেতে না হয় সুস্থির ॥ তাহাতে ক্রন্দন করে শিশু বৃদ্ধগণ

রমণীর হাহারব হৈতেছে শ্রবণ ॥ ৩২৬ ॥

শ্রীলঙ্কামবলোক্য ঘোর দহনৈঃ সংদহ্যমানাং ভৃশং,
প্রোবাচেতি বচাংসি সর্ব্ব বদনৈস্তোয়ার্থি লঙ্কেশ্বরঃ।
অগ্রে নীরধি রম্বুধি র্জলনিধিঃ পাথোনিধিঃ সন্ত্রমা,
দম্ভোধির্জলধিঃ পয়োধি রুদধির্বারাং নিধির্বারিধিঃ ॥ ৩২৭ ॥

রত্ন মুক্তাময়ী ছিল কনকনগরী। অতিঘোর দহনেতে দহে সেই পুরী ॥ দহনে দহিছে লঙ্কা দেখে লঙ্কেশ্বর। দশমুখে এই বাক্য কহে নিরন্তর ॥ অগ্রেতে নিরধি নিধি অম্বুধি সাগর। সম্ভ্রমে জলধি সিন্ধু উদধি অপর ॥ পয়োধি বারিধি নিধি রাজা দশানন। পরস্পর এই বাক্য করে উচ্চারণ ॥ ৩২৭ ॥

নিকুম্ভ কুম্ভোদর কুম্ভকর্ণ, কুম্ভৈরলঙ্কেবল নামধেয়ৈঃ।
মন্দোদরী মন্দির পাবকোগ্রং পানীয় মানীয় নকৈর্ব্বিনীতঃ ॥ ৩২৮ ॥

কুম্ভোদর কুম্ভকর্ণ নিকুম্ভাদি যার। কুম্ভযুক্তা আছে বৃথা নাম মাত্র সার ॥ সলিল আনিতে কেহ নহে বিচক্ষণ। মন্দোদরী গৃহানল নহে নিবারণ ॥ ৩২৮ ॥

তথাশোকবনে বায়ুপুত্রঃ সীতান্তিকে হ্যব্রবীৎ। লঙ্কা দগ্ধা ময়া দেবি বিদায়ো দীয়তামিতি ॥ ৩২৯ ॥

তদনন্তর হনূমান অশোকের বনে। এই বাক্য গিয়া কন জানকীর স্থানে ॥ লঙ্কাপুরী দগ্ধ দেবী করিনু আপনি। এক্ষণে বিদায় দেও জনক নন্দিনি ॥ ৩২৯ ॥

সীতা ধূমশিখাশত্রোঃ কালব্যাল বধূরিব। উরস্থচ শিরোরত্নং বিজ্ঞানং স্বামিনে দদৌ ॥ ৩৩০ ॥

শত্রুগণ ধূমশিখা জনকের সুতা। কালব্যাল বধূতুল্যা হৈয়াছেন

ভগী।। শিরোরত্নে হইবেক বিশেষ বিজ্ঞান। সেই হেতু করি লেন স্বামিকে প্রদান ।। ৩৩০ ।।

মনঃশিলাস্তিলকং তথা মে গণ্ডস্থলে পাণিতলেচ ঘৃষ্টং। স্মরেতি বিজ্ঞান মথোতৃতীয়কং, জীবাম্যহং রাঘব মাসমেকং ।। ৩৩১ ।।

মনঃশিলা লৈয়া রাম মম গণ্ডস্থলে। তিলক লিখিলা আর মম পাণিতলে। এই কথা শ্রীরামের আছে কি স্মরণ। জিজ্ঞাসা করিহ তুমি পবন নন্দন।। আর একমাস আমি রাখিব জীবন নাথে নিকটে তুমি করো নিবেদন ।। ৩৩১ ।।

দগ্ধালঙ্কাং যশাঙ্কং জনকনৃপসুতাং তোং সমাশ্বাস্যভূয়ো, বায়োঃসূনুস্তরস্বী পুনরপি মিলিতো জাম্ববদ্যুথপৈঃ। তেভ্যঃসর্বং নিবেদ্য প্রমুদিত হৃদয়ৈ স্তৈঃ সমং সংনিবৃত্তঃ, সুগ্রীবঃ প্রেমপাত্রং মধুবনমথ সংসৃজ্য ভোগং স চক্রে।। ৩৩২ ।।

শঙ্কা শূন্য হৈয়া লঙ্কা করিয়া দাহন। পুনরায় কৈল হনূ সীতা সম্ভাষণ ।। লঙ্ঘিয়া সাগর পরে আনন্দ হৃদয়। মিলিল কটক দলে পবন তনয় ।। সকলে সকল কথা করি নিবেদন। তাদের সহিত হনূ হৈল নিবর্ত্তন ।। সুগ্রীবের প্রেমপাত্র ছিল মধুবন। ভোগহেতু হনূ তাহে করিল গমন ।। ৩৩২ ।।

তৈপিবদ্ভির্বভিত্তা মধূচয়ং বারিতো বিনিহতো মহাবলৈঃ। রক্ষকো দধিমুখোহবধারিতঃ সঞ্চরঙ্গপতি সন্নিধিংযযৌ। ৩৩৩

মধুবন রক্ষাহেতু দধিমুখ ছিল। মধুপানে মত্ত সবে তারে নিবারিল।। বিনিহত হৈয়া পরে রক্ষক সুজন। সুগ্রীবের সন্নিধানে করিল গমন ।। ৩৩৩ ।।

ততঃ প্রবিশন্তি দধিমুখঃ। জয়তি জয়তি দেবঃসুগ্রীবং প্রণম্য।

বিন্ধ্যং ভূমিধরং তদন্তর বনং তদ্ভোক্তু মিচ্ছারুচিং,
তত্রাধিষ্ঠিত দেবতা পরিকর তৎপ্রীতি দত্তং ফলং।
বৈদেহী মভিতো বিচিন্ত্য হরয়ঃ সুগ্রীব সংপ্রেষণা,
দারোহন্তি বিশন্তিয়ান্তি দধতি ধ্যায়ন্তি খাদন্তিচ। ৩১৩।

সুগ্রীবের আজ্ঞাহেতু সব কপিগণ। জানকী চিন্তিয়া কৈল বিন্ধ্য আরোহণ॥ বিন্ধ্যাচল গিরিমধ্যে রমণীয় বন। তাহাতে প্রবেশ কৈল কটকের গণ॥ বনভঙ্গ ইচ্ছা করি বানর সকল। তাহাতে হইলরুচি তাদের প্রবল॥ অচলে আছিল কোন দেব অধিষ্ঠান ভক্তিভাবে কপিগণে করিলেক ধ্যান॥ দেবদত্ত ফল তথা পেয়ে হরিগণ। আনন্দ হৃদয়ে সবে করিল ভোজন॥ ৩৩৪॥

হনূমদাগমন মজানন্ সুগ্রীবং প্রতি রামঃ।

অর্থাৎ হনুমানের আগমন না জানিয়া রামচন্দ্র

সুগ্রীবের প্রতি কহিতেছেন। যথা।

মাসমেকং গতোলঙ্কাং হনূমান্নিবর্ত্ততে। চিরং দূতেষু
কল্যাণং যদি বন্ধো ন তিষ্ঠতি॥ ৩৩৫॥

একমাস হৈল হনূ গেছে লঙ্কাপুরে। অদ্যাপি হেথায় হনূ না আইল ফিরে॥ চিরকাল হয় বটে দূতের কল্যাণ। যদি বন্ধ নাহি থাকে তথা হনূমান॥ ৩৩৫॥

অপিচ। অর্থাৎ আর বলি।

হে সুগ্রীব হনূমতঃ কথমহো বার্ত্তাপি নাসাদ্যতে, দুর্গ
মো জলধিঃ পুরীচ বিষমা তস্মাদিদং কল্যতে। দুষ্টৈ
র্ধর্ম্মিপরাঙ্মুখৈ র্দশমুখৈঃ সার্দ্ধং কিলালাপতো, যাতো
বা নহি বা স বায়ুতনয়ঃ কালানুরূপক্রিয়ঃ॥ ৩৩৬॥

শুন ওহে কপিবর সুগ্রীব রাজন। যদ্যাপি হনূর বার্ত্তা না হৈল শ্রবণ॥ দুর্গম জলধি অতি বিষমা সে পুরী। সেই হেতু এই শঙ্কা মনে আমি করি॥ ধর্ম্মপরাঙমুখ সেই দুষ্ট দশানন। তাহার সহিত হৈয়া হনূর আলাপন॥ কথায় কথায় ক্রোধে বুঝি হনুমান। প্রমাদ করেছে তথা হয় অনুমান॥ ৩৩৬॥

অথ দধিমুখাদ্ধনূমদাগমনং শ্রুত্বা শ্রীরামং প্রতি সুগ্রীবঃ।

অর্থাৎ দধিমুখ হইতে হনূমানের আগমন শ্রবণ করিয়া

শ্রীরামের প্রতি সুগ্রীব কহিতেছেন। যথা।

অস্যাস্মাকং মধুবনমিহ ক্ষ্মাভুজামেকভোগ্যাং ভংক্ত্বা ভুংক্তে পবনতনয় শ্চেদসৌ লব্ধকার্য্যঃ। সত্যং প্রত্যাগত ইব তয়োরিত্থ মালাপভাজো, স্তত্রায়াতঃ স্মিত কিলকিলোন্বিত হর্ষো হনুমান॥ ৩৩৭॥

আমাদের মধুবন আছিল হেথায়। নৃপতির ভোগ্য তাহা কহিনু তোমায়॥ ভাঙ্গিয়া ভুঞ্জয়ে তাহা পবনতনয়। লব্ধকার্য্য হৈল হনূ তবে বোধ হয়॥ সত্য বটে কপিবর হনূর আগমন। এইরূপ পরস্পর হয় আলাপন॥ ইতোমধ্যে তথা হনূ দিল দরশন। ঈষদ হসিত মুখ পবননন্দন॥ ৩৩৭॥

ততো মরুচ্চুম্বিত চারুশেখরঃ প্রসন্নতারাধিপ মণ্ডলাগ্রণীঃ। বিমুক্ত রামান্তর দৃষ্টিবীক্ষিতো, বসন্তকালো হনুমানিবাগতঃ॥ ৩৩৮॥

পবনে চুম্বিল তার সকল শরীর। সুগ্রীবের সেনামধ্যে অগ্রগণ্য বীর॥ বিরহি রামেরে হনূ দিয়া দরশন। বসন্তকালের সম হৈল আগমন॥ ৩৩৮॥

রাম হনূমতো রুক্তি প্রত্যুক্তী।

অর্থাৎ অনন্তর রাম হনূমানে কথোপকথন। যথা।

হংহোমারুতনন্দনাদিশহিতো দৃষ্টাত্বয়া জানকী,
দৃষ্টা জীবতি জীবতি প্রিয়তমা মাং শোচতে শোচতে।
মদ্বিচ্ছেদ কৃশাকৃশা বদতিকিং ত্বারাম হালক্ষ্মণ,
ত্বোবঃতৎপ্রতিক্তং কিমস্তিসুন্দরা মস্ত্যৈয় চূড়ামনিঃ।

হায় হায় কোথা তুমি পবননন্দন। কি আজ্ঞা করহে প্রভু কমললোচন॥ জানকী দেখছো তুমি পবন তনয়। দেখেছি নয়নে সীতা শুন দয়াময়॥ জীবিত আছেন কি না প্রিয়সী আমার। অদ্যাপি আছেন বেঁচে রমণী তোমার॥ চিন্তিয়া আমাকে প্রিয়া করেন বিলাপ। তব শোকে মগ্ন হৈয়া কত পান তাপ॥ কৃশ হৈয়াছেন বুঝি বিচ্ছেদে আমার। অতিশয় তনু কৃশহৈয়াছে সীতার॥ কি কহেন বিদেহ সুতা পবননন্দন। হায় রাম রঘুনাথ কোথারে লক্ষ্মণ॥ তাহারপ্রহিত কিছু আছে হনূমান। এই চূড়ামণি প্রভু দেখ বিদ্যমান॥ ৩৯

ইতি প্রথমাভিজ্ঞানং চূড়ামনি মর্পয়তি।

ততশ্চূড়ামনি মাসাদ্য শ্রীরামচেষ্টা।

কণ্ঠেসংতনুতে চিথমুরঃ পীঠে নিবেশ্য প্রিয়া, স্পর্শো
ল্লাসভরং সমাকলয়তি প্রেম্নচিরং পৃচ্ছতি। স্বামিন্যাঃ
কুশলং ভবেতি পুরতঃ পর্যাশ্রুণ। সংপুলকং, নিয়ন্দ
ক্ষণ বীক্ষাং প্রকুরুতে চূড়ামণিং রাঘবঃ॥ ৪০॥

চূড়ামণি লৈয়া সেই রামরঘুবর। কণ্ঠদেশে করিলেন তাহাকে তৎপর॥ বক্ষঃস্থলে লয়ে মণি কমললোচন। প্রেমেতে আকুল হৈয়া জিজ্ঞাসে বচন॥ কহমণি মমসনে তোমার মঙ্গল

আর কহ চূড়ামনি সীতার কুশল। নেত্রজলে অভিষিক্ত করি সেই মনি। নিস্পন্দ নয়নে তারে দেখেন আপনি।৩৪০॥

পুনঃ তক্তোহনূমান। অর্থাৎ হনূমান কহিতেছেন।

যথা। মনঃশিলায়া স্তিলকং স্মরগণ্ডস্থলে মম।
সংঘৃষ্ট জানকীবক্ষঃস্পর্শাৎ কাণীকৃতঃ খগঃ॥৩০১॥

মনঃশিলা লৈয়া কৈলে তিলক লিখন। জানকীর গণ্ডস্থল আছে কি স্মরণ॥ বিদীর্ণ করিল কাকে সীতার হৃদয়। করিলে তাহাকে কাণ মনে তব হয়॥৩৪২॥

ইত্যভিজ্ঞানদ্বয়ং দর্শয়ন্তি। তত আলিঙ্গিতু মুপক্রান্তং শ্রীরামং প্রতি হনূমান।

পীতোনাম্বুনিধি র্নরাবণপুরী নিঃশেষ চূর্ণীকৃতা, নানিতানি শিরাংসি রাক্ষসপতে র্নানারি সীতাময়া।
আশ্লেষার্পণ পারিতোষিক মহং নার্হামি বার্ত্তাহরঃ,
সংজল্পত্যনিলাত্মজে চলপতি ব্রীড়ানতো রাঘবঃ॥৩০৩॥

না করিতে পারিলেম অম্বুনিধি পান। নিঃশেষ করিয়া লঙ্কা নহে চূর্ণমান॥ না আনিতে পারিলেম রাবণের মাথা। হেথায় আনিতে আমি না পারিনু সীতা॥ এই হেতু আলিঙ্গন যোগ্য আমি নয়। এরূপ জল্পনা করে পবনতনয়॥ লজ্জায় হইয়া নত প্রভু রঘুবর। কহিলেন এই কথা তারে তদন্তর॥৩৪৩॥

ত্বৎপ্রতাপানলেনৈব নাথ শ্রীরঘুনন্দন। দগ্ধাপুরৈব লঙ্কেয়ং পশ্চাদ্বহ্নির্ময়ার্পিতঃ॥৩০৪॥

তোমার প্রতাপানলে শ্রীরঘুনন্দন। পূর্ব্বে সেই লঙ্কাপুরী আছিল দাহন॥ উপলক্ষ হৈয়া আমি পবননন্দন। পশ্চাৎ তাহাতে বহ্নি করিনু অর্পণ॥৩৪৪॥

অহোকিং ন বিহিতং ভবতা যদয়ং লঙ্ঘিতঃ সমুদ্র।
ইত্যুক্তে হনূমান্।

দেবত্বৎ প্রবল প্রতাপ তপনৈ রম্ভোনিধিঃ শোষিত
স্তেনেত্থং স্থলবর্ত্ম নৈব গতবান্ লঙ্কা মলঙ্কামহং।
রক্ষোনায়ক নাগরি নয়নজলৈব নীরৈস্তথা পূরিত, শ্চেৎ
সার্দ্ধোজলধিস্তদা মম কৃতাস্ফালেন কিম্বা ফলং॥ ৩৪৫॥

প্রবল প্রতাপে তব সমুদ্র শুকায়। তাহাতে হে রঘুনাথ স্থল বর্ত্ম হয়॥ সেই পথ দিয়া আমি পবননন্দন। লঙ্কাপুরে পরে প্রভু করিনু গমন॥ রাত্রিচর রমণীর নয়নের জলে। পশ্চাৎ পুরিল সিন্ধু কহি তব স্থলে॥ তবে মম আস্ফালনে কিবা হবে ফল। তব সন্নিধানে প্রভু কহিনু সকল॥ ৩৪৫॥

অথোপবিশ্য রাম হনূমন্তোরুক্তি প্রত্যুক্তী।

ক্কাস্তে সীতা বসতি বিপিনে দেব লঙ্কেশগুপ্তে, কীদৃক্
পন্থা জলধি পিহিত স্তীর্যতে দৈবযোগাৎ। ইত্যা
খ্যাতে পবনতনয়ে ব্রীড়বিভ্রান্ত নেত্রো, হর্ষব্রীড়াসভয়
চকিতো বিহ্বলো রামচন্দ্রঃ॥ ৩৪৬॥

কোথায় আছেন হনূ মম সীতাসতী। রাবণের গুপ্তবনে করেন বসতি॥ কেমন কি রূপ পথ পবননন্দন। জলধি পিহিত পন্থা করি নিবেদন॥ কি রূপে তরিলে তুমি বায়ুরতনয়। দৈবযোগে তরি তাহা প্রভু দয়াময়॥ হনূ যদি এই কথা কহিল পশ্চাৎ ব্রীড়ায় বিভ্রম নেত্র কৈল রঘুনাথ॥ লজ্জা হর্ষ ভয়যুক্ত শ্রীরঘু-নন্দন। বিহ্বল হইল পরে কমললোচন॥ ৩৪৬॥

ততঃপ্রাপ্ত চেতনেন রামেন কাদৃশীসীতেতি প্রত্যয়ার্থং
পুনঃপৃষ্টো হনূমান।

ইন্দুর্লিপ্তইবাঞ্জনেনদলিতা দৃষ্টির্মৃগীনাংতথা, পাদ্যগ্রে নবমেরু বিক্রম দলং শ্যামেব হেমপ্রভা। পারুষ্যং কলএব কোকিল বধূ কণ্ঠেম্বিবপ্রস্তুতং, সীতায়াঃ পুরতোঽপহস্তঃ শিখিনাং বর্হাঃ স গর্হাইব ॥ ৩৪৭ ॥

জানকীর অগ্রে ইন্দু অঞ্জনের লেখা। হরিণীর দৃষ্টি যেন নেত্রে থাকে ঢাকা॥ নূতন পল্লব সম করাগ্রের শোভা। শ্যামবর্ণা কিন্তু সীতা হেমতুল্য আভা॥ শুনিয়া সীতার স্বর হয় অনুভব লজ্জিত তাহাতে যেন কোকিলের রব॥ শিখিপুচ্ছ তুচ্ছ হয় জানকী চিকুর। নিবেদন কৈল হনূ রামের গোচরে॥ ৩৪৭ ॥

ইদানীং কীদৃশবস্থেতি বিজ্ঞাপনার্থং।

কার্শ্যঞ্চেৎপ্রতিপৎকলাহিমনিধেঃ স্থূলাঽথচেৎপাণ্ডুনা, নীলাচৈব মৃণালিকা নয়নয়োর্বাম্পঃকিয়ান্ বারিধিঃ। সন্তাপো যদি শীতলো হুতবহ স্তস্যাঃ কিয়দ্বর্ণ্যতে, রামত্বৎস্মৃতিমাত্রমেব হৃদয়ং লাবণ্য শেষং বপুঃ॥ ৩৪৮॥

জানকীর তনুকৃশ দেখিলে কেমন। হনূকহে প্রতিপদে সুধাংশু যেমন॥ পলিত তাহার তনু কি রূপ এখন। স্থূল নহে রঘুনাথ পাণ্ডুরবরণ॥ নীলবর্ণ হৈয়াছেন প্রিয়া কি আমার। মৃণালের সম রূপ দেখিনু সীতার॥ কিরূপ নয়নে জল কহ হনূমান্ দেখিনু লোচনে ধারা বারিধি সমান॥ সীতার সন্তাপ হনূ কিরূপ এখন। অনলে সলিল দিলে হয় হে যেমন॥ জানকী বর্ণনা আর কি করিব রাম। তোমার স্মরণ তার হৃদয়ে বিশ্রাম। লাবণ্য বিভিন্ন বপু হৈয়াছে সীতার। এই নিবেদন প্রভু চরণে তোমার॥ ৩৪৮ ॥

অপিচ অর্থাৎ আর বলি।

স্বভাবাদেবতন্বঙ্গী ত্বদ্বিয়োগাদ্বিশেষতঃ।

প্রতিপৎ পাঠশীলস্য বিদ্যেব তনুতাং গতা ॥ ৩৪৯ ॥

স্বভাবতঃ তনুকৃশ আছয়ে সীতার। বিশেষতো জন্মিয়াছে বিচ্ছেদ তোমার ॥ প্রতিপদে পাঠে বিদ্যা তনুতা যেমন। জানকীর তনুক্ষীণ হৈয়াছে তেমন ॥ ৩৪৯ ॥

কথং সমুদ্র উত্তীর্ণ ইতি প্রশ্নে।

শাখামৃগস্য শাখায়াঃ শাখাং গন্তুং পরাক্রমঃ।

যন্ময়া লঙ্ঘিতাংস্তোধিঃ প্রভাবোহয়ং তব প্রভো ॥ ৩৫০ ॥

অপিচ অর্থাৎ আর বলি।

রামনাম তব জাতু জপন্তঃ পামরা অপি তরন্তি ভবাব্ধিং।

অঙ্গসঙ্গিতবরঙ্গুলমুদ্রঃ কিং বিচিত্রমতরৎকপিরব্ধিং। ৩৫১

পামরে জপিয়া প্রভু তব রামনাম। ভবাব্ধি তরণ হয় শুন গুণধাম ॥ তব অঙ্গসঙ্গি মুদ্রা লৈয়া হনুমান। সিন্ধুপার হৈল নহে বিচিত্র বিধান ॥ ৩৫১ ॥

রামঃ। অর্থাৎ রঘুনাথ কহিতেছেন।

চতুরস্র পুরীলঙ্কা সপ্তপ্রাকার বেষ্টিতা।

রথিনাঞ্চ চতুর্লক্ষৈর্রথানাঞ্চ ত্রিকোটিভিঃ ॥ ৩৫২ ॥

চতুরস্র পুরীলঙ্কা প্রাচীরসপ্তম। তাহাতে আছয়ে লঙ্কা চৌদিগে বেষ্টন ॥ চতুর্লক্ষ রথী তাতে শুন কপিবর। তিন কোটি রথ আছে লঙ্কার ভিতর ॥ ৩৫২ ॥

ত্রিকোট্যাচৈবশালায়া নবকোটি পুরালয়া।

কথং পুরী ত্বয়া দগ্ধা বিদ্যমানে দশাননে ॥ ৩৫৩ ॥

তিনকোটি গৃহপূর্ণ সেই লঙ্কাপুরী। নবকোটি পুরালয়া কনক

নগরী। বিদ্যমান আছে সেই লঙ্কেশ রাবণ। কিরূপে করিলে তুমি সে পুরী দাহন। ৩৫৩ ॥

ত্রিদশৈশ্বরপিদুর্দ্ধর্ষা লঙ্কানাম মহাপুরী।

কথং বীর ত্বয়া দগ্ধা বিদ্যমানে দশাননে। ৩৫৪ ॥

দেবগণে দুঃখ করে সে পুরী ধর্ষণ। লঙ্কানামে মহাপুরী ত্রিলোকে কথন ॥ অদ্যাপি আছয়ে বেঁচে দুষ্ট লঙ্কেশ্বর। কিরূপে সে পুরী দগ্ধ কৈলে কপিবর ॥ ৩৫৫ ॥

নিশ্বাসেনৈব সীতায়া রাজন্ কোপানলেন তে।

দগ্ধাপুরেব লঙ্কেয়ং নিমিত্ত মভবং ত্বহং ॥ ৩৫৬ ॥

জানকীর নিশ্বাসেতে কনকনগরী। আর তব কোপানলে সেই লঙ্কাপুরী ॥ দগ্ধ হৈয়াছিল পূর্ব্বে শুন দয়াময়। নিমিত্তের ভাগী মাত্র হৈনু আমি তায় ॥ ৩৫৬ ॥

রাবণ জয়েভবতঃ কীদৃগ্ব্যবসায় ইতি প্রশ্নে। রক্ষস্তনু-কন্দরং বহুভুজং বহ্বাননং দীপ্তিম দ্দংষ্ট্রারৌদ্রমহং বিলোক্য সহসাদধে মনোহিংসিতুং। দেবত্বৎ কৃপয়া বিজ্ঞাস্তভাধিয়া কিং ভবেৎ দুষ্করং, ভর্ত্তুঃকর্ম্ম ভটস্য নোচিত মিতি ত্যক্তো ময়া রাবণঃ ॥ ৩৫৭ ॥

বহ্বানন বহু ভুজ সেই লঙ্কেশ্বর। দীপ্তমান দন্ত তার আছয়ে বিস্তর ॥ তাহাকে দেখিয়া আমি কমললোচন। হিংসাহেতু মম মন করিনু ধারণ ॥ তোমার কৃপায় যার জয়যুক্ত মতি। তাহার দুষ্কর কিছু নাহি রঘুপতি ॥ ভর্ত্তার বিহিতকর্ম্ম ভটযোগ্য নয়। এই হেতু লঙ্কানাথে ত্যজিনু নিশ্চয় ॥ ৩৫৭ ॥

একেনৈবোপকারেণ প্রাণান্দাস্যাম্যহং কপে।

অন্যোন্যৈবোপকারেণ শেষেণ ঋণিনোবয়ং। ৩৫৮ ॥

শুন ওহে কোপিবর পবন সন্তান। তব এক উপকারে দিব প্রাণ দান॥ অন্য শেষ উপকারে মোরা দুই ভাই। ঋণী হৈয়া রব হনূ কহি তব ঠাঁই॥ ৩৫৪॥

হনূমান অর্থাৎ হনূমান কহিতেছেন॥ যথা॥

মদ্বিধা বহবো ভৃত্যা স্তব তিষ্ঠন্তি রাঘব।
ত্বদ্বিধো গুণসম্পন্নঃ স্বামী নৈবচ লভ্যতে॥ ৩৫৫॥

মম সম বহু ভৃত্য কমললোচন। তোমার নিকটে প্রভু আছে কত জন॥ তব তুল্য গুণনিধি স্বামি দয়াময়। ত্রিভুবনে কোন স্থানে লাভ নাহি হয়॥ ৩৫৫॥

অথ প্রয়াণং। অর্থাৎ রাবণ নিধনে রঘুনাথের গমন।

অথ বিজয়দশম্যা মাশ্বিনে শুক্লপক্ষে, দশমুখ নিধনায় প্রস্থিতো রামচন্দ্রঃ। দ্বিবিধগয়সহায়ৈর্মুখনাথৈস্তথান্যৈঃ কপিভিরপরিমাণৈর্ব্যাপ্তদিক চক্রবালঃ॥ ৩৫৬॥

আশ্বিনের শুক্লপক্ষে বিজয়ার দিনে। প্রস্থান করিলা রামরাবণ নিধনে॥ সহায় দ্বিবিধ গয়দ্বিরদ প্রবল। অগণেয় কপিগণে ব্যাপ্ত দিঙমণ্ডল॥ ৩৫৬॥

উৎফালৈঃস্থগয়ন্নভঃ কিলকিলা শব্দৈর্দিশোনাদয়ন, ভঞ্জন পর্ব্বত কাননানি ধরণী মূর্দ্ধ্নয়ন সর্ব্বতঃ প্রস্থানে রঘুনন্দনস্য স তদা সুগ্রীব সংপালিতো, লঙ্কাসংমুখ মুচ্চচাল সহসা হৃষ্টঃ কপীনাংচয়ঃ॥ ৩৫৭॥

আহ্লাদে আকাশ ব্যাপ্ত করি কপিচয়। কিলকিলা শব্দে দিক পরিপূর্ণ হয়॥ অদ্রিস্থ অরণ্য ভাঙ্গি বানরেরগণ। মেদিনী মাথায় করি কৈল উত্তোলন॥ সুগ্রীব পালন সেই সব কপিবল। সহসা লঙ্কার মুখে চলিল সকল॥ ৩৫৭॥

ক্ষৌণীমজ্জতি ভূধরো বিচলতি ক্ষোভং প্রয়াত্যম্বুধিঃ,
কূর্ম্মঃকুঞ্চতি সংকুচত্যহিপতির্দেবাধিপস্ত্রস্যতি। হেলা-
নির্জ্জিত বৈরিণস্তরলিতা রামেপ্রয়াণোদ্যতে, সন্তুংস্বেন
বিভীষণোপি সভয়ঃ স্থানান্তরং বাঞ্ছতি ॥ ৩৫৮ ॥

হইল মেদিনী মগ্ন চলিল অচল। ক্ষোভপায় পারাবারে কূর্ম্ম টলমল ॥ সর্পরাজ সঙ্কুচিত হয় তদন্তর। ত্রাসযুক্ত হৈলপরে দেব পুরন্দর ॥ অবহেলে যেই জন করে ঐরি জয়। এরূপ দেখিয়া সেই তরলিত হয়। গমনে উদ্যত হৈলে রামং রঘুবর। বিভীষণ ভয় পায়ে বাঞ্ছে স্থানান্তর ॥ ৩৫৮ ॥

অত্র সমুদ্র কণ্ঠীরাবস্থিতো রামং স্বগতং।

পারে সিন্ধুপুরী পুরীপরিসরে প্রাচীর মভুং লিহ,সিংহ
দ্বেষিংলং রিপুঞ্জয়বলাস্তে কুম্ভকর্ণাদয়ঃ। শাক্তীকঃ
সরিপুস্তনন্ধয়ইব ভ্রাতা সখা বানরো, মত্বৈবং রঘুবংশ
কেশরি নবা কোদণ্ড মুদ্বীক্ষ্যতে ॥ ৩৫৯ ॥

সিন্ধুপারে লঙ্কাপুরী প্রান্তেতে প্রাচীর। সিংহদ্বেষি সৈন্য তাহে আর কত বীর ॥ রিপুঞ্জয় বল ধরে কত কত জন। কুম্ভকর্ণ আদি করি বীর বিভীষণ ॥ শক্তিধারি মম রিপু রাজা দশানন। তনয় তুল্য শিশু অনুজ লক্ষ্মণ ॥ তাহে সখা হৈলকপি জানিয়া সুমতি। ধনুক দেখিয়া কন প্রভু রঘুপতি ॥ সহায় নাহিক আর দেখিতেছি আমি ॥ সম্প্রতি ধনুক মম যাহা কর তুমি।

ততোহনূমান। অনন্তর হনূমান কহিতেছেন। যথা।

দেবজ্ঞাপয় কিং করোমি সহসা লঙ্কামিহৈবানয়ে জম্বু,
দ্বীপমিতোনয়ে কিমথবা বারাংনিধিং শোষয়ে। হেলো
ত্তোলিত বিন্ধ্যামন্দরগিরিস্বর্ণত্রিকূটাচল, ক্ষেপক্ষো

ভিতবর্দ্ধমান সলিলং বধ্নামি বারাংনিধিং॥ ৩৬০॥

কি করিব দয়াময় আজ্ঞা দেও তুমি। সহসা হেথায় লঙ্কা আনিব কি আমি॥ জম্বুদ্বীপ কিম্বা হেতা আনিব এখন। অথবা কি সিন্ধু আনি করিব শোষণ॥ হেলায় তুলিয়া বিন্ধ্যপর্ব্বত মন্দর। সুমেরু ত্রিকূটাচলে বান্ধিব সাগর॥ ৩৬০॥

সমুদ্রোত্তরতীরে লঙ্কা বৃত্তান্তঃ।

লঙ্কাস্থানতি বৃদ্ধতাপ সভটা নানীয়প্রশ্নঃকৃতে, লঙ্কেশেন বিলোক্য বীয়নগরীং লঙ্কাংসশঙ্কামিব। ধ্যান জ্ঞান পরায়ণা মুনিগণা দৈবং কিমত্রশ্রুতং, যেষাংযদ্ধদয়ে স্ফুরত্যপি বচস্তে নৈব তৎকাথ্যতে॥ ৩৬১॥

শঙ্কাযুক্ত লঙ্কাপুরী দেখিয়া রাবণ। প্রাচীন প্রসিদ্ধসৈন্যকৈল আনয়ন॥ তদন্তে জিজ্ঞাসে রাজা সকলের স্থানে। ধ্যান জ্ঞান পরায়ণ সেই মুনিগণে॥ কি দৈব শুনেছ সবে পরিচয় দেও। যাহার হৃদয়ে যাহা তাহা মোরে কও॥ ৩৬১॥

রাবণস্যমাত্তা নিকষয়া ব্যসনাদ্রাবণো নিবার্য্যতামি ত্যুক্তোবিভীষণঃ। লঙ্কানাথ পদং পাণিপত্যাহ।রাজন সেয়ং রাক্ষস কালরাত্রিঃ সীতা পরিত্যজতাং। যস্য বানর মাত্রেণ পুরীয়ং ব্যাকুলীকৃতা। কস্তেন সহ যুদ্ধেত বুদ্ধিমান রাক্ষসেশ্বরঃ॥ ৩৬২॥

দূত মাত্র আসেছিল যার এক হরি। ব্যাকুলা করিল তব এই লঙ্কাপুরী॥ বুদ্ধিমান হও তুমি রাক্ষস রাজন। তাহার সহিত যুদ্ধ করে কোন জন॥ ৩৬২॥

অপিচ। ত্যজপ্রকোপং কুলকীর্ত্তিনাশনং,ভজস্বরামং

কুলকীর্ত্তি বর্দ্ধনং। অলং বিবাদেন সমোবিধীয়তাং, প্রদীয়তাং দাশরথায় মৈথিলী ॥২৬৩॥

কোপত্যজ মহারাজ করি নিবেদন। কুলকীর্ত্তি লোপ করে কোপেতে রাজন ॥ ভজনা করহ রামে কহিনু তোমায়। কুলকীর্ত্তি বৃদ্ধি করে প্রভু দয়াময় ॥ ৩৬৩ ॥

লঙ্কাদগ্ধা বনং ভগ্নং লঙ্ঘিতশ্চ মহোদধিঃ।
যৎকৃতংযামদূতেন স রাম কিং করিষ্যতি ॥ ৩৬৪ ॥

লঙ্কাদগ্ধ কৈল আর ভাঙ্গিলেক বন। মহৎ উদধি হনূ করেছে লঙ্ঘন ॥ যে কর্ম্ম করেছে আসি শ্রীরামের দূতে। কি করিবে সেই রাম না পারি কহিতে ॥ ৩৬৪ ॥

ন রাবণো বা ন মহোদরো বা ন কুম্ভকর্ণোপি ন চাতিকায়ঃ। নচেন্দ্রজিদ্দাশরথিং প্রসোঢুং, শক্তস্তুতং শক্র শত প্রভাবং ॥ ৩৬৫ ॥

মহোদর কুম্ভকর্ণ কিম্বা দশানন। অতিকায় ইন্দ্রজিত আদি যোদ্ধাগণ ॥ শ্রীরামের সহযুদ্ধে শক্ত কেহ নয়। ইন্দ্র শতপ্রভা ধরে প্রভু দয়াময় ॥ ৩৬৫ ॥

স্ববর্ণ পুংখাঃস্বভৃশং সুতীক্ষ্ণা, বজ্রোপমা বায়ু সমান বেগাঃ। যাবন্নগৃহ্নন্তি শিরাংসিবাণাঃ, প্রদীয়তাং দাশরথায় মৈথিলী ॥ ৩৬৬ ॥

স্ববর্ণ পুংখক সেই শ্রীরামের বাণ। বায়ুতুল্য বেগ তার বজ্রর সমান ॥ যাবৎ মাথায় আসি না হয় পতন। তাবৎ জানকী দেও রামেরে রাজন ॥ ৩৬৬ ॥

ততঃ কুম্ভকর্ণতনুজঃ।

তথৈতেনেন্দুত্যাস্ফটিকশিখরীসোপিবিদধে, সমস্তাদা মূলক্রটিল বসুধা বন্ধবিধুরঃ। অমুষেনাদ্যাপি ত্রিপুরহর নৃত্যব্যতিকরঃ। পুরস্তাদস্যোষামপি শিখরিণা মুল্লসয়তি॥ ২৬৭॥

সমূলে কৈলাসগিরি করি উৎপাটন। স্বহস্তে ধারণ কৈল এই দশানন॥ সকল গিরির অগ্রে এই অদ্রিপরে। মহেশের বহু নৃত্য হয় নিরন্তরে॥ ৩৬৭॥

রাবণঃ। শূরাঃ শ্রোত্রপথেষু নঃ কতিকতিপ্রাঞ্চঃপদং চক্রিরে, তেষামেব বিলঙ্ঘ্যচাত্র পদবিং জাগর্ত্তিলঙ্কা ভটঃ। যদ্দোর্মণ্ডল চণ্ডপীড়নবশান্নিচ্ছান্দিরক্তকটা, শঙ্কামঙ্কুরয়ন্তি শঙ্করগিরেরদ্যাপিধাতুদ্রবাঃ॥৩৬৮॥

প্রাচীন প্রসিদ্ধ বীর কতবত জন। আমাদের কর্ণপথে হৈয়াছে শ্রবণ॥ তাদের সকলে আমি করিয়া লঙ্ঘন। অদ্যাবধি অস্ত্র পথে করি জাগরণ॥ মম বাহু পীড়াবশে কৈলাস অচেল। অদ্যাবধি রক্তরূপ ধাতু তাহে গলে॥ ৩৬৮॥

ইন্দ্রং মাল্যকরং সহস্রকিরণং দ্বারিপ্রতিহারক, চন্দ্রং ছত্রধরং সমীর বরুণৌ সম্মার্জ্জয়ন্তৌগৃহান্। পাচক্যো পরিনিষ্ঠিতং হুতবহং কিংমদ্গৃহেনেক্ষসে, রক্ষোভক্ষো মনুষ্য মাত্র বপুষংতং রযেবং স্তৌষিকং॥ ২৬৯॥

সূর্য্য আছে দ্বারি হৈয়া ইন্দ্র মালাকর। আমার আলয়ে আছে চন্দ্র ছত্রধর॥ বরুণেতে জল দেয় আমার ভবনে। মার্জ্জনা করয়ে গৃহ আসিয়া পবনে॥ পাককর্ত্তা মমগৃহে স্বয়ং অনল। এ রূপ আলয়ে মম আছয়ে সকল॥ তুমি কি দেখোনি তাহা

আপন নয়নে। এইরূপ বাক্য রাজা কহে বিভীষণে॥ রাক্ষসের ভক্ষ মাত্র দেহ রঘুবর। তুমি তারে স্তব কেন কর নিরন্তর। ৩৬৯।

বিভীষণঃ। রামোসৌ ভুবনেষু বিক্রমগুণৈঃ প্রাপ্ত প্রসিদ্ধিং পরাং, মস্মদ্ভাগ্য বিপর্য্যয়াদ্যদি পুনর্দেবো ন জানাতিতং। বন্দীবৈষযশাংসিগায়তিমরুদযস্যৈক বাণাহতি, শ্রেণীভূত বিশালতালবিবরোদ্গীর্ণৈঃস্বরৈঃ সপ্তভিঃ॥ ৩৭০॥

ভুবনে বিদিত এই শ্রীরঘুনন্দন। বিক্রমে বিখ্যাত রাম জানে সর্বজন॥ ভাগ্য হৈল বিপর্য্যয় মোদের রাজন। এই হেতু রঘুনাথে না জান রাবণ॥ বন্দী হৈয়া বায়ু যার কীর্ত্তি করে গান। সপ্ততাল ভেদ কৈল যার এক বাণ॥ সেই ছিদ্রহৈতে পরে উঠি সপ্তশর। শ্রীরামের যশ গায় শুন লঙ্কেশ্বর॥ ৩৭০॥

অজনি রজনিমধ্যে মণ্ডলং চণ্ডরশ্মেঃ, ধনুরুদয়মদভ্রং বিভ্রতীদোশ্চকাস্তি। অহহবিধিরিদানীং দৃশ্যতেরাম এব, প্রদিশজনকপুত্রং মিত্রতামেতু রামঃ॥ ৩৭১॥

বিপরীত দেখি রাজা এক্ষণে সকল। রজনীরমধ্যে হৈল চণ্ডাংশু মণ্ডল॥ বিনিমেঘে ইন্দ্র ধনু হৈয়াছে উদয়। তাহাকে ধারণ করি নভো দীপ্তি পায়॥ রামরূপ বিধি দেখে হয় দৃশ্যমান। ত্বরায় করহে রাজা জানকী প্রদান॥ মিত্রতা পাবেন তবে রাম রঘুবর। নিবেদন কৈনু আমি তোমার গোচর॥ ৩৭১॥

যস্যৈকঃকপিশাবকঃসমতরৎদুর্লঙ্ঘ্যমম্ভোনিধিং দুর্গে তামপি দেবদৈত্য নিবহৈ লঙ্কাপুরীং প্রাবিশৎ। ক্ষিপ্ত। বনরক্ষিণো জনকজাংদৃষ্টাচভু ঙক্তাবনং, হত্বাক্ষং প্রদহনপুরী মথগতো রামঃ কথংমানুষঃ॥ ৩৭২॥

দুর্লঙ্ঘ্য জলধি এই আছিল রাজন। যার এক কপি শিশু হইল তরণ ॥ দুর্ভেদ্য আছিল তব এই লঙ্কাপুরী। তাহাতে প্রবেশ কৈল সেই শিশুহরি ॥ বনরক্ষ বিনাশিয়া পবননন্দন। পশ্চাৎ করেছে হনূ জানকী দর্শন ॥ ভাঙ্গিয়া অরণ্য তব বীর হনূমান। বিনাশিল পরে সেই অক্ষয় সন্তান ॥ দাহন করিয়া পুরী গেছে পুনরায়। কি রূপে সে রঘুনাথে নরজ্ঞান হয় ॥ ৩৭২ ॥

গতায়ুষংত্বাং বীপরিত বুদ্ধিং নিঃসংশয়ং রাক্ষস লক্ষয়ামি। সোমাংহিতংপথ্যমপিব্রূবন্তং ন মন্যসে রাক্ষস বীরমধ্যে ॥ ৩৭৩ ॥

গতায় তোমাকে আমি দেখেন নিশ্চিত। যে হেতু হৈয়াছেত বুদ্ধি বিপরীত ॥ রক্ষোবীর মধ্যেহিত কহে বিভীষণ। তথাপি মাননা মোরে তুমি দশানন ॥ ৩৭৩ ॥

অথচরণহতো দশাননেন স্বমতি বিপর্য্যমস্যলক্ষয়িত্বা। সপদিচপরিহৃত্য তং সমন্ত্রী পরিকুপিতো নতপা জগাম রামং ॥ ৩৭৪ ॥

রাবণের পদাঘাত পেয়ে বিভীষণ। প্রকৃতির বিপর্য্যয় করিয়া দর্শন ॥ সপদি তাহাকে ত্যজ্য করি রক্ষবর। মন্ত্রী লৈয়া রঘুনাথে পায় তদন্তর ॥ ৩৭৪ ॥

ততঃপুনঃসানুনয়ং। প্রগৃহ্যরত্নানি বিভূষণানি, বাসাংসি দিব্যানি মণিংশ্চ মুখ্যান। সীতাঞ্চ রামায় নিবেদ্যদেবীং, বসাদ্যলঙ্কা মপযাতু শঙ্কা ॥ ৩৭৫ ॥

জানকীর পাদপদ্মে রত্নাদি ভূষণ। দিব্যবাস মণিমুক্তা করিয়া অর্পণ ॥ তবে তুমি সীতাদেবী দেহ রঘুবরে। লঙ্কাপুরে কর বাস শঙ্কা যাবে দূরে ॥ ৩৭৫ ॥

রাবণঃ । জানামি সীতা জনকপ্রসূতা, জানামি
রামো মধুসূদনঞ্চ। অহঞ্চ জানামি রামস্থবধ্য, তথাপি
সীতাং ন সমর্পয়ামি ॥৩৭৬॥

জনকের সুতা সীতা জানি বিভীষণ জানিতেছি রঘুনাথ শ্রীমধুসূদন ॥ শ্রীরামের বধ্য আমি জানি। বিদ্যমান তথাপি জানকী আমি না করিব দান ॥ ৩৭৬॥

ততশ্চতুর্ভিঃ সহমন্ত্রিপুত্রৈ রূপেত্যলঙ্কঃকুলধূমকেতুঃ।
লঙ্কামহাতঙ্কইবাম্বরেণ, বিভীষণোরাঘব মন্দিরায় ।৩৭৭।

চারিমন্ত্রি পুত্রসহ বিভীষণ মিলে। ধূমকেতু তুল্য হৈয়া রাক্ষসার কুলে॥ লঙ্কার মহৎ শঙ্কা সমবিভীষণ। শূন্য পথে গিয়া পায় শ্রীরঘুনন্দন॥ ৩৭৭ ॥

বিভীষণে সমায়াতে সর্পাকোটি সমপ্রভে। তদাদৌ
রাবণভ্রান্ত্যা ভঙ্গঃ কপিকুলে ভবৎ॥ ৩৭৮॥

কোটিসর্প্য প্রভাধরি সেই বিভীষণ। রামের নিকটে যদি হৈল আগমন ॥ তাহাকে দেখিয়া করি দশানন জ্ঞান। সেইকালে কপিকুলে হৈল ভঙ্গমান ॥ ৩৭৮॥

হনুমতায়ং নির্ণীতো রাবণো ন বিভীষণঃ।
রামচন্দ্র পদদ্বন্দ্ব কমলে ভ্রমরায়তে।৩৭৯।

নির্ণয় করিল হনূ নহেক রাবণ। এই ব্যক্তি হবে যেন সেই বিভীষণ। শ্রীরামের পদরূপীযুগ্ম সরোরুহে। ভ্রমর হইল আসি বিভীষণ তাহে॥ ৩৭৯॥

শ্রীরামং প্রতি দৌবারিকঃ।

দেবদ্বারিনভপথেষু মিলিতাঃপঞ্চত্রিশাপাচরা, একতত্র
বিভীষণো দশমুখভ্রাতা পরে মন্ত্রিণঃ' যাচন্তে শরণং

গুহ্যাপহরণং কিংতন্নজানীমহে, কৃপকৃত্য বিচারৈক
নিপুণ স্তত্রপ্রমাণং প্রভুঃ॥ ৩৮০॥

শুন দেব রঘুনাথ করি নিবেদন। আগমন কৈল দ্বারে রক্ষ পঞ্চজন॥ তার মধ্যে বিভীষণ রাবণের ভ্রাতা। চারিজন মন্ত্রি-পুত্র আর আছে তথা॥ দূরীকৃত হয় ভয় এরূপ শরণ। যাচিঞা করয়ে প্রভু সেই পঞ্চজন॥ জানিতে না পারি মোরা তার বিবরণ। বিচার করহে তাহা কমললোচন॥ ৩৮০॥

রামচন্দ্রেণ দৃষ্টিমধ্যে হনূমান্।

সত্যং দাশরথে বিভীষণ ইতিভ্রাতাস্তিলঙ্কাপতে,
র্নিদ্রাসিন্ধুতিমিঙ্গিলস্থচরমঃশ্রীকুম্ভকর্ণস্থচ,দাক্ষিণ্যাভ্যু
পলক্ষিতঃ পিতৃকুলাপেক্ষাবলক্ষয়াশয়ো, রক্ষলোক
বিলক্ষণাং কলয়তি প্রত্যক্ষলক্ষ্মীময়ং।৩৮১॥

সত্য বটে রঘুনাথ করি নিবেদন। রাবণের ভ্রাতা আছে নাম বিভীষণ॥ নিদ্রার সাগরে থাকে কুম্ভকর্ণবীর। তাহার অনুজ হয় বিভীষণধীর॥ দানাদি সকল গুণ আছয়ে তাহার। নিবেদন কৈল প্রভু নিকটে তোমার॥ শুভ্রাশয় পিতৃকুল করিয়া দর্শন রক্ষের প্রত্যক্ষ লক্ষ্মী করেছে ধারণ॥ ৩৮১॥

রামলক্ষ্মণয়োরুক্তিপ্রত্যুক্তি।

ধর্ম্মাত্মা দশকন্ধরাদ্বহিরভূৎ কস্মাদয়ং রাবণাৎ?
সংভূতেভিনয়েন কিং নকুরুতে সুগ্রীবতদ্বাসিনঃ৩৮২।

রাবণ হইতে এই ধর্ম্মাত্মা সুজন। দূরীভব হৈল কেন কমল-লোচন॥ লক্ষ্মণের বাক্য শুনে রঘুনাথ কয়। বিনয়েতে কি না করে ধার্ম্মিক যে হয়॥ তার সাক্ষী দেখ ভাই অনুজ লক্ষ্মণ। সুগ্রীব হইতে হৈল বালির মরণ॥ ৩৮২॥

রক্ষোরাজ সহোদরস্ত বিভূতারস্তোপি সম্ভাব্যতে।
কিং কর্ম্মঃশরণাগতং রিপুমপি দ্রুহ্যন্তিনেক্ষ্বাকবঃ॥৩৮৩॥

রাবণের সহোদর এই বিভীষণ। মম মন্দ হেতু হেথা করেছে গমন ॥ এইরূপ সম্ভাবনা অনুমান হয়। কহরে লক্ষ্মণ ভাই কি করি উপায় ॥ ঐরি হৈয়া যদি কেহ লয়হে শরণ। ক্ষত্রিধর্ম্ম আছে এই না করে নিধন ॥ ৩৮৩ ॥

সমাগত্য শ্রীরামং প্রতি বিভীষণঃ।

ভূ স্থাদিগ্বলয়ং দশাস্যদমন ত্বংকীর্ত্তি হংসীদিবং,
যাতা ব্রহ্মমরালসঙ্গমবশাত্তত্রৈব গর্ভিণ্যভূৎ। পশ্যস্বর্গ
তরঙ্গিণী পরিসরে কুন্দাবদাতং তয়া, মুক্তং ভাতিবি
শালমণ্ডকমিদং শীতত্বিষোর্মণ্ডলং ॥ ৩৮৪ ॥

দশাস্য দমনকর্ত্তা শ্রীরঘুনন্দন। তব কীর্ত্তি হংসী দিব করিয়া ভ্রমণ ॥ স্বর্গে গিয়া বিধাতার মরাল সঙ্গমে। গর্ভবতী হৈল তথা কহিনু সম্ভ্রমে ॥ স্বর্গতরঙ্গিণী তীরে কুন্দের বরণ। এক ডিম্ব হংসী তথা হৈল প্রসবন ॥ সেই এক অণ্ড এই সুধাংশু মণ্ডল দীপ্তি পায় দেখ রাম ভুবনে সকল ॥ ৩৮৪ ॥

ক্ষীরক্ষীর সমুদ্রসান্দ্রলহরীলাবণ্য লক্ষ্মীমুষ স্তৎকীর্ত্তে
তুলনাং কলঙ্কমলিনো ধত্তে কথং চন্দ্রমাঃ। স্যাদেবং
ত্বদরাতিসৌধনিকরপ্রোদ্ভূতশষ্পাঙ্কুর, গ্রাসব্যগ্রমনাঃ
পতেদ্যদি পুনস্তস্যাঙ্কশায়ীং মৃগঃ ॥ ৩৮৫ ॥

ক্ষীরদল হরিতুল্য বিশাদ বরণ। আছয়ে তোমার কীর্ত্তি শ্রীরঘুনন্দন ॥ কি রূপে তুলনা তায় ধরে শশধর। কলঙ্কে মলিন হৈয়া আছে সুধাকর ॥ তবে যদি নিশিনাথ এইরূপ হয়। তব শত্রু দশানন তাহার আলয়। হই. বক নবতৃণ তাহার লোভেতে

মৃগাঙ্ক পতন হৈয়া যদি যায় তাতে ॥ কীর্ত্তি তুল্য তবে শশী হইবে নিশ্চয়। নিবেদন কৈনু আমি শুন দয়াময় ॥ ৩৮৫ ॥

কোদণ্ডমণ্ডলবিনিঃসৃতচণ্ডবাণ, তুঙ্গোরুখণ্ডিত দশানন বাহুদণ্ডঃ। আখণ্ডলারিগণ, খণ্ডচন্দ্রহাসঃ, শ্রীজানকী পরিবৃঢ়ঃ সুদৃঢ়প্রতিজ্ঞঃ ॥ ৩৮৬ ॥

ধনুক মণ্ডল হৈতে বিনিঃসৃত বাণ। তাহাতে খণ্ডিবে তুমি রাবণের মান ॥ ইন্দ্র অরি বিনাশিতে প্রভু রঘুবর। কৃপাণের তুল্য তাহে হও নিরন্তর ॥ জানকীর ভর্ত্তা তুমি শ্রীরঘুনন্দন তোমার প্রতিজ্ঞা কভু না হয় লঙ্ঘন ॥ ৩৮৬ ॥

পাতুংত্রীণি জগন্তি সন্ততমকূপারাৎসমভ্যুদ্ধরন, ধাত্রী কোলকলেবরোহরিরভূৎ যস্যৈকদংষ্ট্রাঙ্কুরাৎ। কূর্ম্মঃ ক্রন্দতিনামতি ফিরসনঃ পতন্তি দিগ্দন্তিনোঃ মেরু ক্রোন্দতিমেদিনী বিচলতি ব্যোমাপিরোলম্বতি ॥৩৮৭॥

ত্রিজগতের রক্ষাহেতু জগতের পতি। ধরা উদ্ধারিতে হৈল বরাহ আকৃতি ॥ যার এক দন্তাঘাতে কূর্ম্ম মূল হয়। তাহার মৃণাল হৈল অনন্ত নিশ্চয় ॥ সুমেরু হইল কোষ দল দন্তীবর। পৃথিবী হইল পদ্ম নভো মধুকর ॥ ৩৮৭ ॥

কূর্ম্মপাদোঽস্য যষ্টিভুর্জগপতিরসৌ ভাজনং ভূতধাত্রী তৈলোৎপূরাঃসমুদ্রাঃকনক গিরিরয়ংদীপিবর্ত্তিপ্রবোহঃ অর্চ্চিশ্চণ্ডাংশুরোচির্গগণ মলিনিমা কজ্জলং দহ মানা শত্রুশ্রেণী পতঙ্গাজ্বলতি রঘুপতে ত্বংপ্রতাপ প্রদীপঃ ॥ ৩৮৮ ॥

পাদতুল্য কূর্ম্মবর যষ্টি সর্পপতি। দীপাধার পাত্র তাহে হৈল বসুমতি ॥ তৈলতুল্য হৈল জেন সমুদ্র সকল। দীপ্তময় বাতি

তার কনক অচল ॥ শিখার স্বরূপ হৈল সূর্য্যের কিরণ। কজ্জল হইল তহে শূন্যের বরণ ॥ বিপক্ষ পতঙ্গ তাহে দহ্যমান হয়। প্রতাপ প্রদীপ তব জ্বলে দয়াময় ॥ ৩৮৮ ॥

কূর্ম্মংক্লেশয়িতুং দিশঃস্থগয়িতুং ভেত্তুঞ্চপৃথ্বীধরা,নব্ধীন্ পঙ্কয়িতুং তথা দিনমণিং প্রচ্ছাদিতুং রেণুভিঃ। সন্তী রেষু পুনঃ পুনশ্চলবলৎ কোলাহলাড়ম্বরান্, ধর্ত্তুংবীর বরূথিনী তবপরা জেতুং পরান্ বাঞ্ছতে ॥ ৩৮৯ ॥

শুন বীর রঘুনাথ তব সেনাগণে। ঐরি পরাজয় বাঞ্ছা করেছে এক্ষণে ॥ কূর্ম্মরাজে ক্লেশ দিতে বাঞ্ছে রঘুবর। বিভেদ করিতে চায় সব ধরাধর ॥ শুকায়ে সিন্ধুর জল পঙ্কময় হবে। ধূলায় ধুসর করি সূর্য্য আচ্ছাদিবে ॥ কোলাহলে আড়ম্বর করে ঐরি-গণে। তাদের ধরিতে বাঞ্ছা তব সেনাগণে ॥ ৩৮৯ ॥

তুলাধারোধাতাবহতিবসুদাশূর্পপদবীং ফণীশঃস্যাৎ সূত্রংকনক শিখরীমান পলিকা। তুলাদণ্ডঃ সত্যংযদি ভবতিদামোদরগদা, তাপ্যেবোহশক্যস্তব গুণসমূহ স্থূলয়িতুং ॥ ৩৯০ ॥

তুলার ধারণ কর্ত্তা ব্রহ্মা যদি হন। পৃথিবী আধার পাত্র হয় নিরূপণ ॥ রজ্জু হৈয়া সর্পরাজ থাকে বিদ্যমান। যদ্যপি সুমেরু হয় তাহার প্রমাণ ॥ মাধবের গদা যদি তুলাদণ্ড হয়। তথাপি তোমার গুণ সংখ্যা নাহি হয় ॥ ৩৯০ ॥

ইত্যুক্তৌ যদিনৈবকুপ্যসি মৃষাবাচং নচেন্মন্যসে, ত্বজ্জ পোদ্ভূতবস্তু বর্ণনবিধৌ ব্যগ্রাঃ কবীনাংগিরঃ ॥ দেবত্বত্তুরুণ প্রতাপদহনজ্বালাবলী শোষিতাঃ,সর্ব্বে বারিধয় স্তবারিবনিতা নেত্রাম্বুভিঃ পুরিতাঃ ॥ ৩৯১ ॥

অনলপ্রতাপ তব তাহাতে রাজন। পূর্ব্বে হৈয়াছিল সব সমুদ্র শোষণ॥ তব বৈরি বনিতার নয়নের জলে। পুনরায় সিন্ধু পূর্ণ হয় সেই কালে॥ ২৭১॥

হনূমচ্চরিতং স্তৌতি।

রথঃ কৃৎস্নো লোকো ধনুরগপতির্জ্যা ফণিপতিঃ, স্মরোন্মাথী যোধঃ সরসিজভবঃ সারথিরপি। শরঃ শৌরী দেবস্ত্রিপুরপুরদাহে পরিকরো জ্বলত্বালৈর্লঙ্কা বত ভস্মিতভূষা হনূমতা॥ ৩৯২॥

রথ হৈল ইহলোক ধনু অদ্রিপতি। ছিলা হৈলা সর্পরাজ যোদ্ধা পশুপতি॥ তাহার সারথি ব্রহ্মা শর নারায়ণ। এই আড়ম্বরে হৈল ত্রিপুর দাহন॥ জ্বলন্ত অনল হৈয়া পবনতনয়। অবহেলে লঙ্কাপুরী কৈল ভস্মময়॥ ৩৯২॥

তদন্তে বিভীষণাবস্থা।

দৃষ্ট্বা বানরবাহিনীমবিরতাহঙ্কার হুঙ্কারিণীং শঙ্কাবান্ স বিভীষণঃ ক্ষণমভূৎ দুর্ব্বারঘোরবিক্রমঃ। পশ্যন্দাশরথিং প্রমোদলহরি গম্ভীরমুজ্জৃম্ভিতং, স্তম্ভসম্ভৃত বিক্রমোহপি চলিতুং স্থাতুং নাচরৎক্ষমঃ॥ ৩৯৩॥

হুহুঙ্কার শব্দ করে কপি সেনাগণ। ক্ষণমাত্র দেখে শঙ্কা পায় বিভীষণ॥ প্রমোদ তরঙ্গ তুল কমললোচন। সেইরূপ বিভীষণ করিয়া দর্শন॥ উত্থিত বিক্রম তার হইয়া নিশ্চয়। চলিতে থাকিতে তথা যোগ্য নাহি হয়॥ ৩৯৩॥

তং দৃষ্ট্বা রামঃ। দ্বিশরং নৈবসংধত্তে দ্বিঃস্থাপয়তি নাশ্রিতান্। দ্বির্দদাতি নচার্থিভ্যো রামো দ্বির্নৈব ভাষতে। ৩৯৪।

দুইবার শর আমি না করি ধারণ। দুইবার নাহি করি আশ্রিত

স্থাপন ॥ অর্থিগণে দুইবার নাহি করি দান। দ্বির্ভাবং না কহি আমি কার বিদ্যমান ॥ ৩৯৩ ॥

বিভীষণস্য হৃদয়ং হনূমান্ কথয়তি।

সুগ্রীবস্য শ্রিয়ং দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণস্য চ সেবনং।

বিভীষণস্য দোলেব নতিরায়াতিযাতি চ ॥ ৩৭৫ ॥

বালির নিধনে হৈল সুগ্রীবের ধন। জ্যেষ্ঠ সহোদরে সেবা করয়ে লক্ষ্মণ ॥ এই দুই কর্ম্ম দেখে রাক্ষসের মতি। দুই দিগে যাতায়াত করে রঘুপতি ॥ ৩৯৫ ॥

ততঃ শ্রীরামং প্রতি সুগ্রীবঃ।

জ্যেষ্ঠত্বং স্থবিকং তত্র লঙ্কানাথে বিভীষণাৎ।

হনূমতাস্য রাজেন্দ্র কথিতঃ প্রচুরোগুণঃ ॥ ৩৯৬ ॥

নিবেদন করি প্রভু শুন রঘুবর। বিভীষণ হৈতে জ্যেষ্ঠ রাজা লঙ্কেশ্বর ॥ কিন্তু পূর্ব্বে হনূমান কহিল রাজন। রাবণ হইতে ধর্ম্মী এই বিভীষণ ॥ ৩৯৮ ॥

শ্রীরাম বিভীষণয়োরুক্তি প্রত্যুক্তী।

অয়েরক্ষো রাজানুজকুশলমদ্যৈবশকুলং; যতোযোস্মা কীনং চরণকমলং দৃক্‌পথমভূৎ। কিমুদ্দেশ্যাং যুষ্মাৎ পদকমলসেবৈব, বিদিতং, ভবানদ্যৈবাভূন্নিজ নগর লঙ্কাপরিবৃঢ়ঃ ॥ ৭৩৭ ॥

ওহে রক্ষ রাজানুজ তোমার কুশল। বিভীষণ কহে অদ্য হইল মঙ্গল ॥ যেহেতু হইল তব চরণ দর্শন। সে হেতু কুশল সব কমললোচন ॥ কি উদ্দেশ্য আগমন কহ দেখি শুনি। বিভীষণ কহে শুন প্রভু রঘুমণি ॥ সেবিব চরণ তব ইহার কারণ। আগমন কৈনু হেতা শ্রীরঘুনন্দন ॥ তোমাদের নিজরাজ্য সেই লঙ্কা

পুরে। তাহে অধিপতি অদ্য করিনু তোমারে ॥ ৩৯৭ ॥

তস্যাতিভক্তি মধিগম্য বিভীষণস্য, সৌমিত্রিণা রজনি
চারণচক্ররাজ্যে। প্রত্যোহভ্যষেচয়দমুং প্রবরোরমূণাং,
প্রায়ঃপ্রসন্নকরুণাবশগামহান্তঃ ॥ ৩৯৮ ॥

বিভীষণে অতিভক্তি জেনে রঘুবর। লঙ্কাপুরে করিলেন তারে রাজ্যেশ্বর ॥ মহৎ লোকেতে হয় করুণার বশ। অনুমান সিদ্ধ এই আছয়ে নির্যাস ॥ ৩৯৮ ॥

পরস্পরং বানরাঃ।

অদ্যৈবাস্য বিভীষণস্য শরণাপন্নস্য মূর্দ্ধানতে, হর্ষা
দত্তবদাত্ম্যয়ং রঘুপতি লঙ্কাধিপস্যশ্রিয়ং। এতৈস্যৈব
ভুজাবিহ প্রতিভুবৌ সুগ্রীব রাজ্যার্পণে, ত্রৈলোক্য
প্রথমানসত্যচরিতৌ সর্ব্বেবয়ং সাক্ষিণঃ ॥ ৩৮৯ ॥

রামের শরণাপন্ন এই বিভীষণ। ইহার মস্তকে অদ্য শ্রীরঘুনন্দন ॥ ল...ধিপের শ্রীহর্ষে করিলেন দান। ভুবিদাতা ভুজ রামের আছয়ে বিধান ॥ সুগ্রীবেরে রাজ্যার্পণে ত্রিলোকেতে জানে। সত্যরীতি সাক্ষী বটে মোরা সর্ব্বজনে ॥ ৩৯৯ ॥

সমুদ্রংপ্রতিরামঃ।

ত্বমসি কুলগুরুর্ম্মেমূক্তবত্মাম্বরাণে, শিরসি বিনিহিতো
হয়ং ভক্তিপুত্তোহঞ্জলিস্তে। দশবদনহৃতা ত্বেসস্নুষা
মেহভ্যুপেয়া, দশমুখনিধনেন ক্ষীয়তাং মেকলঙ্কঃ ॥ ৪০০

মমকুল গুরুতুমি সমুদ্র রাজন। করপুটে কহি পথ কর‌হে মোচন ॥ তব পুত্রবধূ হরে নিল দশানন। পুনরায় মোরে দান করুক রাবণ ॥ তাহার নিধন হৈলে কার্য্য সিদ্ধি হবে। আমার কলঙ্ক তবে ক্ষয় হৈয়া যাবে ॥

তথা প্রায়োপবিষ্টে রামেমার্গমস্তাম্ভতি সমুদ্রে,

লক্ষ্মণং প্রতিরামঃ।

যাচিঞা দৈন্যপরাভব প্রণয়নী নেক্ষ্বাকুভিঃ, শিক্ষিতা

সেবাসম্বলিতঃ কদা রঘুকুলে মৌলৌ নিবদ্ধাঞ্জলিঃ।

তৎ সর্ব্বং বিহিতং তথাপ্যুদধিনা নৈবোপরোধঃ কৃতঃ,

পাণিস্তং প্রতিসংপ্রতিপ্রতিপদং প্রষ্টুং ধনুর্ব্বাঞ্ছতি। ৪০৫।

দৈন্য পরাভব হয় যাচিঞাতে ভাই। ইক্ষ্বাকুর বংশে তাহা কেহ জানে নাই॥ রঘুকুলে আছে ভাই এই ব্যবহার। কর পুটে কভু নাহি করে নমস্কার॥ আমাদের হৈতে তাহা হইল বিস্তর। উপরোধ নাহি কৈল তথাপি সাগর॥ সম্প্রতি সমুদ্র প্রতি শ্রীরামের কর। জিজ্ঞাসিয়া ধনুঃবাঞ্ছা করিল তৎপর। ৪০৫

সূর্য্যোদয়ে সূর্য্যসমুদ্রয়ো রুক্তি প্রত্যুক্তি।

ভোঃসিন্ধোভগবন্নমশ্চলসিকিং শ্রীরামভদ্রানুগো, লক্ষ

স্তুরিভয়েন কিং তবভয়ং ত্বৎসূনবস্তু দ্গুণাঃ। ভসো

ন্দুবদনে রমাচ সদনে পীয়ূষমাভাষণে, বাহৌকল্পতরু

র্বিশতে বিশিখ শ্রেণীষু হালাহলং॥ ৪০৬॥

সাগরের প্রতি প্রশ্ন কৈল দিনেশ্বর। নমস্কার করি প্রভু কহিল সাগর॥ চঞ্চল হৈয়াছো তুমি কিসের কারণ। রামের ভয়েতে কাঁপি শুনহে তপন॥ তাহাতে হইল কেন তব এতভয়। তব-সুতে তবগুণ আছয়ে নিশ্চয়॥ শোভাপায় ইন্দু সেই রামের বদ নে। আছেন কমলালয়া তাহার সদনে॥ আলাপে অমৃতক্ষরে কল্পতরু করে। হলাহল আছে মাত্র শ্রীরামের শরে॥ ৪০৬॥

শ্রীরামঃ সরোষং।

চাপমানয় সৌমিত্রে শরান্ কালানলোপমান্।

সমুদ্রংশোষয়িষ্যামি পদ্ভ্যাংযান্তু প্লবঙ্গমাঃ ।। ৪০৭ ।।

আনয়ন কর ধনু সুমিত্রা তনয়। কালানল তুল্য বাণ আনত হেথায় ।। তাহাতে করিব অদ্য সমুদ্র শোষণ। পদার্পণে কপিগণে করিবে গমন ।। ৪০৭ ।।

মন্তোনিধিস্ত্বিদ্র্দিশিখৈরনেকৈরম্ভোনিধিং করিষ্যে। স্থলীকরিষ্যে মরুভূময়িষ্যে ভস্মীকরিষ্যে মৃগতৃষ্ণয়িষ্যে ।। ৪০৮ ।।

বজ্রসম তীক্ষ্ণময় বহুবিধ বাণে। অম্ভোনিধি ধূলানিধি করিব এক্ষণে ।। মরুভূমি করি কিম্বা স্থল হৈয়া যাবে। মৃগতৃষ্ণা হয় কিম্বা ভস্মীভূত হবে ।। ৪০৮ ।।

শ্রীরামচন্দ্রে দশবক্ত্রপূর্য্যা আদায় পাথোনিধি বদ্ধকোপে। আগ্নেয়মস্ত্রং প্রতিসংদধানে বেলাগিরীন্দ্রোচকিতাবভূতাং ।। ৪০৯ ।।

সিন্ধুপ্রতি কোপকরি কমললোচন। অগ্নিঅস্ত্র লৈয়া যদি করিলা ধারণ ।। লঙ্কার সমীপে ছিল সুবেল অচল। ভয়ে ভীত হৈয়া অদ্রি হইল চঞ্চল ।। ৪০৯ ।।

অনন্তরঞ্চ। দিশোধমায়ন্তে জ্বলিতমভবৎ সাগরজলং পরিত্রেসুর্নক্রাঃ স্ফুটনগমন্ শঙ্খমণয়ঃ। পরিত্যক্তে বাণে রঘুপরিবৃঢে নাথ সহসা দধক্ষুর্ত্তিং সিন্ধুর্জ্বলনমলিনাং প্রাদুরভুবৎ ।। ৪১০ ।।

বাণ যদি ত্যজিলেন প্রভু রঘুবর। ধূমময় দশদিক জ্বলিল সাগর ।। ফুটে গেল শঙ্খ আর মণি মুক্তাগণ। হাঙ্গর কুম্ভীর সব কৈল পলায়ন ।। দহনে মলিন মূর্ত্তি করিয়া ধারণ। নিকটস্থ হৈল সিন্ধু কমললোচন ।। ৪১০ ।।

সেতুবন্ধারম্ভে রামং স্তৌতি নলঃ।

রামরত্নমহংবন্দে ত্রিকূটকপেটকে। কৌশল্যাশক্তি সংভূতং জানকী কণ্ঠভূষণং॥ ৪১১॥

রত্নরূপ রঘুনাথে করি আমি স্তব। কৌশল্যা শক্তিতে হয় সে রত্ন উদ্ভব॥ জানকীর কণ্ঠে হন উত্তম ভূষ॥ এরূপ বন্দনা করে নল বিচক্ষণ॥ ৪১১॥

সেতুবন্ধারম্ভঃ।

উৎপাট্যোৎপাট্য শৈলানতিবহলতল প্রাপ্তপাতাল মূলা, নুত্তুঙ্গোতুঙ্গ শৃঙ্গানতি কলিত নভো মণ্ডলান্ দিগ্বিকীর্ণান্। দুর্দ্ধার্য্যানাঞ্জনেয় প্রভৃতি কপিভটা স্তেসমানিন্যুরস্তঃ, সিন্ধো সন্ধায় দোষ্ণাবিরচয়তি নলোনির্ভরং সেতুবন্ধং॥ ৪১২॥

হনুমান আদিযত কপিসেনাগণ। পর্ব্বত উপাড়ি সবে কৈল আনয়ন॥ পাতাল পর্য্যন্তমূল এরূপ অচল। উচ্চশৃঙ্গে স্পর্শহয় গগণ মণ্ডল॥ সাগরের মধ্যে সেই পর্ব্বত সকল। নিক্ষেপ করিয়া কৈল সেতুবন্ধ নল॥ ৪১২॥

সেতুবন্ধ সময়ে শ্রীরামং প্রতি সুগ্রীবঃ স্তৌতি।

ক্রমচতুর কপিন্দ্রৈ নীয়মানে নগেন্দ্রে গিরিকুহর নিবাসা রাঘবত্বৎ প্রসাদাৎ। সুরকরি পারপেয়াৎ প্রাপ্য মন্দাকিনীং থেত্তা, সুবলিত করদণ্ডাঃ কুঞ্জিনোহঃ পিবন্তি॥ ৪১৩॥

গমনে চতুর হৈয়া যত কপিগণ। উচ্চ উচ্চ অদ্রি যদি কৈল আনয়ন॥ তাহার গহ্বরে ছিল যত করিবর। তোমার প্রসাদে তারা প্রভু রঘুবর॥ অনায়াসে মন্দাকিনী পায়ে বিদ্যমান।

আকাশে বসিয়া করে তার অম্ভোপান॥ ৪১৩॥

পয়সিপাষাণেষু স্থিতেষু বিভীষণঃ।

যে মজ্জন্তি জলে কিয়ন্ত্যপিচিরং তে প্রস্তরা দুস্তরে,
সিন্ধোস্তরন্তি রাক্ষসভয়ং সম্পাদয়ন্তোভৃশং।
নৈতেগ্রাবগুণা ন বারিধিগুণা নো বানরাণাং গুণাঃ,
শ্রীমদ্দাশরথেরিয়ং হি সহজা শক্তিঃ সমুন্মীলতি। ৪১৪।

অতিঅল্প জলে যেই শিলা মগ্ন হয়। সাগরেতে সেই শিলা ভাসে দয়াময়॥ তাহে আমি রঘুনাথ করি অনুভব। রাক্ষসের ভয় যেন হৈয়াছে উদ্ভব॥ পাষাণের গুণ ইহা নহে দয়াময়। সিন্ধুগুণে কপিগণে না ভাসে নিশ্চয়॥ তোমার সহজাশক্তি হৈয়া উন্মীলন। সাগরে ভাসিছে শিলা কমললোচন॥ ৪১৪॥

সমুদ্রং প্রতি সুগ্রীবঃ।

দুর্বৃত্তসংগতিরনর্থ পরম্পরায়া, হেতুঃ সতাং ভবতি
কিং বচনীয় মত্র। লঙ্কেশ্বরো হরতি দাশরথেঃ কলত্রং
প্রাপ্নোতি বন্ধনমসৌ কিলসিন্ধুরাজঃ॥ ৪১৫॥

সাধুমধ্যে অসতের সঙ্গ কিছু নয়। কেবল অনর্থ মাত্র সঙ্ঘটনা হয়॥ তার সাক্ষী দেখ এই লঙ্কেশ রাবণ। শ্রীরামের সতীভার্য্যা করেছে হরণ॥ সাগর আছিল তার অতি সন্নিধানে। বিনা অপরাধে সিন্ধু পড়িল বন্ধনে॥ ৪১৫॥

খলঃকরোতি দুর্বৃত্তং নূনং ফলতি সাধুষু। দশাননো-
হরেৎ সীতাং বন্ধনং স্যান্মহোদধৌ॥ ৪১৬॥

খলেতে করয়ে যত অনিষ্টাচরণ। তার ফলভাগী হয় ধর্ম্মাত্মা সুজন॥ শ্রীরামের নারী হরে নিল দশানন। অকস্মাৎ হইল দেখ সমুদ্র বন্ধন॥ ৪১৬॥

সমুদ্রবন্ধনং শ্রুত্বা প্রহস্তঃ।

বিষম জলধিমধ্যে সেতুবন্ধং বিধায়, নিশিত শরনিপাতৈ রাক্ষসেন্দ্রং নিহত্য। যদি নয়তি স সীতাং রামনামা তপস্বী, মশকগলকরন্ধ্রে হস্তিযূথঃ প্রবিষ্টং ॥ ৪১৭ ॥

সমুদ্রের মধ্যে সেতু করিয়া বিধান। তীক্ষ্ণশরে বিনাশিয়া রাবণের প্রাণ। লৈয়া যায় যদি রাম জানকী সুন্দরী। মশকের কণ্ঠরন্ধ্রে প্রবেশিবে করী ॥ ৪১৭ ॥

অত্রাবসরে রাবণচেষ্টা।

আদৌ জহাস বহু বিস্ময়মাশমধ্যে সোত্তোঃ, সমাপ্তিসময়ে স নিশাচরেন্দ্রঃ। উদ্ভূতঘর্ম্মঘন নির্ঝরসেচ্যমান, উৎপাত বাতহত পর্ব্বতচ্চ কম্পে ॥ ৪১৮ ॥

সেতুবন্ধারম্ভ শুনি হাসে দশানন। বিস্ময় হইল মধ্যে লঙ্কেশ রাবণ ॥ সমাপ্তি সময়ে সেই রাক্ষস ঈশ্বর। ঘর্ম্মাক্ত হইয়া হৈল চিন্তিত অন্তর॥ উৎপাত বায়ুতে অদ্রি পড়য়ে যেমন। দশানন কম্পমান হইল তেমন ॥ ১৮ ॥

পাষাণাঃপয়সি প্রসন্নবপুষঃ তিষ্ঠন্তি সেতুংগতাঃ, শ্রুত্বৈবং বদতাদশাননধরঃ ক্রুদ্ধঃসমুদ্রংপ্রতি। ধিক্‌ত্বাংনাম তবাম্বুধিঃ সলিলধিঃ পানীয়ধি স্তোয়ধিঃ, পাথোনিধির্জলধিঃ পয়োধি ক্ষুদধি র্বারাংনিধির্বারিধিঃ ॥ ৪১৯ ॥

সেতুহৈয়া শিলা যত সলিলেতে ভাসে। এই কথা সব লোকে কয় দেশে দেশে ॥ লোকমুখে সেই বাক্য করিয়া শ্রবণ। সাগরের প্রতি ক্রোধে কহে দশানন ॥ ধিকরে অম্বুধি তোরে কি কহিব আর। ধিকরে জলধি নিধি নামেতে তোমার ॥

তোয়ধি পয়োধি সিন্ধু উদধি অপর। দশমুখে সিন্ধুবরে কহে লঙ্কেশ্বর॥ ৪১৯॥

শ্রুত্বা সাগর বন্ধনং দশশিরাঃ সর্ব্বৈর্ম্মুখৈরেকদা, তূর্ণং পৃচ্ছতি বার্ত্তিকং সচকিতো ভীত্যাকুলঃ সম্ভ্রমাৎ। বন্ধঃ সত্যমপাংনিধিঃ সলিলধিঃ কীলালধিস্তোয়ধিঃ, পাথোধি জলধিঃ পয়োধিরুদধির্ব্বারাংনিধির্ব্বারিধিঃ॥ ৪২০॥

সাগর বন্ধন শুনে রাবণ দুর্জ্জয়। ভয়েতে ব্যাকুল হৈয়া হইল বিস্ময়॥ একেবারে দশমুখে রাজা দশানন। জিজ্ঞাসিল দূতগণে এরূপ বচন॥ সত্য কি জলধি নিধি হৈয়াছে বন্ধন। পয়োধি উদধি সিন্ধু বারিধি ভীষণ॥ কীলাল সলিল নিধি পয়োধি সত্বরে। পাথোধি নিরধি নিধি কহ তদন্তরে॥ ৪২০॥

অপিচ। পীতস্তুং কলসোদ্ভবেন মুনিনা ধ্বস্তোহপি দেবাসুরৈ, রবেদ্ধোহসি চ রামনাম হরিণা শাখামৃগৈ-র্লঙ্ঘিতঃ। নাম্নামারভটী তথৈব ভবতো লোকৈরিয়ং ঘুষ্যতে, পাথোধির্জ্জলধিঃ পয়োধি রুদধি র্ব্বারাংনিধি র্ব্বারিধিঃ॥ ৪২১॥

পূর্ব্বেতে অগস্ত্য তোরে করেছিল পান। মন্থন করিল তোরে অসুর গীর্ব্বাণ॥ সম্প্রতি করিল বদ্ধ শ্রীরঘুনন্দন। কপিগণে হৈল পরে তোমারে লঙ্ঘন॥ তথাপি ঘোষণা করে লোকে তবনাম। পয়োধি রুদধি নিধি সিন্ধুতে বিশ্রাম। জলনিধি নাম তব আছিল দুস্তর। সাগর প্রভৃতি নাম বারিধি অপর॥ ৪২১॥

সেতুবন্ধং দৃষ্ট্বা লঙ্কাপুরীং বৃত্তান্তঃ।

মরুৎপুত্রস্ত্বেকঃ কপিকটকরক্ষা মনিরসৌ, সমুদ্রাদ্রা ঢুলাধ্বজইব সমাশ্লিষ্টগগণঃ। পুনঃ প্রত্যায়াত্যাহহ

কপিনাথে প্রচলিতে, বচঃ প্রোচুর্নীচৈর্ভয়চকিত লঙ্কা
পুরজনাঃ ॥ ৪২২ ॥

গগণেতে পক্ষধ্বজা করিয়া বিধান। কপিসেনা রাক্ষকরে একা হনুমান্। গিয়াছিল হনূ পুনঃ কৈল আগমন। এইকথা ভয়ে কহে লঙ্কাপুরজন ॥ ৪২২ ॥

অষ্টাদশ মহাপদ্ম সেনাধ্যক্ষাধিপালিতা। সা বানর
চমূস্তেন সেতুনাগন্তু মুদ্যযৌ ॥ ৪২৩॥

অষ্টাদশ মহাপদ্ম সংখ্যা কপিগণ। তাহার অধ্যক্ষ করে সেনার পালন ॥ সেইহেতু বদ্ধে সব কপি সেনাচয়। গমন উদর্থ তাহে চলিল নিশ্চয় ॥ ৪২৩ ॥

লঙ্কায়া মধি গর্জ্জিতা পলভুজা মাকর্ণ্য কোলাহলা,
নুৎফালান্ বিদধুঃ প্লবঙ্গমভটা যুদ্ধোস্তু টাটোপিনঃ।
ভোভো কুম্ভ নিকুম্ভ শারণ শুকাঃ সজ্জাভবভোভূশং
নির্গচ্ছন্তি নির্ভবং সমভয়ল্লঙ্কেশ্বরস্যোক্তয়ঃ ॥ ৪২৪॥

লঙ্কাপুরে হৈল বড় রক্ষ কোলাহল। শুনিয়া উল্লম্ফ করে বানর সকল॥ কপিসেনা যত সব যুদ্ধে বলবান। নল নীল আদি করি বীর হনূমান॥ নিকুম্ভ শারণ শুক কুম্ভ বীরবর। যুদ্ধসজ্জা করে যাও কহে লঙ্কেশ্বর ॥ ৪২৪ ॥

কৃতকলকলশব্দং ত্রাসিতা শেষলোকং, প্লবগনৃপতি
সৈন্যংসেতুনাতেননীত্বা। সুদিতবিপিন দুর্গে পর্ব্বতে
হসৌম্বুবেলে শিবিরমকৃত লঙ্কান,থনাশায় রামঃ ॥ ৪২৫ ॥

কলকল শব্দকরে কপি সেনাগণ। ত্রাসযুক্ত হৈল তাহে অন্য সর্বজন ॥ এইরূপ সুগ্রীবের সর্ব সেনাচয়। সেইহেতু ব.ন্ধ লৈয়া যান দয়াময় ॥ রাবণ বিনাশ হেতু সুবেল পর্বতে।

শিবির করিল রাম কটক রাখিতে ॥ ৪২৫ ॥

আয়াতৌ শুকশারণৌ দশমুখ প্রস্থাপিতৌ যৌচরৌ, দেহং
বানরমাস্থিতৌচ কটকংসংখ্যাতুমভ্যাগতৌ। বিজ্ঞায়াথ
বিভীষণেন যমিতৌ মুক্তৌচ তৌ তৎক্ষণং, রামেণ প্রভু-
নাবিলোক্য কটকং রামাজ্ঞয়া তৌ গতৌ ॥ ৪২৬ ॥

রাবণের প্রস্থাপিত চর দুইজন। বানরের দেহ তারা করিয়া ধারণ॥ শুকনামে একজন অপর শারণ। কপিসেনা সংখ্যা হেতু কৈল আগমন॥ জ্ঞাত হৈয়া বিভীষণ সেই দুই চরে। নিগড় বন্ধন বীর কৈল তদন্তরে॥ কপিসেনা দৃষ্টিকরি কমল লোচন। করিলেন দুইচরে তৎক্ষণে মোচন॥ মুক্ত হৈয়া শুক আর অপরে শারণ। রামের আজ্ঞায় কৈল স্বস্থানে গমন। ৪২৬

শুকশারণৌ রাবণায় নিবেদয়তঃ।

আকাশে দিশিকাননে জলনিধৌ শৈলে তটে গহ্বরে,
ন স্থানং তিলধারণেপি কলিতং সংখ্যা কথং কথ্যতাং।
ভ্রাতাত্বেযমিতৌ কপীন্দ্রকটকং তদ্দর্শয়িল্লোজ্ঝিতৌ,
শ্রীরামেণ মহাত্মনা কুরুযথাযোগ্যং ক্রতং রাবণ ॥ ৪২৭ ॥

আকাশে কাননে দিশি সাগরের জলে। শৈল তট গহ্বরাদি এই সব স্থলে॥ স্থান নাহি মহারাজ তিল সঙ্কুলনে। কটকের সংখ্যা মোরা কহিব কেমনে॥ সেথা আছে তব ভ্রাতা দুষ্ট বিভীষণ। করিলেক আমাদের নিগড় বন্ধন॥ সেনা মধ্যে দৃষ্টি করি শ্রীরঘুনন্দন। কৃপা করি দয়াময় কৈল বিমোচন॥ যথা যোগ্য হয় যাহা ইহার বিধান। ত্বরায় কর হে রাজা তার সমাধান ॥ ৪২৭ ॥

ততঃ প্রাসাদারুহ্যবানরসৈন্যং পশ্যন্তারাবণেনকত

সোরামইতিপৃষ্টৌ শুকশারণৌ শ্রীরামচন্দ্রদর্শয়তঃ।

যত্রব্যোম্নোপতন্তি চ মধুস্যন্দমন্দারবর্ষং, যত্রাতোদ্যধ্বনিরুপচিতো যত্রচণ্ডোত্রঘোষঃ। রামঃশ্যামঃ কমলনয়নস্তত্রধন্বীসরোষং, লঙ্কাং পশ্যন্ ভ্রময়তি শরং পানিনা দক্ষিণেন ॥ ৪২৮ ॥

গগণ হইতে যথা মন্দার বর্ষণ। চতুর্ব্বিধ বাদ্য যথা হইতেছে বাজন ॥ যেখানেতে স্তুতিপাঠ করে বন্দিগণে। দূর্ব্বাদলশ্যাম রাম আছে সেইস্থানে॥ লঙ্কাপুরী দেখে ক্রোধে ধন্বী রঘুবর। দক্ষিণ করেতে লৈয়া ভ্রমিছেন শর ॥ ৪২৮ ॥

অঙ্কে কৃত্বোত্তমাঙ্গং প্লবগবলপতেঃ পাদমক্ষস্যহন্তু, স্তারাপুত্রস্যহস্তং ত্বচিকনকমৃগস্যাঙ্গশেষং নিধায়। বাণংরক্ষঃ কুলঘ্নং প্রগুণিত মনুজে নাদরাদীক্ষ্যমাণ, শ্চক্ষু কোণেন লঙ্কাং স্বদনুজবচনে দত্তকর্ণোহয়মাস্তে ॥ ৪২৯ ॥

সুগ্রীবের অঙ্গেমাথা করিয়া অর্পণ। হনূর কোলেতে পদ করি সমর্পণ ॥ অঙ্গদের ক্রোড়ে হস্ত করিয়া বিধান। কনক মৃগের ত্বচে শেষাঙ্গ নিধান॥ এইরূপে রঘুনাথ করিয়া শয়ন। লক্ষ্মণ গণিছে বাণ করেন দর্শন ॥ বিভীষণের বাক্যে কর্ণ দিয়া দয়ময় লঙ্কাপুরী দৃশ্যমানে আছেন তথায় ॥ ৪২৯ ॥

অত্রাবসরে রাবণ বাক্যং।

এতেতে মমবাহবঃ সুরপতের্দর্দণ্ডকণ্ডূহরাঃ, সোহং সর্ব্ব জগৎপরাভবকরো লঙ্কেশ্বরোরাবণঃ। সেতুং বদ্ধমহংশৃণোমি কপিভি পশ্যামি লঙ্কাং বৃতাং, জীবদ্ভির্নচ দৃশ্যতে কিমথবা কিয়া মম শ্রূয়তে ॥ ৪৩০॥

ইন্দ্রের দোর্দণ্ড খণ্ড কৈল মমকর। সকল জগতে জয়ী আমি লঙ্কেশ্বর॥ সাগরে বান্ধিল সেতু হইল শ্রবণ। বানরে ব্যাপিল লঙ্কা করিনু দর্শন॥ জীবিত থাকিলে কত দৃশ্যমান হয়। অথবা কর্ণেতে বল কি না শুনা যায়॥ ৪৩০॥

অপিচ। আশ্চর্য্যং তাপসোঽসৌ গিরিকুহর পরান্ বানরান্ মেলয়িত্বা, বাঞ্ছত্যাগন্তুং কিল জনক সুতাং মদ্গৃহীতাং দুরাত্মা। দংষ্ট্রাঃক্রোষ্টুং হরেঃ কঃ খর নখর মুখোৎখাত মাতঙ্গকুম্ভ, ভুগ্নাগ্রক্তামুক্তাফল নিকররসাস্বাদনক্তস্যাশক্তঃ॥ ৪৩১॥

আশ্চর্য্য তপস্বী এই শ্রীরঘুনন্দন। কপিসহ মিলে হেথা করেছে গমন॥ জানকী আনিনু আমি করিয়া হরণ। তাহাকে লইতে বাঞ্ছা করেছে দুর্জ্জন॥ প্রখর নখেতে হরি মারে করিবর। রক্তমাখা মুক্তাফল পড়য়ে বিস্তর॥ শক্ত আছে সিংহরাজ তাহা আস্বাদনে। কোন জন শক্ত তার দন্ত আকর্ষণে॥ ৪৩১॥

অপিচ। মরুচ্চন্দ্রাদিত্যৌ শতমখমখা স্তেক্রতু ভুজঃ পুরদ্বারেষগাঃ সভয়মুপসর্পন্ত্যনুদিনং। প্রকোপব্যাকম্পৎখরনখপুটৈ র্বানরভটৈঃ সমাক্রান্তাসেয়ং হরি হরি দশগ্রীবনগরী॥ ৪৩২॥

পবন সুধাংশু সূর্য্য ইন্দ্রাদি অমর। লঙ্কাদ্বারে ভয়ে নিত্য ভ্রমে নিরন্তর॥ হায় হায় ছিল মোর হেন লঙ্কাপুরী। তাহাতে আসিয়া যত প্রবেশিল হরি॥ ৪৩২॥

ততং প্রবিশতি নিকুম্ভ ইত্যুক্ত্বা শুকশারণৌ তিরস্কৃত্য রামং প্রতিদূত প্রস্থাপনা।

আদায়লেখং দশকন্ধরস্ত গত্বা নিকুম্ভে,ইখিলরূপ

ধারী। মদৌরঘুনাং পতয়েপুরস্তা দুপেত্যগাঢ়া
রভটী পটীয়াদ্ ॥ ৪৩৩॥

নিকুম্ভ রাক্ষস লৈয়া রাজার লিখন। বহুরূপধারী রক্ষ করিল গমন ॥ উপস্থিত হৈল গিয়া রামসন্নিধান। রঘুনাথের অগ্রে কৈল লিখন প্রদান ॥ ৪৩৩ ॥

স্বস্তি শ্রীদশকন্ধরস্ত্রিভুবনব্যাপিপ্রতাপানলো, ব্যামৃশ্বং লিখতীন্দ্র বজ্রভিদুরো রামং বনবাসিনং। আনিতা জনকাত্মজা খলুময়া সুগ্রীব সেনান্বিতো, ত্বং বাঞ্ছসি মূঢ় তাপসকথং প্রাণৈঃ পরিক্রীড়সে। ৪৩৪ ॥

স্বস্তি শ্রীরাবণ আমি জগৎ বিজয়। আমার প্রতাপানল ত্রিভুবনময় ॥ অরণ্য নিবাসি রামে লিখিনু আপনি। নিশ্চয় আনেছি আমি জনকনন্দিনী ॥ সুগ্রীবের সেনাযুক্ত হৈয়া রঘুবর। জানকী লইতে বাঞ্ছা করেছে অপর ॥ শোনরে তপস্বী তোরে ধিক দিন আমি। প্রাণের সহিত খেলা করিতেছ তুমি ॥ ৪৩৪

বাচিকং। ইন্দ্রাদ্যাস্ত্রীদশা বিলোক্য সমরে যং বিদ্রবন্তি দ্রুতং তং ত্বং তাপস রাবণং কথমহো, যোদ্ধুং কিমুদ্যুঞ্জসে। অজ্ঞস্তং প্রতিপক্ষ রাক্ষসমুখে মোহাৎ পদং মাকৃথাঃ সীতায়া বিনিবৃত্যয়াহিতবনং গত্বোত্তপ্যায়ুংবদ ॥ ৪৩৫ ॥

সমরে যাহারে দেখে অমরের গণ। সত্বরে স্বভয়ে সবে করে পলায়ন ॥ শুনহ তপস্বী সেই রাবণের স্থান। যুদ্ধহেতু মূর্ক্ক কর কি আশ্চর্য্যজ্ঞান ॥ শোন মূর্খ তোরে কহি প্রিয় হিতকথা বিপক্ষ রাক্ষস মুখে না যাবে সর্ব্বথা ॥ সতীভার্য্যা করে ত্যাগ রাঘবনন্দন। ত্বরায় ভবনে তুমি করহে গমন ॥ এইবাক্য কহ

প্রিয় রাম রঘুবরে। রাবণ করিয়া দিল দৃষ্টের গোচরে॥ ৪৩৫॥

রেরেস্তাপস মূঢ় রাবণহৃতা মুক্তস্ত কামঃ প্রিয়াং, কিং লঙ্কাভিমুখং প্রয়াসিকপিভিঃ প্রোৎসাহিতঃ কাতরৈঃ। কোযত্নং কুরুষেচ পন্নগপতে রত্নং ফণামণ্ডলা, দাক্রষ্টুং সহসা স চেৎ মমতিঃ সশ্রেয় সং চিন্তয়ন॥ ৪৩৬॥

শোনরে তপস্বী মূঢ় প্রিয়হিত কথা। রাবণ হরেছে তব প্রিয় ভার্য্যা সীতা॥ তাহার উদ্ধার হেতু রঘুর নন্দন। কপির উৎসাহে হেথা কৈলা আগমন॥ আপনার শ্রেয়ঃ চিন্তা করিয়া সুজন। এরূপ কর্ম্মেতে নাহি যায় কদাচন॥ পন্নগের ফণা হৈতে রত্ন আকর্ষণ। সহসা তাহাতে যত্ন করে কোনজন॥ ৪৩৬॥

যশ্ছিত্বা মুদিতঃ শিরাং সিকৃত বানর্চ্চাং ভবানীপতে, যস্যাজ্ঞাবশবর্ত্তি নোহমরগণাঃ যঃ সর্ব্বমায়ানিধিঃ। যঃ কৈলাশগিরিং ভুজৈস্তুলিতবান্ যঃ কালদর্পাপহস্তং ত্বংতাপসদুর্ব্বলের্জলনিধিং বদ্ধাকথংজেষ্যসি॥ ৪৩৭॥

আহ্লাদে আকুল হৈয়া সেই দশানন। শিরঃছেদ করি কৈল হরের অর্চ্চন॥ যাঁর আজ্ঞাবশ আছে ত্রিদশ সকল। যেইজন সর্ব্বমায়া ধরে অবিকল॥ কৈলাস পর্ব্বত হস্তে তুলিল যেজন। অন্তকের দর্প যেবা করেছে হরণ॥ বাহুবলে জলনিধি করিলা বন্ধন। তাহাকে জিনিবে তুমি করেছো মনন॥ ৪৩৭॥

যাবন্নায়াতি রুষ্টঃ প্রলয়ঘনঘটা ঘোরনাদৈর্বিচিত্রৈঃ, সংগ্রামং কুম্ভকর্ণস্ত্যজসমররসং রামসীতাং বিহায়। আয়াতে কুম্ভকর্ণেভবকপিসহিতস্যাশিসেনাবিদূরান্ত- দ্দুর্বাঙ্কাতে তৎপ্রলয়জপবনশ্বাসবাতাবধূতা। ৪৩৮।

যাবৎ না আইসে সেই কুম্ভকর্ণ বীর। প্রলয়ের মেঘ তুল্য

গর্জ্জন গভীর। তাবৎ জানকী ত্যজেতুমি রঘুবর।। সমর ছাড়িয়া রাম হও অপসর। আগমন করে যদি কুম্ভকর্ণ বীর। কপির সহিত তুমি হইবে অস্থির।। প্রলয়পবন তুল্য যাহার নিশ্বাসে কাঁপি তব সেনা নাহি রবে দূরদেশে।। ৪৩৮।।

অত্রাবসরে মন্দোদরী সমাগত্যস্বগতং।

কৈলাশশৈলোদ্ধরণ প্রবীণোবীরঃকুবেরানুজএকএব।
তথাপি রামজিতবালিবীর্য্যঃ শঙ্কাস্পদংসংপ্রতিরাক্ষসানাং ।। ৪৩৯।।

কৈলাস উদ্ধারে হৈল প্রাচীন প্রবীর। কুবের অনুজ ইনি অদ্বিতীয় বীর। বালিবীর্য্য জয় হৈল তথাপি শ্রীরাম। রাক্ষসের শঙ্কাস্থান জান সেই রাম।। ৪৩৯।।

অপিচ। যদ্দূতোহরিপুঙ্গবঃ সমতরদ্দুর্লঙ্ঘ্যমম্ভোনিধিং, দুর্ভেদ্যাংপ্রবিবেশ দৈত্যনিবহৈঃ সংপ্রেক্ষ্য লঙ্কাপুরীং। ক্ষিপ্ত্বাতান্বনরক্ষিণো জনকজাং দৃষ্টাচ ভুক্ত্বাবনং, হত্বাক্ষংপ্রদহন্পুরীং গতইতো রামঃ কথং বর্ণ্যতে ।। ৪৪০।।

দুর্লঙ্ঘ্য জলধি এই জানে সর্ব্বজন। যার এক হরি শ্রেষ্ঠে হইল তরণ।। দেবদৈত্য ভেদিতে না পারে এই পুরী। অনায়াসে পুরীমধ্যে প্রবেশিল হরি।! লঙ্কাপুরী দৃষ্টকরে বনরক্ষ মারি। দর্শন করেছেহনূ জানকী সুন্দরী।। ভাঙ্গিয়া অরণ্য নাশে অক্ষয় নন্দন। দাহন করিয়া লঙ্কা করেছে গমন।। কি প্রকারে রঘুনাথে রঘুনাথে বর্ণইতে পারিয়া। এই কর্ম্ম কৈল আসি যার এক হরি।। ৪৪০।।

রামোরং রবিবংশজো দশরথক্ষ্মাপাল চূড়ামণেঃ

পুত্রঃ সর্ব মহীশ্বরো নরগণৈঃ সংপূজিতো রক্ষণাৎ।
সীতাহারিকৃতান্তকো নিজভুজ প্রৌঢপ্রতাপানল,
ত্রৈলোক্যস্য হিতার্থ সাধনবিধৌ জানাসি নৈবংকথং। ৪৪১

তপনের বংশে জন্মে রাম দয়াময়। নৃপমনি দশরথ রাজার তনয়॥ সকল ভূমির পতি সেই রঘুপতি। রক্ষাহেতু নরগণে পূজ্যমান অতি॥ যে জন করেছে তার জানকী হরণ। তাহার অন্তক সেই শ্রীরঘুনন্দন॥ ত্রিলোকের হিত হেতু তাঁর ভুজ-বল। প্রকাশিত আছে যেন প্রতাপ অনল॥ হেন রঘুনাথে তুমি জাননা রাজন। প্রতাপে বিখ্যাত রাম সকল ভুবন॥ ৪৪১

অরবিন্দ মন্ত্রিবাক্যং। দেবতাঃপ্রতি সম্প্রতি প্রতিভট
স্তোত্রং ন কুর্ম্মোবয়ং, দেবায় প্রতিপদ্যতে হিতমিদং
যস্মাৎবয়ং মন্ত্রিণঃ। সীতারক্ষণ লক্ষ্মণকৃতধনু র্লেখাপি
নোলঙ্ঘিতা, হেলোল্লঙ্ঘিত বারিধিঃ কপিবলৈঃ সার্দ্ধং
স রামো মহান্। ৪৪২॥

সম্প্রতি তোমার প্রতি দেব দশানন। অরবিন্দ রক্ষ আমি করি নিবেদন॥ তারপক্ষ হৈয়া মোরা না করিব স্তব। দেবতার হিতবাক্য নহে অসম্ভব॥ যে হেতু হৈয়াছি মোরা মন্ত্রিণী তোমার। সেই হেতু তবপক্ষ আছিহে তোমার॥ সীতার রক্ষণ হেতু ভুমেতে লক্ষ্মণ। দিয়াছিল ধনুর্লেখা না কৈল লঙ্ঘন॥ কপিবল সহ সেই বীর রঘুবর। হেলায় লঙ্ঘিল সিন্ধু তোমার গোচর॥ ৪৪২॥

যৎসন্দেশ হরেণ মারুতসুতে নাতারি বারংনিধি,
ক্ষিপ্রং গোষ্পদবন্নিজালয় ইব প্রাবেশি লঙ্কাপুরী।
সীতাদর্শি সমত্যতাবি নিখিলং চাতক্ষিরক্ষপতে, র্ণ্যং

ত্বৎপুরস্তো বহ্যাদি চ পুরী রামঃ কথং মানবঃ॥ ৪৪৩॥
যারদূত সেই হনূ পবনন্দন। গোষ্পদের ন্যায় সিন্ধু করিয়া লঙ্ঘন॥ নিজপুরী সমহেথা প্রবেশিল পুরে। দর্শন করিয়া সীতা হনূ তদন্তরে॥ অরণ্য ভাঙ্গিয়া পরে পবননন্দন। তব অগ্রে লঙ্কাপুরী করেদহনা॥ এই কর্ম্ম যার দূতে করেছে ভূপতি। কথন মনুষ্য নয় সেই রঘুপতি॥ ৪৪৩॥

পুনর্ম্মন্দোদরী।

একঃ সুগ্রীবভৃত্যঃ কপিরখিলবলং পত্তনং লঙ্কাপুদগ্ধা,
যাতস্তুষ্ণীং তদানীং দশমুখভবতাং কিং কৃতং বীরবর্গৈঃ।
সংপ্রাপ্তো রাঘবোসৌ সকল বলৈঃ সার্দ্ধমুল্লঙ্ঘ্যাব্ধিং
সীতাং তাং মুঞ্চমুঞ্চেত্য নিশম কথয়ৎ প্রেয়সী
রাবণস্য॥ ৪৪৪॥

সুগ্রীবের একভৃত্য আসিয়া হেথায়। সৈন্যপুরী দগ্ধকরি গিয়াছে তথায়॥ শুন ওহে মহারাজ দুর্জ্জয় রাবণ। তব বীরবর্গ সব কি কৈল তখন॥ এক্ষণে লঙ্ঘিয়া সিন্ধু কমল লোচন। লইয়া সকল সেনা কৈলা আগমন॥ পরিত্যাগ কর তুমি জানকী ত্বরায়। নিরন্তর এই বাক্য মন্দোদরী কয়॥ ৪৪৪॥

ততঃ সীতামত্যজতি যুদ্ধামনসিকৃত্তে রাবণেমন্দোদরী
চেষ্টা। দৃষ্ট্বা রাঘব মেবরাক্ষসকুল স্বচ্ছন্দ দাবানলং,
জানক্যাং নিজবল্লভস্য পরমং প্রেমাণ মালোক্য চ।
কাঙ্ক্ষন্তীমুহুরাত্মপক্ষবিজয়ং ভঙ্গঞ্চমুগ্ধ মুহু, র্ধ্যায়ন্তী
ধ্রুবমন্তরাল পতিনা মন্দোদরী বর্ত্ততে॥ ৪৪৫॥

দাবানল সমরাম রাক্ষসের কুলে। মন্দোদরী এইরূপ দেখে সেই কালে॥ জানকীর প্রতি নিজ পতির পিরিত। অত্যন্ত

হইয়াছে দৃষ্ট করিয়া নিশ্চিন্ত ॥ আত্মপক্ষে পরাজয় বাঞ্ছে নিরন্তর। কিম্বা সৈন্য ভঙ্গদিয়া যায় স্থানান্তর ॥ মুহুর্মুহু এই চিন্তা করিয়া মানসে। নিবর্ত্ত হইল সভী তার মধ্যদেশে ॥ ৪৪৫ ॥

রামঃ সুগ্রীবং প্রতি।

লঙ্কাপ্রস্থাপনাযোগ্যঃ কোঽস্তিবীরো মহাবলঃ। রাজবংশে স্তবো বিদ্বান্ স মানেয়ঃ কপীশ্বরঃ ॥ ৪৪৬ ॥

লঙ্কায় প্রস্থান যোগ্য কে আছে হেথায়। রাজার বংশেতে জন্মে বলবান্ হয় ॥ বিদ্যা থাকে হইবেক কপির রাজন। এই রূপ কোন ব্যক্তি কর আনয়ন ॥ ৪৪৬ ॥

সুগ্রীবো রামং প্রতি।

রাজবংশ্যো ন শূরশ্চ কশ্চিৎ শূরো ন ভূমিভুক্। রাজপুত্রো গুণৈর্যুক্তঃ শক্তো ভ্রাতৃসুতোঽস্তি মে ॥ ৪৪৭ ॥

রাজবংশে জন্মে কিন্তু শূর নাহি হয়। বলবান আছে বটে ভূমিপতি নয় ॥ সর্ব্ব গুণযুক্ত আছে রাজার সন্তান। মম ভ্রাতৃসুত সেই অতি বলবান ॥ ৪৪৭ ॥

রামঃ সুবেলাদ্রিতটে নির্ষণ্ণঃ, সমুদ্র মুল্লঙ্ঘ্য বিকীর্ণ সৈন্যঃ। লঙ্কাধিনাথস্য গৃহায়দূতং, সুরেন্দ্রনপ্তার মথাধিদেশ ॥ ৪৪৮ ॥

বারিধি লঙ্ঘিয়া সৈন্য করিয়া চালন। সুবেল অচলে থাকি কমললোচন ॥ রাবণের গৃহে দূত করিলা প্রেরণ। বাসবের নাতি সেই বালির নন্দন ॥ ৪৪৮ ॥

দৌত্যেন প্রস্থাপিতো লঙ্কাংপ্রবিশ্যাঙ্গদ।

রেরাক্ষসাঃ কথয়তঃ ক স রাবণাখ্যো', রত্নংরঘুপ্রবর- যোরপহৃত্যনষ্টঃ। ত্রৈলোক্যদীপন শরোগ্রশিখা

করালে কো রাম দাব দহে ভবিতাপতঙ্গঃ ॥ ৪৪৯ ॥

কহরে রাক্ষস সবে কোথা সে রাবণ। রাঘবের রত্ন হয়ে কৈল পলায়ন ॥ দাবানল তুল্য সেই কমললোচন। তাহাতে পতঙ্গ বল হবে কোনজন ॥ ত্রিলোক আলোক করে শ্রীরামের শর। সে আগুণে শিখা হৈয়া আছে নিরন্তর ॥ ৪৪৯ ॥

রাক্ষসাঃ। মাগাস্তিষ্ঠ বহির্ব্বজনমপি স্থিত্বাপুনর্গ
ম্যতাং, যত্রাস্তে ভুজবিক্রমাখিল জগদ্বিদ্রাবণো রাবণঃ।
অস্থৈবাঙ্গদ বাহুপাশ পতিতো মূঢ়ঃ কিমক্রন্দসে,
সিংহস্যাঙ্কমুপাগতং মৃগমিব ত্বাং কঃ পরিত্রায়তে। ৪৫০

হেথায় আসিতে তোরে করি নিবারণ। বহির্দ্দেশে যারে তুই কপির নন্দন ॥ ক্ষণেক থাকিয়া হেথা যাহ পুনরায়। যথায় আছয়ে সেই রাবণ দুর্জ্জয় ॥ শুন ওরে মূঢ়কপি কহি তোরে আমি। বাহুপাশে পড়েতোর কান্দিবে কি তুমি ॥ সিংহের কোলেতে তুমি মৃগতুল্য হবে। শেষে তোরে পরিত্রাণ কেটাবা করিবে ॥ ৪৫০ ॥

অথাধলেপাদঙ্গদেরাক্ষসশ্রেণী ধূমকেতৌরাবণ সিংহা
সনমধিরূঢ়। রাবণাঙ্গদয়োরুক্তি প্রত্যুক্তৌ বৈচিত্র্যং।
কস্ত্বং বালিতনূস্তবো রঘুপতের্দূতোহস্মিবালীতিকঃ,
কোবা বানরং রাঘবঃ সমুচিতা তে বালিনো বিস্মৃতিনঃ
যন্তাহ্বস্তনিতান্ত বদ্ধ বপুষঃ সংমূর্চ্ছিতস্য ধ্রুবং, নাসা
দর্পমিবস্বয়ৈর্বিরহয়ন্নামঃকথং বিস্মৃতঃ ॥৪৫১।

কে তুই হেথায় এলি জিজ্ঞাসে রাবণ। শ্রীরামের দূত আমি বালির নন্দন ॥ বালিকেটা কহ কপি কেবা রঘুপতি। তোমার উচিত বটে বালির বিস্মৃতি ॥ নিতান্ত আছিলে বদ্ধ যার

বাহুমূলে। মূর্চ্ছাপন্ন ছিলে তাহে গেছো তারে ভুলে॥ তোমার ভগ্নির নাসা করেছে ছেদন। তবে কেন রঘুনাথে ভুলেছো রাজন॥ ৪৫১॥

শ্রুতমপ্যর্থং ক্রোধাতিশয়াৎ বিস্মৃত্য স রাবণঃ।
কস্তুংবালিতনূভবঃকুতইহশ্রীরাম সংপ্রেষিতো, বার্ত্তাং
ব্রূহি হনূমতঃ স চ কথং রাজ্ঞো ভয়ান্নিঃসৃত। তদ্ভীতে
র্বদকারণং দশমুখং সাঙ্গং সপুত্রানুগং, তন্বাচেন্নগতো
নিশম্য বচনং চিত্রাপিতা রাক্ষসাঃ॥ ৪৫২॥

কে তুই হেথায় কেন জিজ্ঞাসে রাবণ। অঙ্গদ কহিছে আমি বালির নন্দন॥ কিহেতু এথানে এলি কপি দুরাশয়। হেথায় পাঠালে মোরে প্রভু দয়াময়॥ হনূর বৃত্তান্ত বল বালির সন্তান। নৃপতির ভয়ে কোথা গেছে হনুমান্॥ ভয়ের কারণ তার কহ দেখি শুনি। তাহার উত্তর কহে অঙ্গদ আপনি॥ সৈন্যযুক্ত ভ্রাতৃসহ লঙ্কেশরাবণ। না বলিয়া হনূ তথা করেছে গমন॥ অঙ্গদের এই বাক্য করিয়া শ্রবণ। চিত্রাপিত হৈল তথা রাক্ষসের গণ॥ ৪৫২

রাবণঃ। রেরেকস্ত্বমসি কোহসি ক পুনরিহগন্তঃকস্য
দূতঃ কিমর্থং, বিস্পষ্টং বিষ্টপানাং বিজয়িন মপিমাং
মন্যসেত্বং তৃণায়। অঙ্গদঃ। হংহোপৌলস্ত্যসূনোস্তব-
বলমথনস্যাত্মজোহং সুবেলাৎ, সংপ্রাপ্তো রামদূতো-
বিসৃজ জড়মতে জানকিং বাপ্যসূন্বা॥ ৪৫৩॥

কে তুই কাহার দূত ওরে তুই কার। কি কারণে কোথা হতে এলি পুনর্বার॥ জগৎ বিজয়ী আমি ব্যক্ত ত্রিভুবন। তুই মোরে তৃণ বোধ করিস দুর্জন॥ অঙ্গদ কহিছে শুন ব্রহ্মার তনয়। ভেদ কৈল তব বল যে জন নিশ্চয়॥ শ্রীরামের দূত আমি তাহার

নন্দন। সুবেল পর্ব্বত হৈতে কৈন আগমন॥ সম্প্রতি জানকী ত্যজ দুর্ম্মতি রাজন। কিম্বা প্রাণ পরিত্যাগ কর দশানন॥ ৫৫৩

পুনরঙ্গদঃ। যেনৈকেন শরেণ সপ্তনিহতাস্তালাধনস্তু ভগ্নং, বদ্ধোবারিধি রেষতাত্তমপিমেষঃ প্রাপয়ৎপঞ্চতাং। তদ্ভৃত্যং খলুবিদ্ধি রাক্ষসপতে তৎপাদপাদ্মক্ষর, ক্ষুলীপীনপরাগরেণুকলিকাভ্রাজোঙ্গদক্ষাঙ্গদং৫৫৪

একশরে সপ্ততাল ভেদিল যে জন। জনকের গৃহে ধনুকরেছে ভঞ্জন॥ সম্প্রতি সাগর বন্ধ করেছে যেজন। যাহাতে হৈয়াছে মম তাতের নিধন॥ তাঁহার সেবক আমি শুনহ রাজন। আমাকে জাননা তুমি রাজা দশানন॥ শ্রীরামের পাদপদ্ম রেণুর অলঙ্কার। দূত অঙ্গদ আমি ওহে লঙ্কেশ্বর॥ ৫৫৪॥

তয়োরুক্তি প্রত্যুক্তী।

অর্থাৎ রাবণ অঙ্গদে কথোপকথন।

রাম কোনামেতা জয়তি ভৃগুপতেঃ কশ্চতাদৃক্ ভূপানাং, যজ্জত্র খ্যাতিপত্রং প্রভবতি বিদিতস্তস্য যাদৃক্প্রভাবঃ। যোহন্তা হৈহয়েন্দ্র প্রভৃতি নরপতে কস্তদাহৈহয়োবা, ব্যক্তং জানীহি যত্ত্বাংসুচিরমগমরৎ ক্রূরকারং নিকারং॥ ৫৫৫॥

রাবণ জিজ্ঞাসে কোপি রাম কোনজন। অঙ্গদ কহিছে তবে শুনহে রাবণ॥ ভৃগুপতি পরাভব করেছে যেজন। রঘুপতিরাম সেই জানিহ রাজন॥ ভৃগুপতি কেবা কহ বালির নন্দন। কপি কহে জয়পত্র পায়্যাছে যেজন॥ সেরূপ প্রতাপ তাঁর জাননা রাবণ। হৈহয়েন্দ্র ভূপতি যে করেছে হনন॥ হৈহয় ভূপতি কেবা কহত আমায়। কারাগারে পরাভব কৈল যে তোমায় ৫৫৫

রাবণঃ। কস্তুং বন্যপতেঃ স্থতো বনপতিঃ কিন্বামমা-
গ্রেবদেদ্দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ মমগৃহেনিত্যং স্বদাস্যে
স্থিতাঃ। রাম কিং কুরুতেকপীন্দ্র পৃথকৈঃ সংলঙ্ঘ্য
রত্নাকরং, চেদায়াতি মদীয়দর্প দহনে সন্থাৎ পত-
ঙ্গোপমঃ॥ ৪৩৬॥

জিজ্ঞাসে রাবণ রাজা তুই কেরে পশু। কাননাধিপতি বালি আমি তাঁর শিশু॥ মম অগ্রে কি কহিল রাম রঘুবর। অগ্রগণ্য পুরন্দর প্রভৃতি অমর॥ দাস হৈয়া এসকলে আছে মোর ঘরে। হেথায় আসিয়া রাম কি করিতে পারে॥ কপি শিশু লৈয়া সিন্ধু করিয়া লঙ্ঘন সেই রঘুপতি যদি কৈল আগমন॥ মম দর্পবহ্নি এই আছে দীপ্তমান। ইহাতে হইবে রাম পতঙ্গ সমান॥ ৪৩৬॥

অঙ্গদঃ। রেরেরাবণ রাবণামপিবহুটনেতান্ বয়ং
শুশ্রুম, ত্বত্রৈকঃ কিলকার্ত্তবীর্য্যনৃপতে দোর্দ্দণ্ডপিণ্ডী
কৃতঃ। একোনর্ত্তন লম্বিতামকবলো দৈত্যেন্দ্র দাশসীতৈ
রন্যোমৎ পিতৃবাহুমূলগলিতস্তং তেষু কোহন্যো
হথবা॥ ৪৩৭॥

অঙ্গদ কহিছে তুই শোনরে রাবণ। অনেক রাবণ মোরা করেছি শ্রবণ॥ তার মধ্যে একজনে কার্ত্তবীর্য্য রাজা। দোর্দ্দণ্ড বলে তারে দিয়াছিল সাজা॥ আর এক রাবণেরে দৈত্যের রাজন্। কারাগারেকরেছিলনিগূঢ় বন্ধন। নৃত্য করাইলা তারে তার দাসীগণ। কিঞ্চিদন্ন খাওয়াইতো করেছি শ্রবণ॥ মম পিতৃ বাহুমূলে অন্যের রাবণ। বদ্ধ ছিল পিতা তারে করেছে মোচন॥ তার মধ্যে তুমি কেহ হবে কি রাবণ। অথবা

কিঃ অন্য তুমি হবে কোন জন ॥ ৪৫৭ ॥

রাবণঃ। দোর্দণ্ডাস্তইমে ত্রিলোচনগিরে রুত্তম্ভ সম্ভবিত্তা, স্তানেতানি দশাননানি দশভির্দিগ্‌ভিস্তথা বিশ্রুতিঃ। পশ্যাদাপি সএববীর্য্য মহিমা তস্মিন্‌পুন-স্তাপসে,শোচ্যঃ সোহপিরিপুঃ সচাপিকুপিত স্তস্যা-পি দূতঃকপি ॥ ৩৫৮ ॥

কৈলাস উদ্ধারে শক্তমম বাহুবল। সেইরূপ দোর্দণ্ড আছে যে সকল ॥ সেইরূপ আছে সব মম দশানন। দশদিগে মোর যশ আছয়ে তেমন ॥ অদ্যাপি মহিমা বীর্য্য সেইরূপ সব। সেই রামে সেই রূপ হইবে উদ্ভব ॥ মম ঐরি সেই রাম কোপযুক্ত তিনি। তুমি তার কপিদূত কুপিত আপনি ॥ ৪৫৮ ॥

অঙ্গদঃ। দোর্দণ্ডাত্তি প্রচণ্ডাজ্জ্বনবহনবিধৌ প্রৌঢ়-দোষ্ণাং সহস্র, চ্ছেদক্রীড়াপ্রবীর স্থিরপরশুমহা গর্ব নির্বাপকস্য। দূতোহহংরাগবস্যত্বদপযনচিরা বাসক ক্ষাগ্রলানঃ পুত্রস্থ রামসূনোঃপ্লবগবলপতের্নামতশ্চঙ্গ দোহহং ॥ ৪৫৯ ॥

প্রচণ্ড দোর্দণ্ড সেই কার্ত্তবীর্য্য ছিল। তাহার সহস্র কর ভার্গব ছেদিল ॥ ভার্গবের মহাগর্ব আছিল রাক্ষস। সেই গর্ব খর্ব কৈল শ্রীরঘুনন্দন ॥ তাহার কিঙ্কর আমি বালির নন্দন। যাঁর কক্ষলোমে তুমি আছিলে বন্ধন ॥ ইন্দ্রের তনয় সেই কপি অধিপতি। অঙ্গদ আমার নাম শুন রক্ষপতি ॥ ৪৫৯ ॥

রাবণঃ। ভ্রাতামে কুম্ভকর্ণঃ সকল রিপুবল প্রাণসংহার রূপঃ, পুত্রোসে মেঘনাদঃ প্রহসিত বদনো যেন বদ্ধঃ

সুরেন্দ্রঃ। খড়্গোমেচন্দ্রহাসোরণমুখচপলারাক্ষসামে
মহায়াঃ, সোহং গীর্বাণশক্র স্ত্রিভুবনবিজয়ী রাবণো
নাম রাজা ॥ ৪৬০ ॥

মম ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ জগতে প্রচার। বিপক্ষের বীর্য্য প্রাণ করে সে সংহার ॥ মম পুত্র মেঘনাদ হসিত বদন। যে জনার করে বদ্ধ সহস্র লোচন॥ চন্দ্রহাস খড়্গ মোর রাক্ষস সহায়। সেইআমি ত্রিভুবন করেছি বিজয় ॥ পরাভব কৈনু আমি ইন্দ্রাদি অমর। রাবণ আমার নাম আমি লঙ্কেশ্বর ॥ ৪৬০ ॥

অঙ্গদঃ। রেরেরাবণ কার্ত্তবীর্য্যদলিতা হঙ্কার গন্ধা
স্বয়ং, সীতামর্পয় পালয় স্বজনয়ান্‌যাবন্নরাংশঃ শরান্।
কোপাগ্ন্যক্ষি হৈহয়াধিপ ভুজশ্রেণী মহাকাননঃ
ছেত্তুর্যশ্চকুঠারধারণপটো রামস্য জেতারণে ॥ ৪৬১ ।

কার্ত্তবীর্য্য খর্ব করে তব অহঙ্কার। ওরেরে রাবণ তুই সেই লঙ্কেশ্বর ॥ শ্রীরাম যাবৎ বাণ না করে মোচন। তাবৎ আপনি কর সীতা সমর্পণ ॥ রক্ষাকর তবে তুমি আপন সন্ততি। নতুবা বিপদ তব রাক্ষসের পতি ॥ কার্ত্তবীর্য্য নৃপতির করের কানন। অনায়াসে তাহা ছেদ করেছে যেজন ॥ কুঠার ধরণে পটু সেই ভৃগুপতি। রণে তারে জয় কৈল রাম রঘুপতি ॥ ৪৬১ ।

তয়োরুক্তি প্রত্যুক্তী।

রামঃ কিং কুরুতেপ্রতীপবিজয়ং কোহসৌ প্রতীপো-
জিতো, বালীসোপিচ কোনবেৎসিকিমমুং কোবেত্তি
শাখামৃগং। আস্তরাপি তথাপি বিস্মৃতিরহো মো-
হোমহামীদৃশঃ পর্য্যাঙ্কেনিজবালকৈর্নিকৃত্য যদঙ্কোঽসি
যেনোষিতি ॥ ৪৬২ ॥

কি করিছে সেই রাম জিজ্ঞাসে রাবণ। ঐরিজয় কৈল কহে বালির নন্দন॥ কোন বৈরি পরাজয় কৈল রঘুপতি। রঘুনাথ. বালিজয় করিল সম্প্রতি॥ লঙ্কানাথ জিজ্ঞাসিল বালি কোন জন। কপি কহে বালিরাজে না জান রাজন॥ কাননে বানর থাকে কেবা জানে তায়। বিস্মৃতি হৈয়াছো তুমি তথাপি তাহায়॥ কি আশ্চর্য্য মহামোহ এরূপ তোমার। ক্রীড়াহেতু বদ্ধ ছিলে পর্য্যাঙ্ক যাঁহার॥ ৪৬২॥

কিংকার্য্যং বদরাঘবস্য স তথা বদ্ধঃ কিমম্ভোনিধিঃ,
ক্রীড়ার্থং কপিপোতকৈরিহগতৈ র্জানাস্ত্যরং মাংনহি।
লঙ্কালোক নিকামনাথবচসাবেত্ত্যেব কিংকিং কপে,
কোলঙ্কাধিপতি র্বিভীষণইতিপ্রথ্যাতকীর্ত্তির্ভুবি। ৪৬৩।

কিকর্ম্ম করেছে রাম কহ কপিবর। ক্রীড়াহেতু কপিসহ বান্ধিল সাগর॥ আমাকে জানেন কিনা রঘুনন্দন। লঙ্কেশের বাক্যজ্ঞাত আছেন রাজন্। কি কহিলি কি কহিলি কপি দুরাশয়। লঙ্কাপতি আর কেবা কহত আমায়॥ শুনশুন মহারাজ করি নিবেদন। ভূমণ্ডলে খ্যাতকীর্ত্তি সেই বিভীষণ॥৪৬৩

রাবণঃ। প্রবীরগণনাসুয়ে তব পিতৈবকৈর্গণ্যতেঃ
পতিঃস ইহবনৌকসাং ত্বমপিকোবণকোর্ভকঃ। চকার
কিল রাঘবঃ কিমপিকর্ম্মলোকোত্তরং, তরজয়সি যন্মু-
হুর্মমপুর স্তদীয়ং যশঃ॥ ৪৬৪॥

বীরের মধ্যেতে তব পিতার গণন। কহ দেখি ওরেকপি কারে কোনজন॥ বানরের পতি ছিল বালী মহাশয়। তুমিতার শিশু কপি কে জানে তোমায়॥ লোকোত্তর কোন কর্ম্ম কৈলরঘুপতি মম অগ্রে তার যশ বাড়াল সম্প্রতি॥ ৪৬৪॥

অঙ্গদঃ। রামনামস এষ যেনভগিনীনাসাবসাপঙ্কিলঃ,
খড়্গস্তে খরদূষণ ত্রিশিরসাং ধৌতঃশিরঃ শোণিতৈঃ।
বদ্ধাম্বোং চতুরম্বুরাশিম্পরিভ্রাম ম্যদুর্দ্দৈন বঃ, সন্ধ্যা।
মচ্চরস্তিম নিস্ত্রপ কথং তাতস্যাবিস্মৃতঃ ॥ ৪৬৫ ॥

রামনামে এই ব্যক্তি শুনহে রাজন। তবভগিনীর নাসা করিল ছেদন ॥ নাসিকার মেধে খড়্গ কৈল পঙ্কময়। খরাদি শিরোরক্তে ধুয়াছে তাহায় ॥ যেজন তোমারে বদ্ধ করিয়া রাজ সমুদ্রেতে চারিদিক্ করেছে ভ্রমণ ॥ তথা সন্ধ্যা করেছিল পূজাদি প্রভৃতি। নির্লজ্জ কিরূপে তাতে হইলি বিস্মৃতি। ৪৬৫

রাবণঃ। যস্তাতং তবনির্দ্দলীকমবধীত্তত্রাপি নির্মৎ
সর,স্তস্যাপ্রেষ্যতয়াভ্রমন্কপিশিশোনির্লজ্জকিগর্জ্জসি
তৎপিত্রে পুনরেকতা কিলময়া মৈত্রীপ্রসাদঃ কৃত,স্তৎ
পুত্রেত্বয়িতাবদেব মৃচিতোদণ্ডঃকথংদীয়তাং ॥ ৪৬৬ ।

যেজন করেছে তব তাতের নিধন। দূত হৈয়া তার সঙ্গে করিস্ ভ্রমণ ॥ ক্রোধক্ষান্তি করি তাহে কপির নন্দন। নির্লজ্জ কিরূপে তুই করিস্ গর্জ্জন ॥ তব তাতে ছিল মোর মৈত্র ব্যবহার সেরূপ উচিত হয় তোমাতে আমার। তবদণ্ড করা মম বিধেয় না হয় শুন ওহে কপিশিশু মৈত্রের তনয় ॥ ৪৬৬ ॥

অঙ্গদঃ। প্রপন্নঃপন্থানং নয়মথ মিতোন্যোপি নিয়তং
নিষেব্যঃ সাধুনাং ন পুনরপিনীতিঃ সুহৃদপি। তথাহি
তাংহিত্বা সহজমপিনক্তঞ্চরচমূ,বিরামং শ্রীরামংভবন
সুতএবৈষ ভজতে ॥ ৪৬৭ ॥

নীতিপথে যায় যদি অন্য কোনজন। সাধুলোকে করে তা নিযুক্ত সেবন ॥ অপনীতি হয় যদি আপন সুহৃদ। তথাপি তাহ

সাধু ত্যজয়ে ত্বরিত ॥ তার সাক্ষী দেখ তুমি রাজা লঙ্কেশ্বর
তোমাকে ত্যজিয়া তব ভ্রাতা সহোদর ॥ রক্ষচয় ক্ষয়কর্ত্তা
কমললোচন। তাহাকে ভজনা কৈল সেই বিভীষণ ॥ ৪৬৭ ॥

রাবণঃ। শ্রুতমস্তি বিভীষণশ্চ নঃ সহজ সম্প্রতি রাম
মাশ্রিতঃ। কতিসন্তি ন রামনামকাঃ কতমস্তেষু সয়জ্ঞ
য়োচ্যতে ॥ ৪৬৭ ॥

শ্রবণ করেছি মম ভ্রাতা বিভীষণ। সম্প্রতি লৈয়াছে গিয়া
রামের শরণ ॥ রামনামে খ্যাত আছে কতকতজন। তার মধ্যে
কহ ব্যাঙ কেহ কোন জন ॥ ৪৬৮ ॥

অঙ্গদঃ। জসান যুধিতাড়কা দি কমলীমরক্ষঃ, কুলংবভ
ঞ্জ ধনুরৈশ্বরং পরিবভূবতং ভার্গবং। সতালতরু সপ্তকং
সপদিকৃত্তবানস্থিরং, ববন্ধন তথাপি তে পরি সাদ্রিং
মিতো রঘুনাম্পাতিঃ ॥ ৪৬৯ ॥

অসংখ্য য রক্ষকুলতাড়কা প্রভৃতি। সমরে বিনাশ কৈল যেই
রঘুপতি ॥ হরধনু ভঙ্গ কৈল জনক আলয়ে। পরাভব কৈল পরে
ভৃগুর তনয়ে ॥ সপ্ততাল ভেদ করে সেই রঘুবর। বন্ধন করিল
আসি সম্প্রতি সাগর ॥ পরিচিত নহ তুমি তথাপি তাহার।
রঘুপতি রাম যেই কহিনু তোমায় ॥ ৪৬৯ ॥

রাবণঃ। ভগ্নং ভগ্নমুমাপতে রজগবং বালীহতো
হংসোহুতঃ, তালাসপ্তহতা হতাশ্চ জলধির্বদ্ধশ্চবন্ধশ্চসঃ।
আঃ কিং তেন স শৈলসাগর ধরাধারোগেন্দ্রাকুলং,
সাদ্রিঃকুম্ভমুদস্যতোনিজভুজান্ জানাত্যয়ং রাবণঃ ৭০

মহেশের ধনু রাম করেছে ভঞ্জন। কি হৈয়াছে তাহাতে হে
বালীর নন্দন ॥ বালীহত হৈল তাহে কি হইতে পারে। সপ্ত

তাল ভেক করে কি করিতে পারে। তবে যে বান্ধিল সিন্ধু আসিয়া হেথায়। কি করিতে পারে তাহে কপির তনয়॥ সশৈল সাগর ধরা করিয়া ধারণ। তথায় আছিল সেই সর্পের রাজন॥ তাহাতে ব্যাকুল হৈয়া দেব উমাপতি। কৈলাশ অচলে তিনি করেন বসতি॥ মমকর করে যেই রুদ্র উত্তোলন। অদ্যাপি তা জ[illegible] আমি লঙ্কেশ রাবণ॥ ৪৭০॥

অঙ্গদঃ। একস্তুয়া সশিখরী স্বভুজৈরুদঢ়ঃ, শম্ভোঃ প্রসাধন বিধৌ দশকন্ধরেণ। পূর্ব্বং বরাহবপুষাম্বুধি মধ্যমগ্না, তেনোদ্ধৃতাগিরি সহস্রধরাধরিত্রী॥ ৪৭১॥

এক সেই অদ্রি তুমি আপনার করে। উত্তোলন কৈলে রাজা মহেশের বরে॥ বরাহ আকৃতি ধরি পূর্ব্বে রঘুপতি। সিন্ধুমধ্যে মগ্না ছিল এই বসুমতি॥ সহস্র অচলধরা ধরিত্রী আছিল। তাহা হৈতে দয়াময় ধরা উদ্ধারিল॥ ৪৭১॥

রাবণঃ। কুতোহস্তারণ্যে কনক মৃগমাত্রং তৃণচরং, কুতো বৃক্ষাদ্বৃক্ষপ্লবনিপুণবালী বিনিহতঃ। কুতোবহ্নি জ্বল জটিল শরসন্ধ মমূদঢ়, বৃহৎযুদ্ধোদ্যোগীদ্যো সমর মনস্তেহস্তকজয়ী॥ ৪৭২॥

কনকের মৃগ মাত্র বনে তৃণচারী। তার হন্তা কোথাবা সে রাম বনচারী॥ বৃক্ষহৈতে বৃক্ষপরে কররে গমন। কোথাবা সেবালী রাজ হৈয়াছে নিধন॥ সমূহ বহ্নির শিখাতুল্য মমশর। তাহার সন্ধানে আমি হৈয়াছি তৎপর॥ যুদ্ধেতে উদ্যোগী হৈনু অন্তকবিজয়। সমর পাইয়া আমি আছি বা কোথায়॥ ৪৭২॥

অঙ্গদঃ সমদং।

অবেহিমাং রাবণরামদূতং বাণাস্তদীয়াঃ খরদূষণাদীন্।

মৃক্তা তৃষার্ত্তাইব শোণিতাম্ভঃ পশ্যন্তিতে কণ্ঠমৃষ্টঃ সরৈক্ষ্ণঃ॥ ৪৭৩॥

শ্রীরামের দূত আমি জানিহ রাবণ। যাহার বাণেতে কৈল খরাদি ভোজন॥ তৃষ্ণার্ত্ত হৈয়া তাহে শ্রীরামের বাণ। তব কণ্ঠে করিবেক শোণিতাম্ভ পান॥ ৪৭৩॥

অরেকটু প্রলাপিনঃ পশ্য।

মৃত্যুঃ পাদাম্বুভৃত্যস্ত পতিদিনকরো মন্দমন্দং মমাগ্রেঃ, চাপঃস্থৌ লোকপালা মমভয় চকিতাঃ পাদরেণুং চরন্তি। দৃষ্ট্বামচ্চন্দ্রহাসং পততিসুরবধূ পন্নগীনাঞ্চ গর্ভোঃ নির্লজ্জৌ তাপসৌ যৌ কথমিহ সমিতৌ বানরান্মেলয়িত্বা॥ ৪৭৪॥

মোর পদ সেবাকরে অন্তক আপনি। মম আগ্রে মন্দরৌদ্র করে দিনমণি॥ মম ভয়ে দিক্‌পাল হইয়া বিস্ময়। ত্বরায় আসিয়া মম পদধূলী লয়॥ চন্দ্রহাস খড়্গ মোর দেখিয়া নিশ্চয়। সুরবধূ পন্নগীর গর্ভপাত হয়॥ নির্লজ্জ তপস্বী তারা সেই দুইজন। কপি সহ মিলে হেথা কৈল আগমন॥ ৪৭৪॥

রাবণঃ। অরেত্বামহং ধর্ম্মশীলত্বাকটুক প্রলাপিনমপি নহন্মি। যথোক্তবাদী দূতঃ স্যান্নবধ্যোমহীভুজাং ক্রূরং তদীয় কোপেন কচিৎ বৈরূপ্যমর্হতি॥ ৪৭৫॥

যথার্থ বিহিতবাদী যেই দূত হয়। নৃপতির বধ্য কভু সেই দূত নয়॥ তব কোপে কোন স্থানে তার বিপর্য্যয়। করিতে উচিত হয় কহিনু নিশ্চয়॥ ৪৭৫॥

অঙ্গদঃ সবৈলক্ষ্যাৎ।

পরদারাপহরণে ন প্রভুর্বা দশাননঃ। দৃষ্ট্বা

দৃপ্ত পরিত্রাণে সাধোস্তে ধর্ম্মশীলতা॥ ৪৭৬॥

ধার্ম্মিক সুশীল তুমি যে রূপ রাজন। পরদারা হরণেতে করেছি শ্রবণ॥ দৃপ্ত পরিত্রাণে তব সধর্ম্ম শীলতা। দৃষ্টহৈল মহারাজ এক্ষণে সর্ব্বথা॥ ৪৭৬॥

রাবণঃ। বদ্ধসেতুর্যদি জলনিধৌ বানরৈস্তাবকৈঃ, কিংনো বল্মীকাঃ ক্ষিতিধরনিভা কিং ক্রিয়ন্তে পিপীলৈঃ। লঙ্কাদগ্ধা যদপিনা সপ্রভাবঃ কিলাগ্নেঃ, শৌর্য্যাশ্চর্য্যং নিজভুজবলৈঃ কিং কৃতং রামনাম্না॥ ৪৭৭॥

কপিশিশু সঙ্গেলৈয়া শ্রীরঘুনন্দন। সাগরেতে যদি সেতু করিল বন্ধন॥ তাহাতে হে কহ কপি কি হইতে পারে। পিপীলায় মাটিতুলে অদ্রিতুল্য করে॥ যদি কহ হনূ হৈতে লঙ্কা দগ্ধহয়। অগ্নির প্রভাবে পুরী হৈল ভস্মময়॥ নিজভুজ বলে সেই রামরঘুপতি। আশ্চর্য্য কি শৌর্য্যকর্ম্ম করেছে সম্প্রতি॥ ৪৭৭॥

অঙ্গদঃ। রেরে রাবণ শম্ভুশৈলমথনে প্রখ্যাতকীর্ত্তির্ভবান্, রামেযুদ্ধমিহেচ্ছতীদমুচিতং মন্যামহে কেবলং। রামস্তিষ্ঠতু লক্ষ্মণস্য ধনুষো রেখাপিনোলঙ্ঘিতা, তচ্চারেণ চ লঙ্ঘিতো জলনিধি র্দগ্ধা চ লঙ্কাপুরী॥ ৪৭৮॥

মহেশের এক শৈল করি উৎপাটন। ভুবনে বিখ্যাত তুমি হৈয়াছো রাবণ॥ রাম যদি যুদ্ধ ইচ্ছা করেন হেথায়। কেবল এরূপ ভবে মান্যকরা যায়॥ শ্রীরামের কথা হেথা নাহি প্রয়োজন। লক্ষ্মণের ধনুর্লেখা না হৈলে লঙ্ঘন॥ তুচ্ছ তার এক দূত পবন নন্দন। সমুদ্র লঙ্ঘিয়া লঙ্কা করেছে দাহন॥ ৪৭৮॥

যঙ্কিনাঃ কিলবাল তালতরবো রামেণ সাক্রিতৃচো, ভগ্নং মস্তপুরান্তকং শিবধনুস্তবীর্য্যা নুত্তীর্য্যতে। নানীদেভম

নাগতং শ্রুতিপথেস্বর্লোকধূমধ্বজ, পৌলস্ত্যঃ করকন্দু-
কীকৃতহর ক্রীড়াচলো রাবণঃ ॥ ৪৭৯ ॥

অতিক্ষুদ্র ছিল বটে ভূতাল সপ্তম। বিভেদ করেছে সেই রঘুর নন্দন॥ ভগ্ন কৈল পুরাতন শিব অজগব। তাহাতে তাহার বীর্য্য হইয়াছে উদ্ভব॥ কিন্তু এই কথা কেহ করেনি শ্রবণ। করেতে হরের গিরি তুলেছে রাবণ॥ স্বর্গলোকে ধূমধ্বজ তুল্য সেই জন। ভূমণ্ডলে খ্যাত আছে ব্রহ্মার নন্দন॥ ৪৭৯॥

অপিচ। অলম প্রস্তুতালাপৈঃ শ্রুত্বাপি মমবিক্রমং।
ইদানীং রঘুডিম্ভেন বদ কিং কর্ত্তু মিষ্যতে॥ ৪৮০ ॥

বৃথাবাক্যে আর কিছু নাহি প্রয়োজন। আমার বিক্রম যত করেছো শ্রবণ॥ সম্প্রতি রঘুর শিশু কি ইচ্ছা করেছে। কহ তুমি কপিশ্রেষ্ঠ তাহা মোর কাছে॥ ৪৮০ ॥

অঙ্গদ। স্বয়ূনাসাবসাপঙ্ক পঙ্কিলামসিবল্লরীং। কদু
ষ্কৈস্তুচ্ছিরোরক্তৈ রামঃ ক্ষালিতু মিচ্ছতি॥ ৪৮১ ॥

সূর্পনখার নাসামাংসে অসিপঙ্কময়। পূর্ব্বকালে করেছেন প্রভু দয়াময়॥ তব শিরো রক্ত লৈয়া ওহে দশানন। রঘুপতি ইচ্ছা কৈল অসি প্রক্ষালন॥ ৪৮২ ॥

রাবণঃ। শাখঃ কশ্চিত্তিরশ্চাং ত্বমসি ন বিদিতা স্তেপি
কীদৃক্প্রভাবা, স্তেবিঃ মাংনোবিদন্তি ত্রিভুবনজয়িনং
রামসুগ্রীব মুখ্যাঃ। তেষাং কিং কেনতানস্মিজ পরব-
লয়োস্তারতম্যং বিদিত্বা, সন্দিষ্টং দুষ্ট দূত ত্বরিতম
বিতথং তত্তদাবেদয়স্ব ॥ ৪৮২ ॥

কপি তুমি হবে কোন পশুর তনয়। সুগ্রীব প্রভৃতি রাম জান না নিশ্চয়॥ কিরূপ প্রভাব ধরে তাহারা তথায়। ত্রিভুবন জয়ী

আমি জানে না আমায়॥ উভয় পক্ষের বল হইয়া বিদিত। কি কহিল তারা মোরে কহত নিশ্চিত॥ ত্বরায় জিজ্ঞাসি আমি কপি তোর স্থানে। দুষ্ট দূত কহ তাহা মম সন্নিধানে॥ ৪৮২॥

অঙ্গদঃ প্রথমতঃ শ্রীরামপাদাস্ত্বামাদিশন্তি।

অজ্ঞ নাদশবাধিপত্যালভনাদস্মপরোক্ষেহৃতা,

সীতেয়ং পরিমৃচ্যতা মিতিবঁচো গত্বা দশাস্যং বদ।

নোচেৎ লক্ষ্মণমুক্তমার্গণ গলচ্ছেদোচ্ছলচ্ছোণিত,

চ্ছত্রাচ্ছন্নদিগন্ত মস্তকপুরং পুত্রৈর্যতোযাস্যসি॥ ৪৮৩॥

প্রথমেতে রঘুনাথ কহিল তোমায়। অজ্ঞানে অথবা আমি-পক্ষোর দ্বারায়॥ আমাদের অগোচরে লঙ্কেশ রাবণ। কাননে আসিয়া কৈলজানকী হরণ॥ পরিত্যাগ কর সীতা লঙ্কেশ এক্ষণে এই বাক্য কহ গিয়া রাবণের স্থানে॥ যদি সীতা পরিত্যাগ না করে রাবণ। তবেতার শিরোচ্ছেদ করিবেলক্ষ্মণ॥ সেইরক্তচ্ছত্রে দিক আচ্ছাদন হবে। পুত্র পৌত্রসহ সেই যমালয় যাবে। ৪৮৩

কুমারে লক্ষ্মণস্ত্বামাহ।

অর্থাৎ কুমার লক্ষ্মণ তোমাকে এই বাক্য কহিয়াছেন।

সীতাংমুক্ত্বা ভজস্ব রামচরণৌ রাজ্যং চিরং ভুজ্যতাং,

দেবাঃ সন্তু হবির্ভুজ পরিভবং মাযাতু লঙ্কাপুরী।

নোচেদ্বানরবাহিনীপতি মহাচঞ্চচ্চপেটাস্তরৈ,

স্তুত্ত্যমুষ্টিভিরেব সঙ্গরগত স্তৎফলং প্রাপস্যসি॥ ৪৮৪॥

তোমাকে কহিল পরে কুমার লক্ষ্মণ। জানকী ত্যজিয়া ভজ রামের চরণ॥ চিরদিন রাজ্যভোগ কর নিরন্তর। দেবগণে যজ্ঞভোগ করুক তৎপর॥ লঙ্কাপুরী পরিভব তব নাহি যাবে। স্বচ্ছন্দে আনন্দে রাজ্য চিরকাল রবে॥ সীতা পরিত্যাগ যদি না

কর রাবণ। বানরের অধিপতি আছে গতভয়॥ চপেটে মারিবে আর মুষ্টি প্রহারিবে। যুদ্ধগত হৈয়া তার ফল তুমি পাবে। ৪৮৪

দৃষ্টঃ শ্রীরঘুনন্দনো ননু বলৈর্বীর্য্যৈর্মহাদর্পিত, স্তল্লঙ্কেশ্বর মুঞ্চমান মখিলং শ্রুত্বা বধং বালিনঃ। সীতা মপয় রাক্ষসাধম পশো মগ্নোসি শোকার্ণবে, শক্রস্তে সমুপাগতস্তুতি হ কিং নো বুধ্যসে কেবলং॥ ৪৮৫॥

বীর্য্যবলে দর্পযুক্ত সেই দয়াময়। সুগ্রীব করিয়া দৃষ্ট কহিল তোমায়॥ অভিমান পরিত্যাগ কর দশানন। হৈয়াছিল বালি বধ করেছ শ্রবণ॥ পরিত্যাগ কর সীতা রাক্ষস দুর্জ্জন। শোকার্ণবে মগ্ন হবে পাষণ্ড রাবণ॥ সমাগত তব শত্রু এক্ষণে হেথায়। তাহা কি জান না তুমি রাবণ দুর্জ্জয়॥ ৪৮৩॥

অপৃষ্টো পিত্রামহং পিতৃবন্ধুবন্ধগাব্রবীমি।

রেরেরাবণ সর্ব্বলোক বিদিতঃ শ্রীরামনামানৃপঃ ত্বাং হন্তুং সমুপৈতি বানরচমূ মাদায় বদ্ধোদধিং। তেনাহং প্রহিত স্ত্বদীয়নিকটং মদ্বাক্য মাকর্ণ্যতাং, সীতাং দেহি ভজস্ব রামচরণৌ রাজ্যং চিরং ভুজ্যতাং॥ ৪৮৬॥

তবে তুই শোন্ ওরে রাক্ষস রাবণ। রামনামে নৃপমণি জানে সর্ব্বজন॥ কপি সেনাসহ সিন্ধু করিয়া বন্ধন। তোমার নিধন হেতু কৈল আগমন। পাঠালেন মোরে প্রভু তব সন্নিধান। মমবাক্য রাজা তুমি কর অবধান॥ জানকী ত্যজিয়া ভজ রামের চরণ॥ তবে সুখে রাজ্যভোগ করিবে রাবণ॥ ৪৮৬॥

রাবণঃ। মিথ্যোত্তম্ভিত তাত বিক্রমকথা বিস্তার বিস্ফারণং, তস্য ক্ষত্রিয়ডিম্ভকস্য চরিতৈশ্চিত্রৌ ময়েত্যাদৃশঃ। যদ্বাত্তস্য মুহুর্মহেশ্বর ধনুস স্যাদিকং

পায়সি, প্রায়স্তচ্ছবিচারস্তো ন মহিম প্রাগ্ভাব মা-

রোহতি ॥ ৪৮৭ ॥

তোমার তাতের যত বলযুক্ত কথা। তাহার প্রকাশ মিথ্যা না করিহ হেথা ॥ ক্ষত্রিয় তনয় সেই রামের চরিতে। আশ্চর্য্য হইবে সেটা তাহার সাক্ষাতে ॥ শিব ধনুর্ভঙ্গ আদি যে সকল হয়। বিচার করিলে তাহে মহিমা না রয় ॥ ৪৮৭ ॥

তয়োরুক্তি প্রত্যুক্তী।

ভগ্নং শম্ভুধনুর্ন নৈরুপহতং সংতাড়িতা তাড়কা,

সাপি স্ত্রীশ্বরতী খরপ্রভৃতয়ো বাপাদিতাস্তেঽর্ভকাঃ।

তালাঃ সপ্তহতাস্তৃণানি কিলতেবালীহতো হন্তোকপি,

বদ্ধো বারিনিধির্নিরুত্তরইতি শ্রান্তা ভবদ্রাবণঃ ॥ ৪৮৮ ॥

মহেশের ধনুর্ভঙ্গ কৈল রঘুবর। যুণেজীর্ণ করেছিল কহে লঙ্কে-শ্বর ॥ তাড়কা বিনাশে সেই শ্রীরঘুনন্দন। স্ত্রীলোক ছিল সেটা কহিল রাবণ ॥ বিপিনেতে বধ কৈল খরাদি প্রভৃতি। অতি শিশু ছিল তারা কহে লঙ্কাপতি ॥ শ্রীরামের বাণে হত সপ্ততাল হয়। তৃণমাত্র ছিল তাহা লঙ্কাপতি কয় ॥ বালিবধ করেছেন প্রভু রঘুনাথ। বানর আছিল সেটা কহে লঙ্কানাথ ॥ সম্প্রতি শ্রীরাম কৈল সমুদ্র বন্ধন। শুনিয়া উত্তর দিতে না পারে রাবণ ॥ ৪৮৮ ॥

রাবণং নিরুত্তরীভবন্তং দৃষ্ট্বা তদাচ্ছাদনায় প্রহস্তঃ।

ব্রহ্মমধ্যয়নায় নৈষসময় স্তূষ্ণীং বহিঃ স্থীয়তাং, স্বল্পং

জল্প বৃহস্পতে জড়মতে নৈষা সভা বজ্রিণঃ। বীণাং

সংবৃণু নারদ স্তুতিকথালাপৈরলং তুম্বুরো, সীতারল্লক

ভল্লভগ্নহৃদয়ঃ স্বস্থো ন লঙ্কেশ্বর ॥ ৪৮৯ ॥

প্রহস্ত নামেতে রক্ষ বিধাতারে কয়। এসময়ে প্রাঠকরা উপযুক্ত নয়॥ মৌন হৈয়া বহি দেশে যাহ প্রজাপতি। অতিঅল্প কথা কহ ওহে বৃহস্পতি॥ ইন্দ্রের নহেক সভা জানিবে নিশ্চয়। অধিক জল্পনা হেথা উপযুক্ত নয়॥ নারদ করহে তুমি বীণা সম্বরণ। স্তুতি আলাপেতে আর নাহি প্রয়োজন॥ জানকীর বাক্যে হৈয়া জ্বলন্ত শরীর। লঙ্কাপতি অদ্য নাহি আছেন সুস্থির॥ ৪৮৯॥

সুস্থো ন লঙ্কেশ্বর ইতি প্রচ্ছাদয়িতুং সএব.হ।
প্রতাপং সংসোঢ়ুং রবিরপিদশাস্যস্য শংকতো নিমজ্জত্যম্মজ্জত্যপর জলধৌ নবসহসা। হরিঃ শেতে সিন্ধৌ
নিবসতি হিমাদ্রৌ স্মরহরঃ সুরজ্যেষ্ঠো ধাতানহি
সরসিজং মুঞ্চতিতরাং॥ ৪৯০॥

রাবণের তাপ কথা সহ্যতা না হয়। উদয় পাইয়া সূর্য্য সাগরে লুকায়॥ ক্ষীরোদ সাগরে পড়ে কমলার পতি। হিমালয়ে মহাদেব করেন বসতি॥ সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা যিনি আপনি ত্বরায়। পদ্মাসন পরিত্যাগ না কৈল তথায়॥ ৪৯১॥

অঙ্গদঃ। রেরেরাক্ষসরাজ মুঞ্চ সহসা দেবীহিমাং মৈথিলীং, মিথ্যা কিং নিজপৌরুষ প্রকটয়ন্ প্রাগল্ভ্যমভ্যস্যসে। এনাং পশ্যসি কিং ন কিন্নরগনৈ ক্রুদ্ধীতদোর্বিক্রমাং, সেনাং বানরভর্তৃকুক্কুট ভুজস্তৈক্ষ্ণ
গর্জ্জিরাংপুরঃ॥ ৪৯১॥

সহসা জানকী ত্যজ রাবণ রাজন। মিথ্যা কেন পুরুষত্ব কর প্রকাশন॥ বানরের অধিপতি সুগ্রীব রাজন। বাহুবলে ভয়ানক তার সেনাগণ॥ অগ্রে কি দেখনি তাহা তুমি লঙ্কেশ্বর

বাহুর বিক্রম লোয় বাদের কিন্নর ॥৪৯১ ॥

রাবণঃ। এতেতেমমরাইবঃ দ্বরেন্তের্দ্দোর্দ্দণ্ডখণ্ডনঃ

সোহহং সর্ব্বজগৎ পরাভব করো লঙ্কেশ্বর রাবণঃ।

সেতুং বদ্ধমহংশৃণোমিকপিভিঃ পশ্যামিলঙ্কাংবৃতাং

জীবদ্ভির্নচদৃশ্যতে কিমথবাকিমামশ্রুণ্যতে ॥ ৪৯২ ॥

ইন্দ্রের দোদণ্ড খণ্ডে এই মম কর। ভুবন বিজয়ী আমি সেই লঙ্কেশ্বর ॥ সাগরেতে সেতুবন্ধ করেছি শ্রবণ। বানরে ব্যাপিল লঙ্কা করিনু দর্শন ॥ জীবিত থাকিলে কতকত দেখা যয়। অথবা কর্ণেতে বল কি না শুনা যায় ॥ ৪৯২ ॥

অঙ্গদঃ। রেরেরাবণ দীনহীন বিমতে রামোপি কিং মানুষঃ, কিংরম্ভাপ্যবলাকৃতং কিমুযুগং রামোপি ধর্ম্মীকিমু। কিংগঙ্গাচনদী গজঃসুরগজো প্যুচ্চৈঃশ্রবা কিংহয়, ত্রৈলোক্যপ্রকটপ্রতাপ বিভবঃকিংরে হনূমান কপিঃ ॥৪৯৯ ॥

দীনহীন হতবুদ্ধি তুইরে রাবণ। মনুষ্য কি সেই রাম শ্রীরঘুনন্দন ॥ রম্ভাকি সামান্যা নারী এই জ্ঞান হয়। সত্য আদি চারিযুগ কৃত কারো নয় ॥ মদন সামান্য হস্তী নহেক নিশ্চয়। গঙ্গা কি সামান্য নদী এই জ্ঞান হয় ॥ সুরগজে গজজ্ঞান ন হ কদাচন। উচ্চৈশ্রবা অশ্ব কভু নহেক রাজন ॥ যাহার প্রতাপ ব্যাপ্তি ভুবন ময়। সেই হনূ কপি নয় জানিবে নিশ্চয়। ৪৯৩।

উপদ্গাতস্মত হনূমচ্চরিতো রাবণঃ।

যেনাদীহিমমাপ্রতঃপুরমিদং চাক্ষোবলীলীলয়া, যেনা দ্রীরিচাপর্বতস্য কুহরং চাভারিবৈরাক্ষসৈং যেনা ভাগ্নিমহাবনং বপিবরেণাজারি বারং নিশি, সভুলো

উবস্তাং নৃপস্য কটকে বীরোঽস্তি কিঙ্গাঙ্গদ ॥ ৪৯৪ ॥

মম অগ্রে পুরীদগ্ধ করেছে যেজন। লীলায় বধিল মম অক্ষয় নন্দন ॥ বিনাশ করিল যত রাক্ষসের চয়। অগ্নিগৃহ পরিপূর্ণ করেছে নিশ্চয়। মহাবন ভগ্ন কৈল হেথায় যেজন। অনায়াসে কৈল সেই সমুদ্র তরণ ॥ সুগ্রীবের সেনামধ্যে তার তুল্যবীর। আর যতজন আছে কহ তুমি স্থির ॥ ৪৯৪ ॥

অঙ্গদঃ। যোঽস্মাকং মদীদহৎ পুরমিদং যোঽদীদলৎ কাননং, যোঽক্ষং বীরমসীবধদ্বিপিরিপুরীং যোঽবীতর রাক্ষসৈঃ। সোঽস্মাকং কটকেকদাচিদপি নো বীরেষু সম্ভাব্যতে, দূতস্তেন ইতস্ততঃ প্রতিদিনং সংপ্রেষ্যতে প্রেষ্যবৎ ॥ ৪৯৫ ॥

তোমাদের মধ্যে হেথা আসিয়া যে জন। পুরীদগ্ধ কৈল আর ভাঙ্গিলেক বন ॥ নিশাচর বিনাশিয়া অগ্নি পূর্ণকরে। অক্ষয় নন্দন তব প্রাণে সেই মারে ॥ আমাদের সৈন্যমধ্যে বীর যত জন। তাহার মধ্যেতে তার না হয় গণন ॥ দূতহৈয়া প্রতি দিন হেতা সেতা যায়। ভৃত্যতুল্য থাকে সেটা কহিনু তোমায়॥৪৯৫

রাবণঃ। জ্ঞাতং রামস্য বৈদগ্ধ্যং যেন দূতঃ কৃতোভবান্। ত্বয়ি দূতগুণঃকোবাস্তব্যো বিক্রমনেচর ॥ ৪৯৬ ॥

শ্রীরামের বিদ্যা যত জ্ঞাত হৈনু আমি। যেজন হইতে কপি দূত হৈলে তুমি ॥ দূতের কি গুণ আছে তোমাতে মর্কট। কহ দেখি তাহা কপি ত্যজিয়া কপট ॥ ৪৯৬ ॥

অঙ্গদঃ। সন্ধৌবা বিগ্রহেবাপি ময়িদূতে দশানন। অক্ষতোবাক্ষতোবাপি ক্ষিতিপাঃ লুঠিত্যসি ॥ ৪৯৭ ॥

সন্ধি হয় কিম্বা কোন অরির ভবনে। আমিদূত হৈয়া যদিযাই

সেই ক্ষণে ॥ কতথাক কিম্বা নাহি থাক দশানন। ধারার উ-
পরে অদ্য লুঠিবে রাজন ॥ ৪৯৭ ॥

রাবণঃ। রেরেপশুকীশ সুবেলকটকান্তেতাপসৌবা-
রয়, প্রাণৈর্বাবিনিযোজয়াগ্নিজতনুং গচ্ছেতিশীঘ্রং বদ।
উন্নিদ্রঃ সমদ সম অনিকটে বীরোহস্তি কুম্ভঃ স্বয়ং,
লঙ্কালঙ্কৃতকঃ সুরেন্দ্রভবনাকাঙ্ক্ষী কৃতোরাবণঃ।৪৯৮

সুবেল হইতে ওরে বালির নন্দন। নিবারণ কর সেই তপস্বী
দুজন ॥ নিজদেহে প্রাণতারা করিয়া স্থাপন। শীঘ্র গিয়া কহ
তুমি করুক গমন ॥ নিদ্রাযুক্ত আছে হেতা কুম্ভকর্ণ বীর অহ-
ঙ্কারে মত্ত সদা অত্যন্ত গভীর ॥ সেই বীর হয় এই লঙ্কারভূষণ।
ইন্দ্রের আলয় মোরে দিয়াছে যেজন ॥ ৪৯৮ ॥

অপিচ। অয়ময় মতিদুষ্টো হন্যতাংহন্যতামিত্যতি
হিতবচিকোপাদ্রাবণৈবালীসূনুঃ। পৃষ্ঠভুজমথরক্ষো-
বৃন্দ মুক্ষুন্নসৌধং চরণতলনিপাতৈশ্চূর্ণয়িত্বোৎপপাত। ৪৯৯

অতিদুষ্ট দূত এই কপি দুরাশয়। মারমার এই বাক্য ক্রোধে
রাজা কয় ॥ সেই কথা শুনে যত রাক্ষস নন্দন। অঙ্গদের বাহু
তারা কৈল আকর্ষণ ॥ দূরীভব করিসব রাক্ষসতনয়। পদাঘাতে
চূর্ণ কৈল রাজার আলয়। ৪৯৯ ॥

অথাঙ্গদো রাম সন্নিধৌ গত্বা কথয়তি।

গণয়তি হিতবাক্যং রাবণোনৈবদর্পাত্তবভুজবলবহ্নৌ
প্রাপ্তকালঃপতঙ্গঃ। তমযমুদিত সেনাচক্রসংপূর্ণ যুদ্ধং,
রঘুকুলনৃপবীর ক্ষুণ্ণশীর্ষং বিধেহি ॥ ৫০০ ॥

শুন প্রভু রঘুনাথ করি নিবেদন। অহঙ্কারে হিত কথা না শুনে
রা ॥ তব ভুজবল বহ্নি আছে দীপ্তমান। তাহাতে হইবে

অগ্নি পতঙ্গ সমান ।। আচ্ছাদিত আছে যুদ্ধে তার সেনাগণ। মস্তক ছেদিয়া কর তাহারে নিধন ।। ৫০০ ।।

তৎশ্রুত্বারামঃ। কাকুৎস্থঃ সবিশেষ মঙ্গদমুখাদাকর্ণ্য
লঙ্কাপতে, র্বৃত্তং সমাসনং কুলক্ষবিভবং চক্রেবিমর্ষং
মুহুঃ। শ্লাঘ্যোহয়ং দশকন্ধরোমমরিপুর্দৃষ্টাচমদ্বিক্রমং,
বৈদেহী ন মম পত্তা যদমুনামুক্তাচদাহঙ্কৃতিঃ ।। ৫০১ ।।

রাবণের সবিশেষ বৃত্তান্ত সম্পন্ন। অঙ্গদের মুখে রাম শুনিয়া তাবৎ ।। অত্যন্ত করিয়া ক্রোধ প্রভু রঘুবর। রাবণেরে এই বাক্য কহিলা তৎপর ।। শ্লাঘ্য বটে মমরিপু রাজা দশানন। অদ্যাপি না কৈল মোরে সীতা সমর্পণ ।। আমার বিক্রম দেখে সেই লঙ্কাপতি। অহঙ্কার পরিত্যাগ না কৈল দুর্মতি ।। ৫০ ।।

ততোলঙ্কায়াং নিজ রাজমন্দির শিখারমারুহ্যরাবণঃ।
লঙ্কায়াঃ কৃতবানয়ং হিবিকৃতি দগ্ধাপুচ্ছঃ পুরা,
সোপ্যেষ প্রতিভাতি কালদণ্ডো নূনং নভস্বৎসুতঃ।
শ্যামঃ কাম সমাকৃতিঃ শরঃসর্পতে স সীতাপ্রিয়ঃ,
প্রত্যেকং রিপুমৈক্ষ্যতেতি নিগদন্ম ক্ষস্থিতো রাবণঃ। ৫০২।

লঙ্কার বিকৃতি কৈল পবন নন্দন। পূর্বে হৈয়াছিল পুচ্ছ ইহার দাহন ।। সেই বীর হনুমান্ বায়ুর তনয়। কালসম হৈয়া এই হেথা দীপ্তি পায় ।। কন্দর্প সমান তনু শ্যামলবরণ। সেই সীতা পতি ধনু করেছে ধারণ ।। একে একে সব বৈরি দেখে লঙ্কেশ্বর। মঞ্চেতে থাকিয়া ইহা কহিল তৎপর ।। ৫০২ ।।

অত্রান্তরেঽঞ্জলিং বদ্ধ্বা মন্দোদরী বৈরিবিদ্রাবণং বিজ্ঞাপয়তি।
ত্বংব হৃদ্ধৃত চন্দ্রশেখরগিরি ভূতাজগস্তম্ভকঃ,
পুরঃশক্রজয়ীরিপুঃসরলধীনূনং বলীবালিজিৎ। (১২)

তঁপ্রাজস্রবলাবলাদপহৃতা দেব্যাস্য সাজানকী, লঙ্কায়াং বসতীত্যুবাচ বচনং মন্দোদরীমন্দিরে॥ ৫০৩ ॥

হরের অচল তুমি করেছো ধারণ। তব সহোদর করে ভুবন ভোজন॥ ইন্দ্রজয়ী মেঘনাদ তোমার সন্তান। বালিজয়ী রিপু তব অতি বলবান॥ নিবেদন করি আমি শুনহে রাজন্। বলেতে অবলা তার করেছো হরণ॥ সেই হেতু সীতা দান কর রক্ষপতি। তবে সুখে কর তুমি লঙ্কায় বসতি॥ এইবাক্য মন্দোদরী আপন আলয়। প্রবেশ করিয়া সতী রাবণেরে কয়।৫০৩।

রাবণোনিজভুজাডম্বরং নাটয়ন্।

কিন্তে ভীরুভিয়া নিশাচরপতে নাসৌ রিপুর্মে মহান্, যস্যাগ্রে সমরোদ্যতস্য ন সুরাস্তিষ্ঠন্তি শক্রাদয়ঃ। মন্দোদর্গ্ধ কমণ্ডলোদ্যত ধনুঃ ক্ষিপ্তাঃস্বণাস্ত্রার্গণাঃ, প্রাণানস্য তপস্বিনঃ সপদিরণে নেষ্যন্তি পশ্যাধুনা॥ ৫০৪॥

ভয় কি তোমার প্রিয়ে লঙ্কাপতি কয়। মহারিপু রঘুপতি মোর কভু নয়॥ সমরে উদ্যত যদি হয় লঙ্কেশ্বর। মম অগ্রে নাহি থাকে ইন্দ্রাদি অমর॥ আমার বাহুর ধনু হৈতে ক্ষিপ্তবাণ। তাহাতে লইব আমি তপস্বীর প্রাণ॥ সম্প্রতি দেখিবে তাহা রণস্থলে তুমি। যথার্থ তোমাকে প্রিয়ে কহিলাম আমি॥ ৫০৪।

অত্রান্তরে বিরূপাক্ষনামামন্ত্রী প্রবিশ্য। জয়তি জয়তি দেবস্ত্রিদশাধিপমৌলি, মুকুটরত্নশীরাজিত পাদপীঠো রাবণ। রাজন্ সুখসুখাবাচো মধুরাঃ কস্য ন প্রিয়াঃ তাশ্চক্ষোদক্ষমাঃ কিন্তু নৈতাব্যসন সঙ্গমে॥

রাবণো ধৈর্য্যমবলম্ব্য।

মতির্বিপশ্চিতাং মন্ত্রো রতির্মন্ত্রো বিলাসিনাং।

পরাক্রমৈথ সারাণা মস্মাক মণিবল্লরী॥ ৫০৫॥

মন্ত্রের স্বরূপ হয় পণ্ডিতের মতি। রসিকের মন্ত্র জ্ঞানগর্ব্বদা স্ফুরতি॥ বলমাত্র সার আছে যাদের নিশ্চয়। সেই হেতু অস্ত্র মন্ত্র আমাদের হয়॥ ৫০৫॥

ততঃপ্রবিশতি মন্দোদরী।

বিভীষণো বৈরি বলং প্রবিষ্টো, নিদ্রাবশঃসীদতি কুম্ভকর্ণঃ। রাজাভিমানী পতিতঃ কলঙ্কে, লঙ্কেনিমগ্নাসি গভীরপঙ্কে॥ ৫০৬॥

ঐরিরণে বিভীষণ করেছে গমন। নিদ্রাবশে কুম্ভকর্ণ আছে আচ্ছাদন॥ অভিমানে কলঙ্কে পড়িল মমস্বামী। গভীর পঙ্কেতে মগ্না হৈলা লঙ্কা ভুমি॥ ৫০৬॥

ততোমায়াং নাটয়ন্তি রাবণঃ।

অথদশবদনোনাহমং রামসৌমিত্রিমায়া, বিরচিতশির সীতেতৎকৃপাণদীর্ণে। গলদবিরিভরেক্ত প্রেতপর্য্যন্ত, নেত্রে, জনকদুহিতুরগ্রে স্থাপয়ামাস পাপঃ॥ ৫০৭॥

পশ্চাতে পাপাত্মা সেই দুষ্ট দশানন। রাম লক্ষ্মণের মাথা করিয়া রচন॥ কৃপাণে করেছে ছিন্ন এই জ্ঞান হয়। অবিরত রক্ত ধারা গলিছে তাহায়॥ শবের নয়ন তুল্য মুদিত নয়ন। সীতা অগ্রে কৈল সেই মস্তক স্থাপন॥ ৫০৭॥

তদ্দৃষ্টা জানকী সবাষং।

অহহ জনকপুত্রী ফুল্লরাজীবনেত্রা, নয়নসলিলধারা বর্ষনির্ভিন্নহারা। রমণ মরণভীতা মৃত্যুনাকিং নমীতা; হৃদয়দহনজালং সন্দহেত্বা বিশালং॥ ৫০৮॥

মরি মরি হায় হায় বিদেহনন্দিনী। প্রকাশিত সরোরুহ সুমান

পরমা॥ নয়ন সলিলে ধারা বহে অনিবার। তাহাতে হইল ব্যাপ্ত হৃদয়ের হার॥ স্বামীর মরণে রামা পেয়ে অতি ভয়। হৃদ্‌ সহ সহমান সীতা সহমান হয়॥ ৫০৮॥

রামশিরঃ সমধিকৃত্য।

স্ফুরতি মধুরবাণী কিং ন বক্ত্রারবিন্দে, নয়নকমল-
যোঃ স্বেমোমদশ্রেবিলাসঃ। অময় পুরবধূনাং বল্লভো
হ্যাসিভূশো, ব্রজতিপরমহংসং সেয়মালিঙ্গনৈস্তে।৫০৯

রামের বদন লৈয়া জনকের সুতা। দৃষ্টি করি কহিলেন এই-রূপ কথা॥ তব এই পদ্মমুখে ওহে গুণমণি। আর কি কহিবে নাথ সুমধুর বাণী॥ ও নয়নে পুনঃ আর না দেখিবে মোরে। সুরবধূ স্বামী হৈল অদ্য স্বর্গপুরে॥ পরমহংস প্রাণনাথ পাইয়া আলয়। আলিঙ্গন দিবে তারা তোমার হৃদয়॥৫৯০॥

ইতি রামশিরঃ সমালিঙ্গ্য প্রাণপ্রয়াণং নাটয়তি আকাশে।

নখলু নখলু সীতে রাম ভূপালমৌলিঃ, সমরশিরসি-
মধ্যে ন প্রিয়তে কদাচিৎ। স্পৃশকথমপিমাতর্মানি
শাচারিণস্তং, হরিহরি হরভক্তৈস্ত্যযমায়াবতারঃ॥ ৫১০॥

অকস্মাৎ দৈববাণী আকাশেতে হয়। শ্রীরামের মৌলি সীতা কথন এনয়॥ সমরের মধ্যে তব স্বামীর মরণ। জানিহ বিদেহ বালা নহে কদাচন॥ স্পর্শন করোনা তুমি শুন মহামায়া। হায় হায় এ সকল রাবণের মায়া॥ ৫১০॥

সরমা। বিরমবিরমশোকাৎ কোপমানোদ্যারামঃ, সত্ত
ময় পরুষবক্তুং রাবণং মর্দ্দয়িত্বা। বলিভিদুপলনীলঃ
কোমলাঙ্গি, ত্বদরমধুপানঃ স্বীকরিষ্যত্যজস্রং॥ ৫১১॥

সম্বরণ কর শোক জনক নন্দিনী। কোপযুক্ত হৈয়া অদ্য রাম

রমণি॥ সপুত্র রাবণ ধ্বংস করিয়া বিধান। তোমার অধরামৃত করিবেন পান॥ ৫১১ ॥

রাবণঃ স্বগতং। পুনরপি মায়াধারিণা সুমাগন্তব্য মিতি তথা করোতি।

ভেরীনিঃস্বানশঙ্খধ্বনি গজ তুরগস্যন্দনস্ফীতনাদৈং,
সানন্দং রাক্ষসেন্দ্রঃকটকভটভুজাস্ফাল কোলাহলেন।
লঙ্কামাপূর্য্যকামং স্বয়মতনয়পো রাঘোব রাবণস্য,
ছিন্নামস্কন্ধে দধানঃশিরসিরুচক সমুকেতুঃপঞ্চপক্ষ৫১২

শঙ্খধ্বনি হৈল আর ভেরীর নিস্বনে। গভীর নিনাদ করে অশ্ব গজগণে॥ সানেন্দর উচ্চৈঃশব্দ হয় সেই কালে। কোলাহল ধ্বনি হৈল কটকের দলে॥ এই শব্দে লঙ্কাপূর্ণ করিয়া রাবণ। শ্রীরামের মূর্ত্তি কৈল আপনি ধারণ। রাবণের মুণ্ডচ্ছেদ করিয়া তথায়। কেশজালে বন্ধ করি লইল মাথায়॥ ৫১২॥

এবম্ভুতঃ পুনরপ্যশোকবনে সীতাভিমুখমগাত্ রাবণঃ।
সাক্ষাদালোক্যহর্ষাজবাটিতিকুচন্দটীতারনম্যাপিরামং,
সোথায়োদন্তদোর্ভ্যাং ধরদলিত কুচাগ্রভাগ চোলাম্ন
ভাঙ্গী। ধন্যাহং প্রাণনাথ ত্যক্ত জনিচয় ছিন্নশীর্ষাণি
গাঢং, মামালিঙ্গাদ্যদ্যেষং ভছি বিরহ মহাপাতকঃ
শান্তিমেতু॥ ৫১৩ ॥

ভ্রমভারে মগ্ন হৈয়া বিদেহ নন্দিনী। সাক্ষাতে দেখিল সীতা রাম রঘুমণি॥ আহ্লাদে আকুল হয়ে করিয়া উত্থান। বসনেতে স্তনদ্বয় কৈল সমাধান। ধন্য আমি প্রাণনাথ করি নিবেদন। রাবণের ছিন্নমাথা করহে মোচন॥ দুঃখত্যক্তে মোরে নাথ কর আলিঙ্গন। বিরহ পাতক অদ্য হৈল সমাপন॥ ৫১৩॥

আকাশে। মন্দোদরী রঘুশরাহত রাক্ষসেন্দ্রং, চুম্বি-
ষ্যতি ত্বমপিবেৎসিত্তু তত্ররামং। জানীহি রাক্ষসপতি
র্নহিরামভদ্রো, মায়াময়েনবপুষাবিদধচ্ছিরাংসি ॥ ১৪

অকস্মাৎ আকাশেতে হৈল দৈববাণী। শ্রবণ করিল তাহা বিদেহ নন্দিনী॥ শ্রীরামের শরেহত হৈবে দশানন। সেইকালে মন্দোদরী করিবে চুম্বন॥ তখনি জানিবে তুমি, শ্রীরামে নিশ্চয় রাক্ষসের পতি এই রাম কভু নয়॥ মায়াময় দেহধরি দুষ্ট দশানন। ছিন্নমাথা মস্তকেতে করেছে ধারণ॥ ৫১৪॥

ভবতুরণস্থলীষু তাপসদ্বয়ং নিহত্যা বৈদেহীকেলীকলা
কুতূহল মনুভবামীতি নিষ্ক্রান্তঃ। নেপথ্য। ভোভো-
বীরাঙ্গদবানরভটা নহিঅদ্যরাত্রৌ খলুশাবধানৈঃ
স্থাতব্যং। অদ্য রাবণ প্রস্থাপিতা প্রভঙ্গনীরাক্ষসী-
নিশিশয়ানৌ রামলক্ষ্মণৌ হরিষ্যতীতি বিভীষণো
বদতী। ততোনিশিপ্রবিশ্য প্রভঞ্জনী স্বগতং। উৎখাত
দারুণ সুতীক্ষ্ণ কৃপাণপাণি বীরাটবীষুনিশি নিভরতঃ
শয়ানং। হাহাসুদর্শন পরিভ্রমণেন গুপ্তং রামং বিহন্মি
কথনদ্যাবরং বরকৌ॥ ৫১৫॥

সুতীক্ষ্ণ কৃপাণধারী কটকের বন। তারমধ্যে নির্ভয়েতে শ্রীরঘুনন্দন॥ শয়নে আছেন এই রাম রঘুবর। রক্ষা হেতু সুদর্শন ভ্রমে নিরন্তর॥ হায়হায় হেন রাম কমললোচন। কিরূপে ইহাকে আমি করিব নিধন॥ ৫১৫॥

তদাত্বা সক্ষেরমেব নিবেদয়ামিতি। যথা।
ততো লঙ্কায়াং প্রবিশ্য প্রভঞ্জনী জয়তি।
লঙ্কানাথ রাজন্ সুদর্শন চক্রংঃ ভ্রমণেন রক্ষিতং রাম

ভদ্রং নিশিহন্তুং ন শক্যতে। ততোরাক্ষসঃপ্রাক্তৈম রামলপ্রণয়িনঃকার্য্যাঃরাবণঃ। সত্য মেতৎতথা করোমি

যুদ্ধোপক্রমঃ।

সুগ্রীবো রাজলক্ষ্মী পরিমিলিত বপুর্বালিপুত্রঃ কুমারঃ
শ্রীগম্ভীরাভিরামঃ প্লবগপরিবৃঢ়াঃ প্রৌঢ়িমারূঢ়বন্তঃ।
উল্লঙ্ঘ্যোল্লঙ্ঘ্য লঙ্কাংজলনিধি পরিধীভূতভূরি প্রভাবং
সর্বেসর্বামুথর্বাং পিদধুরথরথেরাক্ষসানক্ষোভয়িত্বা॥৫১৬

বানরের অধিপতি সুগ্রীব রাজন। রাজলক্ষ্মী সেই কপিকরিছে ধারণ॥ কুমার অঙ্গদ সেই বালির তনয়। আর যত অন্য অন্য কপি সেনাচয়॥ সমুদ্রে বেষ্টিতা ছিল হেন লঙ্কাপুরী। লঙ্ঘন করিয়া তাহা সেই সব হরি॥ পরাভব করি সব রাক্ষসের গণ। সকল বানরে ল ◌াকৈল আচ্ছাদন॥৫১৬॥

প্রাকার কুটাদুপলান্ পলাশৈর্নিপাত্যমানান্ প্রতি
গৃহ্যদোর্ভ্যাং। তৈরেবসৌধানিব ভঙ্গুরুচ্চৈঃপ্লবঙ্গমাঃ
কম্পকরাঃ ক্ষিপন্তঃ॥৫১৭॥

প্রাচীর হইতে যত রাক্ষসের গণ। কটকের দলে করে পাষাণ পতন॥ করে ধরি সেই শিলা করিয়া গ্রহণ। রাজার ভবন ভাঙ্গে বানরের গণ॥৫১৭॥

রাবণঃ শ্রীরামস্য কটকং দৃষ্ট্বাতদা গমন দিনং মহোদরং
পৃচ্ছতিস্ম। ততো মহোদরঃ।

ন্যঞ্চৎ ভুবনত্রয়ং চলৎ ক্ষিতিধরং ক্ষুভ্যৎসমস্তার্ণবং,
ত্রস্যদ্দৈবিবধূ বিলোচনজলৈঃ প্রায়েরু বর্ষোদ্গমং।
প্রোদঞ্চৎকপিবাহিনীকপিভটব্যাধূতধূলীপট, চ্ছন্নাদি
ত্যপথং কথং ন বিদিতংতজ্জৈত্রযাত্রাদিনং॥৫১৮॥

শুনতবে মহারাজ করি নিবেদন। নিম্ন হৈয়াছিল এই পৃথিবী যখন॥ আন্দোলন হৈয়াছিল যে দিন অচল। ক্ষোভিত হইল যবে সমুদ্র সকল॥ ত্রাসযুক্ত হৈয়া যত বৈরি বধূগণ। নয়ন জলেতে কৈল যখন বর্ষণ॥ কপির গমনে যবে হৈল ধূলী ময়। তাহাতে সূর্য্যেরপথ আচ্ছাদন হয়॥ তাহা কি জাননা তুমি লঙ্কেশ প্রবীণ। শুভক্ষণে যাত্রা কৈল রাম সেই দিন। ৫১৮

রাবণঃ। ক্বাজ্ঞা রচিত লক্ষ্মণো রাম আস্তে। মহোদরঃ।

ক্রুভঙ্গাবদ্ধসিন্ধু রঘুপতিরবতাদ্বন্দিনাবেদিতোহসৌ,
বিষ্টস্তে মাতুলস্তত্বচি পুনরনুজে মন্ত্রিনিপ্রস্তকর্ম্মা।
বাণেদত্তার্দ্ধ দৃষ্টিস্তবভয় পিশুনে লক্ষ্মণে সস্মিতোয়ং,
সুগ্রীবগ্রীব বাহুঃ কৃতচরণতরুঃ সাঙ্গদেবায়ুপুত্রে। ৫১৯

ভ্রূভঙ্গে সমুদ্রবন্ধ কৈল রঘপতি। রাক্ষসের কুলরক্ষা করুণ সম্প্রতি॥ যার সন্নিধানে স্তবকরে বন্দিগণ। তব মাতুলের ত্বচে বসেছে সে জন॥ বিভীষণে সব কর্ম্ম করিয়া অর্পণ। কটাক্ষে করেন বাণ আপনি দর্শন॥ তব ভয়ে সশঙ্কিত সুমিত্রা নন্দন। হাসিয়া কহেন তারে ভয় কি লক্ষ্মণ॥ সুগ্রীবের স্কন্ধে বাহু করিয়া অর্পণ। অঙ্গদ হনূর কোলে রাখিলা চরণ॥ ৫১৯॥

রাবণঃ। সাভাসূয়ং। আঃ কিমিতি বল্লাসে পশ্যাদ্য
মেবাহুবীর্য্যমিতি সংগ্রামবন্তরনংনাটয়তি।
বিভীষণঃঅত্রাবসরে প্রাহ।

সংভূয়গ্রসতং পয়োধিসহরী পুষ্টৈস্তুরিব প্রাবৃতা, লঙ্কা
বাবরবৃণৈপঃ শিখিশিখা ভঙ্গীপিশঙ্গোজ্জ্বলৈঃ। বৈদে-
হী বিরহব্যথৈক বিধুঃ ক্লিষ্টাহথ লঙ্কেশ্বরঃ, সোহয়ং
সংপ্রতি রাজপুত্র কটকাটোপঃ সমুজ্জৃম্ভতে॥ ৫২০॥

হটাৎ মিলিয়া যত কপি সেনাচয়। আচ্ছাদন কৈল গিয়া লঙ্কা পুরীময়॥ সমুদ্র তরঙ্গ তুল্য সেই সৈন্যগণ। শিখীর শিখণ্ড সম পঙ্গল বরণ॥ সীতার বিরহে ব্যথা পাইয়া রাবণ। ক্লিষ্ট হইয়া আছে সেই দুষ্ট দশানন॥ সংপ্রতি রাজার পুত্র প্রভু দয়াময়। তাহার কটক হৈল সমরে উদয়॥ ৫২০॥

ততশ্চ। আকণ্ঠং পিহিতবপুর্বিশালবক্ষাঃ, প্রাকারবাতি করজাগ্রক্রকমূর্দ্ধা। উদ্দামে নভসি যথৈক সৈংহিকেক, দৈত্যেরেকো রজনিচরো ব্যতর্কিলোকৈঃ॥ ৫২১॥

কণ্ঠাবধি ব্যাপ্ত বপু করিয়া ধারণ। বিস্তারিত বক্ষঃস্থল দুর্জ্জয় রাবণ॥ প্রাচীর সমূহ যেন মস্তক সকল। তাম্রাক্ত আছয়ে সব অত্যন্ত প্রবল॥ রাহু যেন হৈল আসি গগনে উদয়। এইরূপে বিতর্কণা লোকে করে তায়॥ ৫২১॥

মহোদর প্রাহ।

অগ্রেসরী রঘুপতেঃপরিনদ্ধপাক, কিম্পাকপাটলমুখী কপিবীরসেনা। নিঃশেষমাপিবতিরাক্ষস বীরচক্রং, প্রাতঃপ্রতৈবতপনস্য তমিস্রজালং॥ ৫২২॥

শ্রীরামের অগ্রসর কপি সেনাগণ। পাটল বরণ মুখ যুদ্ধে বিচক্ষণ॥ নিঃশেষ করিয়া রক্ষ করিল নিধন। প্রভাতে তিমির সূর্য্য বিনাশে যেমন॥ ৫২২॥

যুধিহতেষু রাক্ষসেষু রাবণঃ। ভোভো মন্ত্রিণঃপ্রবোধ্য তাময়মনগ্র জন্মা কুম্ভকর্ণঃ। মন্ত্রিণঃ। যদাজ্ঞাপয়তি দেব, ইতি তথা কুর্ব্বন্তঃ রাবণঃ স্বগতং॥

ন্যক্কারোহ্যয়মেবমেবদরয়ন্তত্রাপ্য সৌতাপসঃ, সোপ্য হৈবনিহন্তি রাক্ষসকুলং জীবত্যহো রাবণঃ। ধিক্‌ধিক্

শক্রজিত্তং প্রবোধিতবতা কিং কুম্ভকর্ণেনবা, স্বর্গগ্রামটি
কাবিলুণ্ঠন কৃতোচ্ছৈনৈঃকিমেভির্ভুজৈঃ ॥৫২৩॥

অদ্যাবধি এই ধিক্ দিন আপনার। হইল সমূহ শত্রু জগতে আমার॥ অন্য কেহ বৈরি হলে খেদ নাহি হয়। তপস্বী হইল বৈরি দুঃখ হয় তায়॥ অন্যত্র থাকিয়া যদি সাধিত মোরে বাদ। তাহা নয় সন্নিধানে করিল প্রমাদ॥ সমূলে রাক্ষসকুলে করিল নিধন। কি আশ্চর্য্য বেঁচে আছি আমি দশানন॥ ধিক্ ধিক্ ইন্দ্রজিত কি কহিব তোরে। জাগিয়া বা কুম্ভকর্ণ কি করিতে পারে॥ স্বর্গপুরী বিলুণ্ঠন করে যমস্কর। তাহাতে কি হইতে পারে কহে লঙ্কেশ্বর॥৫২৩॥

দত্বা সংতপ্ততৈলানি কুম্ভকর্ণস্য কর্ণয়োঃ।
নিদ্রাপরিচ্ছিন্নং চক্রুস্তমমাত্য পুরোহিতাঃ॥৫২৪॥

নিদ্রাচ্ছন্ন কুম্ভকর্ণ ছিল শয্যোপরে। তপ্ততৈল দিয়া তার কর্ণের কুহরে॥ পুরোহিত আর যত মন্ত্রি বন্ধুগণ। সকলে তাহার নিদ্রা করিল ভঞ্জন॥৫২৪॥

বিনিদ্রঃ কুম্ভকর্ণো রাজসমীপ মুপেত্য। জয়ন্তি
জয়ন্তি প্রথম পৌলস্ত্যপাদাঃ।

যদ্যপি ক্ষিতিপালানামাজ্ঞা সর্বত্রগা স্বয়ং। তথাপি
শাস্ত্রদীপেন চরত্যেব মতিঃ সতাং॥৫২৫॥

যদ্যপি নৃপের আজ্ঞা সর্ব্ব স্থানে জয়। তথাপি সতের মতি শাস্ত্রে শুদ্ধে হয়॥৫২৫॥

ইতি ভ্রাতৃবচঃ শ্রুত্বা ভক্তোহ দশাননঃ।
শাস্ত্র নিঃসংশয়াবাচঃ সতাং ব্যসন দুর্লভঃ॥৫২৬॥

অনুজের সেই বাক্য করিয়া শ্রবণ। তাহার উত্তর দিল রাজা

যশোহন॥ শাস্ত্র অনুযায়ী কর্ম্ম দুঃখের সময়। পণ্ডিতের উপ যুক্ত কভু নাহি হয়॥ ৫২৬॥

উৎক্ষিপ্ত স্ফটিকাচলেন্দ্রশিরশ্রেণীবিমৃষ্টাঙ্গদৈ, রেভিঃ পীনস্তরৈঃ সুরাসুরজয় প্রাপ্তপ্রতিষ্ঠৈর্ভুজৈঃ। সংগ্রামে মম কুম্ভকর্ণ বিজয়ঃ কিন্তু ত্বদাড়ম্বর, প্রত্যাশাশিথিলো স্ম্যহং ব্রজপুনঃ স্বপ্নায় নিদ্রালয়ং॥৫২৭॥

শুন শুন কুম্ভকর্ণ ভ্রাতা মহোদর। সুরাসুর ভয়ে ধ্যাত আছে মম কর॥ মোর করে তুলছিল কৈলাস অচল। তাহাতে ঘর্ষণ হৈল মলয়া সকল॥ অতি স্থূল মম সেই সব বাহুচয় তাহাতে হইব আমি সমরে বিজয়॥ কিন্তু এই আড়ম্বর অদ্ভুত এবার। ইহাতে হয়েছে অল্প প্রত্যাশা আমার॥ শুন ভাই কুম্ভকর্ণ কহিনু তোমায়। নিদ্রাহেতু নিদ্রালয়ে যাহ পুনরায়।

কুম্ভকর্ণঃ। সীতাপ্রিয়শ্চ দলিতেশ্বরকার্ম্মুকশ্চ, বালি প্রহন্তা রচিতাম্বুধিবন্ধনশ্চ। রক্ষোহনশ্চ বিজিগীষু বিভীষণশ্চ, রামং নিহত্যচরণৌ তববন্দিতাহে॥৫২৮॥

জানকীর পতি সেই শ্রীরঘুনন্দন। মহেশের ধনুভঙ্গ করেছে যেজন॥ বিনাশিয়া বালিরাজে বাঁধিল সাগর। নিধন করেছে আসি রাক্ষস বিস্তর॥ যাহাতে বিজয়ী হৈল ভাই বিভীষণ। তাহাকে বধিয়া তব বন্দিব চরণ॥ ৫২৮॥

কিঞ্চ। দেবত্বং রাক্ষসেন্দ্র পরিহর তনবধিষঃ শোক শল্যং, হত্বাবিদ্বেষিবৃন্দং কলযমপি পরিক্ষালয়ামাদ্য রক্তৈঃ। কো রামলক্ষ্মণঃকঃকইহহরিপতিঃ কোহঙ্গদঃ কোহনুমান্, কঃ কালঃ কো বিধাতা চলতি যদিরণে রোষেণ কুম্ভকর্ণ॥ ৫২৯॥

যাক্ষসেন্দ্র তুমি দেবলঙ্কেশ রাবণ। তুলনা ঐরি সব করহে বর্জ্জন॥ বিনাশিয়া শোকশল্য পাপ ঐরিগণ। করিব সমরে অদ্য রক্তে প্রক্ষালন॥ কে রাম লক্ষ্মণ কেবা কপির রাজন। কেবা হনূ কোথা রবে বালির নন্দন॥ ক্রুদ্ধ হয়ে কুম্ভকর্ণ যায় যদি রণে। কি কাল বিধাতা কেবা রবে কোন স্থানে॥ ৫২৯॥

রাবণঃ। মহাবল পরাক্রমৈ রাক্ষসভটৈঃ পরিবৃতো
ভবতু বৎসঃ কুম্ভকর্ণস্তথা করোতি রণ শিরসি॥
নাহং বালী সুবাহুর্নখর ত্রিশিরসৌ দূষণস্তাড়কাহং,
নাহং সেতুঃসমুদ্রো নচ ধনুরপি বৎ ত্র্যম্বকস্যত্বয়াত্তং।
রেরে রাম প্রতাপানল কবল মহাকালমূর্ত্তিঃ, কীলাহং
বিরাধা মরুশল্যাং সমরভুবিপুরঃ সংস্থিতঃ কুম্ভকর্ণঃ।৫৩০।

ত্রিমূর্দ্ধ রাক্ষস নহি নহি আমি খর। বালী বিড়ালাক্ষ নই শুন রঘুবর॥ সাগরেতে সেতু নহি তাড়কা দূষণ। হরধনু নহি আমি করিবে ভঞ্জন॥ শুন ওহে রঘুপতি জ্ঞাত নহ তুমি অনল কবল করি মহাকাল আমি॥ বরিগর্ব্বে কুম্ভকর্ণ শৈলসম হয়। সেই আমি রণভূমে হইন উদয়॥ ৫৩০॥

বিঘটিত বহু সেনাচারিবীরঃকপীন্দ্রং, পরিঘগুরুভুজা
ভ্যাং গাঢ় মাপীড্য ধৃত্বা। নিরগমদতি তূর্ণং চূর্ণয়ং
পূর্ণশিক্ষঃ কপিকুলমথলঙ্কা সন্মুখং কুম্ভকর্ণঃ॥ ৫৩১॥

রণে আসি বিনাশিল বহু সেনাগণ। সুগ্রীবেরে কৈল পরে করেতে পেষণ॥ বাহুদ্বয় দিয়া তারে করিয়া গ্রহণ। লঙ্কাপুরে কুম্ভকর্ণ করিল গমন॥ ৫৩১॥

শ্রুত্বারাবণঃ। যদর্পিতংপ্রাগবলেন বালিনা, বিধায়দা
যুগ্মবণং দশাননং। ভতুক তং শল্য মনেন মানিনা,

নিবেশ্য কুক্ষাকুহরে কপীশ্বরঃ ॥ ৩৩২ ॥

পূর্ব্বে সেই বালিরাজা আপনার বলে। বদ্ধ করেছিল মোরে তার বাহু মূলে॥ মম দেহে শেল বিদ্ধ হয়েছিল তায়। অদ্যাবধি তাহা মোর আছিল হৃদয়॥ কুম্ভকর্ণ কক্ষে করি অনুজ তাহার। অদ্য মোর সেই শেল করিল উদ্ধার॥ ৩৩২॥

গগণ মৃগেন্দ্র। সুগ্রীবং বাহুমূলে প্লবগবলপতিং কণ্ঠদেশে ভুজেন, ক্ষিপ্ত্বা নিক্ষিপ্যগাঢ়ং রজনিচরপুরীং সন্দধানো জগাম। সানন্দং কুম্ভকর্ণস্তদনুকপীভট স্তস্তুর্ণং সকর্ণং, ঘ্রাণংজগ্ধ্বা জগাম শাখাবিরমুরসঃ কৃপাণেনাহতস্য ॥ ৩৩৩ ॥

করদ্বয় দিয়া সেই রক্ষ বীরবর। সুগ্রীবেরে বাহুমূলে কৈল তদন্তর॥ একহস্তে কণ্ঠদেশ করিয়া ধারণ। আনন্দে পুরীর মধ্যে করিল গমন॥ তাহার পশ্চাৎ সেই কপী দুরাচার। রাক্ষসের কর্ণ নাসা করিয়া বিদার॥ হৃদয়ে কৃপাণাঘাত করিয়া দুর্জ্জন আপন শিবিরে কপি করিল গমন॥ ৩৩৩॥

নিশ্বস্যোষ্ণং সজ্যাবাষ্পং নয়নকমলয়ো রাস্থনৈবারিধন্বা,
কৃত্বালকোপগূঢ়ং সকরুণ মপুনর্ভাবিনীত্বা ত্রিশূলং।
ক্রোধান্ধঃ কালমূর্ত্তিঃ প্রলয়হুতবহাঙ্গারনেত্রাবকীর্ণা,
শ্ছিন্নঘ্রাণোঽবতীর্ণঃ পুনরপিসমরপ্রাঙ্গনে কুম্ভকর্ণঃ ॥ ৩৩৪ ॥

দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া দুর্জ্জন। নয়নে সলিল দিয়া কৈল প্রক্ষালন॥ জন্মের মত লঙ্কাপুরী করি আলিঙ্গন। ক্রোধান্ধ হইয়া কৈল ত্রিশূল গ্রহণ॥ প্রলয় অনলে হয় অঙ্গার যেমন। সেই রূপ দুই চক্ষু করিল ধারণ॥ কালের সমান মূর্ত্তি ছিন্ন নাসা তায়। পুনঃ রণে কুম্ভকর্ণ হইল উদয় ॥ ৩৩৪॥

ধ্বংদৃষ্টৈব প্রবিষ্টা গিরিবরকুহরং ত্রস্তচিত্তাঃ কপীন্দ্রাঃ
কেচিৎ পাদাস্তদন্তঃ-প্রচলিত পবনান্দোলিতাঃ খেচ-
রন্তি। কেচিদ্দোর্দ্দণ্ডচণ্ড ভ্রমণ নিপতিতাঃ শোণিতা
ন্যুদ্গিরন্তি, প্রাণান্ কেচিৎ প্রবীরাঃ কথমপি জহতি
স্ফীত ফুৎকারভিন্নাঃ॥ ৫৩৫॥

তাহাকে দেখিয়া যত বানরেরগণ। ভয়ে গিরিগৃহ মধ্যে কৈল পলায়ন॥ অন্য আর ছিল যত কপি সেনাচয়। বায়ুবেগ তারা সব আকাশেতে যায়॥ করে ধরি ঘুরাইল আর কপিগণ। ধরায় পড়িয়া করে রক্ত উদ্বমন॥ কেহ কেহ প্রাণ ত্যাগ করিল তথায় ফুৎকারেতে ভেদ হৈয়া কত কপি যায়॥ ৫৩৫॥

উৎক্ষিপ্য শূলমজয়ং ত্রিপুরান্তকস্য, সংহার কেতুমিব
কোটি তড়িৎ প্রভঞ্চ। ঘোরং জ্বলন্তং মুরসিক্ষিপ্তিস্ম
রক্ষ, স্তারাপতে স্তদিশুণা রঘুণা নিরস্তং ॥ ৫৩৬॥

উর্দ্ধেতে করিয়া হরের অজয় ত্রিশূল। প্রলয় কালের ধ্বজা যেন সেই শূল॥ কোটি সৌদামিনী প্রভা হয়েছে উজ্জ্বল। ভয়ানক শূল যেন জ্বলন্ত অনল॥ স্থগ্রীবের হৃদিপরে রাক্ষস দুর্জ্জয়। নিক্ষেপ করিল তাহা কুলিশের প্রায়॥ নিরীক্ষণ করি প্রভু শ্রীরঘুনন্দন। এক বাণে সেই শূল কৈল নিবারণ॥ ৫৩৬॥

তান্তং বিলোক্য বিষমস্থ মথাঙ্গদস্তং গারুত্মতেন ভুবি
পাতয়তিস্ম শক্রং। মুক্তোহপি নিশ্বসতি যাবদসৌ
কপীন্দ্র, স্তাবৎ ববন্ধ নরসিংহ পদাঙ্গদং সঃ॥ ৫৩৭॥

বিষম শঙ্কটাপন্ন বানরের পতি। তাহাকে দেখিয়া সেই বালির সন্ততি॥ গারুড়াস্ত্র প্রহারিয়া কপি বীরবর। কুম্ভকর্ণে ফেলাইল ধরার উপর॥ পশ্চাৎ উঠিয়া সেই কুম্ভকর্ণবীর। রাগান্ধ

হইয়া রক্ত হইল বাহির ॥ যাবৎ নিশ্বাস ছাড়ে বালির নন্দন। তাবৎ করিল তারে নিগূঢ় বন্ধন ॥ ৫৩৭ ॥

দৃষ্ট্বা নীলঃ সুহৃদুভয়মপি গ্রস্তমাক্রম্য রক্ষঃস্কন্ধে মৌলৌ শ্রবণ হৃদয়ে মধ্যবক্ত্রোদরেষু। তীব্রাস্ত্রৌঘৈর্দহতি কৃপিতঃ স্বেনরূপেণ বীরঃ, ক্রব্যাদোহভূত্তদনুবিকলঃ প্রোত্থিতৌ বানরেন্দ্রৌ ॥ ৫৩৮ ॥

বিষম বিপদে পড়ি সুগ্রীব অঙ্গদ। নীলকপি দৃষ্টি কৈল দুয়ের আপদ ॥ রাক্ষসের স্কন্ধে মুখে শ্রবণ কুহরে। হৃদয় উদরে আর মস্তক উপরে ॥ ক্রোধান্ধ হইয়া সেই কপি বিচক্ষণ। তীক্ষ্ণ শরে কুম্ভকর্ণে করিল দাহন ॥ সেই বাণে জীর্ণ হৈয়া রাক্ষস দুর্জন। অঙ্গদ সুগ্রীব দোঁহে করিল মোচন ॥ ৫৩৮ ॥

লঙ্কেশ্বরস্তমবলোক্য রণে জ্বলন্তং কাদম্বিনী সহচরো হসৃতবারিধারাঃ। তূর্ণং মুমোচ তদুপর্য্যথলব্ধসংজ্ঞো, তৌ তস্য কৃতান্তইব নীল নলৌ সমগো ॥ ৫৩৯ ॥

রণ ভূমে কুম্ভকর্ণ হৈয়ে ছিল দাহন। তাহাকে দেখিয়া সেই লঙ্কেশ রাবণ ॥ কাদম্বিনী সহচর হৈয়া দশানন। তাহার উপরে করে সুধা বরিষণ। চেতন পাইয়া তাহে রাক্ষস দুর্জ্জয়। নল নীলে খেতে যায় শমনের প্রায় ॥ ৫৩৯ ॥

আলোকিতো রঘুবরেণ স লক্ষ্মণেন, কালান্তকাদিব রিপোঃ পরিশঙ্কিতেন। স্থানং জগাম হনূমান্‌সমরেহব তীর্য্য, মাহেশমগ্র নরসিংহ ইবারুণাক্ষঃ ॥ ৫৪১ ॥

কালান্তক রিপু সেই রাক্ষস দুর্জন। তাহাতে পাইয়া শঙ্কা শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥ হনুমানে করিলেন কটাক্ষ পতন। তদন্তে করিল বীর সমরে গমন ॥ নৃসিংহের চক্ষুসম অরুণাক্ষোদয়।

রণভূমে চন্দ্রবীর হইল উদয় ॥ ৫৪০ ॥

কুম্ভকর্ণে হনূমন্তং নিরুধ্য ছদ্মনাবলী। রাবণায় দদৌ
ভ্রাত্রে উপায়ন মিবাদরাৎ ॥ ৫৪১ ॥

হনুমানে পরাভব করি রক্ষ বর। ভেট সম দিল তারে ভ্রাতার গোচর ॥ ৫৪১ ॥

কুম্ভকর্ণেনানীতং হনূমন্তং গৃহীত্বাশোকবনে রাবণঃ ॥
সীতে পশ্য পশ্য।

রামঃ স্ত্রীবিরহেণছাড়িতবপুস্তচ্চিন্তয়া লক্ষ্মণঃ,
সুগ্রীবোঽঙ্গজসূনু সৈন্য ভয়তো বিন্ধ্যাচলং গতঃ।
গণ্য কস্য বিভীষণঃ স চরিপোঃ কারণ্য দৈন্যাগিতি,
লঙ্কাদ্বার কবাট স্ফোটনপটু বদ্ধোহয় মেকঃ কপিঃ। ৫৪২।

রমণী বিরহে রাম হারায়াছে কায়। লক্ষ্মণ হারালে তনু তাহার চিন্তায় ॥ ইন্দ্রজিতের সৈন্য ভয়ে সেই কপিপতি। বিন্ধ্যাচল গিরিপরে গিয়াছে সম্প্রতি ॥ মম ভ্রাতা বিভীষণ গণ্য কারো নয়। এরি কিন্তু তারে হয় করুণা উদয় ॥ লঙ্কার কবাট ভগ্ন করেছে যে জন। সেই কপি অদ্য হেথা হৈয়াছে বন্ধন। ৫৪২

রাবণং সীতয়োক্তি প্রত্যুক্তৌ।

ত্বমিন্দ্রীয়স্তারু ত্রিদশবদন গ্লানিরচিয়াৎ, সরোষাঃ
স্বাত্তা ন যদি পুরতো লক্ষ্মণ সখঃ। বয়ং বাল্যাদ্ভ্রাতৃৈ
র্বিপদ মধুনা বানরচমূর্লঘিষ্ঠেদং, মঠাকরপর বিলো
পাং পঠপুনঃ ॥ ৫৪৩ ॥

রক্তাতরু জিনি উরু তোমার মোহিনী। ত্বরায় বীপদ তুমি দেখিবে আপনী ॥ অতীশয় ম্লান হবে অমরের গণ। সম বাণ না থাকিবে শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥ সম্প্রতী বীপদ হয়ে কপি

সেনাগণে। এই কথা কহে রাজা জানকীর স্থানে ॥ রাবণের বাক্য শুনে বিদেহনন্দিনী। তাহার উত্তর রামা করিল আপনি চতুষ্পদে সপ্তাক্ষর করিয়া মোচন। তবে এই পদ্য পাঠ করহে রাজন ॥৫৪৩॥

অথচরণযুগং তদ্বক্ষসি স্থাপয়িত্বা,খরনখরকরাগ্রৈর্গাঢ়
মুৎপাট্যকর্ণৌ। ক্রকচকঠিনদন্তৈরস্য সংদশ্যনাসা,
মুদপতদতিবেগাদুগ্রকর্ম্মা কপীন্দ্রঃ ॥৫৪৪॥

রাক্ষসের বক্ষে হনু দিয়া দুচরণ। উগ্রনখে কৈল তার কর্ণ উৎপাটন॥ তাহার নাসিকা দন্তে করিয়া দংশন। হনূমান্ কৈল পরে স্বস্থানে গমন ॥৫৪৪॥

সপদিপরিনিবৃত্তঃ ক্রোধনঃ কুম্ভকর্ণ, স্তুমুলমতুলমস্ত্রা
শেষশস্ত্রংবাতানিৎ। নিশিতশরনিপাতৈর্লীলয়াতত্র
রামো, নিরভিনদতিসীমং তত্তদঙ্গংক্রমেণ ॥৫৪৫॥

ক্ষণেক নিবৃত্ত হৈয়া কুম্ভকর্ণবীর। ক্রোধমনে হৈল তার অশান্ত শরীর॥ নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র করিয়া গ্রহণ। তুমুল সংগ্রাম করে রাক্ষস দুর্জ্জন॥ লীলায় নিশিত শর লৈয়া দয়াময়। ক্রমেক্রমে ভেদিলেন রাক্ষসের কায় ॥৫৪৫॥

কুম্ভকর্ণমূর্দ্ধিপততি হনূমান্।

ধীবংধারয়কূর্ম্মরাজধরণীংসার্দ্ধংফণিস্বামিনা, দিগ্‌গজাঃ
কুরুতস্থিরানুকুলগিরীন্‌দন্তৈরুদগ্রৈঃক্ষণং। যস্মাদেত
দকাণ্ডখণ্ডনগলদ্ব্রক্ষৌঘমত্যুন্নতঃ কৃত্তং রামশরোৎ
কারৈঃ পততিষৎ তৎকৌম্ভকর্ণংশিরঃ ॥৫৪৬॥

ফণিপতি সহধরাধর কূর্ম্মবর। দিগদন্তীগণে হনূ কহে তৎপর॥

শুনশুন ওহে দিগ্ মাতঙ্গ সকল। দন্ত দিয়া স্থির কর সব কুলাচল॥ কুম্ভের মস্তক ছিন্ন রাম শরে হয়। সমূহ শোণিত ধারা গলিছে তাহায়॥ উন্নত মস্তক তার হইবে পতন। সেহেতু সকলে সব করহে ধারণ॥ ৫৪৬॥

কবন্ধে প্রপতিতি। দেবাঃসর্বে বিমানান্য পনয়তরবেঃ স্যন্দনো যাতুদূরং, রেরে শাখামৃগেন্দ্রাঃ পরিহরতরণ প্রাঙ্গণং রাক্ষসাশ্চ। বেগপ্রস্তাঞ্জনাদ্রিপ্রতিনিধিবরশিঃ সর্ববিস্মাপকানাং, লঙ্কাতঙ্কৈব হেতুর্নিপততি নভসঃ কৌম্ভকর্ণঃ কবন্ধঃ॥৫৪৭॥

রথপরিত্যাগ কর অমরের গণ। সূর্য্যের বিমান দূরে করুক গমন॥ শুনরে রাক্ষস আর বানরের গণ। রণভূমি ত্যজে দূরে কর পলায়ন॥ কুম্ভের মস্তক যেন অঞ্জনাদ্রি সমা। ইহাতে হইবে সব বিস্ময়ের সীমা॥ গগণ হইতে সেই মস্তক ভীষণ। লঙ্কার আতঙ্ক হেতু হইল পতন॥ ৫৪৭॥

উৎক্রান্তোহপিস্বদেহাৎপ্রবরসুরবধূ দোর্ভিরাকৃষ্যমাণঃ প্রাণত্রাণায়ভর্ত্তুঃ পুনরপি সমরাপেক্ষয়া নারুরোহ। সংগীতৈর্নারদাদ্যৈর্দ্যুচরজরবৈঃ স্তূয়মানোবিমানং বীরঃসংগ্রামধীরঃশিবশিবহিকথংকথ্যতেকুম্ভকর্ণঃ॥৫৪৮

কুম্ভকর্ণ তনু হৈতে ত্যজিল জীবন। সুরবধূগণে করে তারে আকর্ষণ॥ রাবণের প্রাণরক্ষা করিতে দুর্জ্জয়। পুনঃযুদ্ধ হেতু বীর রথে নাহি যায়॥ নারদ প্রভৃতি যত দেবঋষি সব। নানাবিধ বাদ্য গীতে করে তারে স্তব॥ আছিল এরূপ বীর সংগ্রাম বিজয়। হায়হায় তার কথা কহা নাহি যায়॥ ৫৪৮॥

লঙ্কানাথতবানুজো যুধিহতো রামেণ রত্নাকরং,

সংলজ্জাপ্লবগৈ স্তথাপরিবৃত স্তেষারিপূর্ব্বৈস্থিতঃ।
রামেঽপি স্মৃতি গোচরেসতি তথা তত্রৈব রোষন্বিতা।
সীতা সম্প্রতি সংমতা কিমুভবেত্তত্রৈব ভক্ষ্যীং স্থিতং। ৫৪৯

শুন ওহে লঙ্কানাথ করি নিবেদন। তোমার অনুজ যুদ্ধে হৈয়াছে নিধন॥ কপি সহ সিন্ধু লঙ্ঘ্যে কমললোচন। লঙ্কার পাবেতে আসি বসেছে এখন॥ রামেরে স্মরণ করি জনকের সুতা। সর্ব্বদা রাগান্ধ হৈয়ে থাকিত সে হেথা॥ সংপ্রতি সম্মতা কেন হইবে এখন। এই বাক্য শুনে মৌন হইল রাবণ॥ ৫৪৯॥

রাবণঃ। অহহ হতবিধে। মরুচ্চন্দ্রাদিত্যোশতমথমুখাস্তে ক্রতুভুজঃ, পুরদ্বারে তস্যাঃ সভয় মুপসর্পন্ত্যানুদিনং। প্রকোপব্যাকম্পাধর ভটপুটৈর্ব্বানরভটৈঃ, সমাক্রান্তা সেয়ংশিবশিবচলিহরি দশগ্রীবনগরী॥ ৫৫০॥

পবন সুধাংশু সূর্য্য ইন্দ্রাদি অমর। লঙ্কাদ্বারে ভয়ে নিত্য ভূমে নিরন্তর॥ হায় হায় ছিল মোর হেন লঙ্কাপুরী। তাহাতে আসিয়া যত প্রবেশিল হরি॥ ৫৫০॥

রাবণঃ। সত্বর মাখণ্ডল খণ্ডনদক্ষিপ্র চণ্ডমেঘনাদং দুষ্করসমরায়ৱণোত্তিষ্ঠ। মেঘনাদোপি সমরাবতরণং নাটয়তি। বানরাঃ পলায়ন্ত মেঘনাদঃ॥

ক্ষুদ্রাঃ সন্ত্রাসমেতে বিজহিন হরয়োভিন্ন শক্রেভকুম্ভা, যুগস্মেহেষু লজ্জাং দধতি পরম মীসায়কা নিষ্পতন্তঃ। সৌমিত্রে তিষ্ঠপাত্রং ত্বমসি নহিরুষাং নন্বহং মেঘনাদঃ, কিঞ্চিদ্ভ্রূভঙ্গলীলা নিয়মিতজলধিং রামমন্বেষয়ামি। ৫৫

শুন ওহে ক্ষুদ্র বল বানরেরগণ। ত্রাসযুক্ত হৈয়া কেন কর পলায়ন॥ মমশরে বিদারিনু ঐ্রাবত হয়। কপিলহে পোড়ে

লজ্জা পাইবে নিশ্চয় ॥ থাক থাক তিষ্ঠে থাক সুমিত্রানন্দন। ক্রোধের মনুষ্য তুমি নহে কদাচন ॥ ভ্রূভঙ্গে সমুদ্র বদ্ধ করেছে যেজন। মোর লক্ষ সেই রামে করি অন্বেষণ ॥ ৫৫১ ॥

মায়ারথং সমাধিরুহ্য নভস্থলস্থো, গম্ভীর কালজলদ ধ্বনিরুজ্জ্বগর্জ্জ। বাণৈরপাত যদথোফণিপাশবন্ধি, তৌমেরুমন্দর গিরীপরিভূতশক্রঃ ॥ ৫৫২ ॥

মায়ারথে মেঘনাদ করি আরোহণ। গগনে উঠিল গিয়া রাক্ষস নন্দন। আকাশে থাকিয়া সেই লঙ্কেশ তনয়। প্রলয়ের মেঘ যেন গর্জ্জিল তথায় ॥ নাগপাশ বাণে বদ্ধ করি তদন্তরে। ধরায় ফেলল বীর দুই সহোদরে ॥ সুমেরু মন্দর তুল্য শ্রীরাম লক্ষ্মণ। ঐরি পরাজিত সেই রাক্ষস নন্দন ॥ ৫৫২ ॥

অত্রান্তরেসরমাক্ষাসী রাবণাজ্ঞয়ারামলক্ষ্মণয়োরিমাং গতিংসীতায়ৈ কথিতবতী। সীতা। হে রামভদ্র হা বৎস লক্ষ্মণ মদর্থে যুবয়োরেতাদৃশীগতিঃ ॥ কিংভার্গবচ্যবন কাশ্যপ গৌতমানাং, বাচাবশিষ্ঠমুনি লোমশ কৌশিকানাং। যাতান্যহান্যহহহালপিতান্বরা স্থান্মন্দভাগ্যমিবমেঃসকলংনিহন্তুং ॥ ৫৫৩ ॥

গৌতম কশ্যপ আর ভৃগুর সন্ততি। কৌশিক লোমস মুনি বশিষ্ঠ প্রভৃতি ॥ সকলের বাক্য মিথ্যা হইল এখন। তব কথা মিথ্যা হৈল রঘুর নন্দন ॥ মম ভাগ্য মন্দ হেতু সব নষ্ট হয়। এই খেদে সীতাদেবী করে হায় হায় ॥ ৫৫ ॥

অমরপতি জিতাস্তৌ নাগপাশেনরুদ্ধ, রথগরুড়নিপাতোম্মুক্ত তৎ পাশবদ্ধৌ। বিদধ তুরঙ্গিযুদ্ধং তত্ররামানুজস্য, নিজ শরহৃতজীবং মেঘনাদং চকার ॥ ৫৫ ॥

অমরের পতি জয় করেছে যেজন। যাঁর নাগপাশে বদ্ধ আছিলে ভুজন॥ গরুড়ের আগমনে মুক্ত হৈয়া যায়। অগ্নিযুদ্ধ আরম্ভিল পশ্চাৎ তথায়॥ শাণিত বিশিখা লৈয়া অনুজলক্ষ্মণ। রণভূমে মেঘনাদে করিল নিধন॥ ৫৫৪॥

জনমুখরণবার্ত্তা শ্রুয়তেরাক্ষসেন্দ্র, তবতনয় সবেশঃপাতিতোলক্ষ্মণেন। বদতিচ দশবক্ত্রো রুষ্টচিত্তঃ সভায়াঃ, মশকগলরন্ধ্রেচস্তিযূথং প্রবিষ্টঃ॥৫৫৫॥

লোকমুখে রণবার্ত্তা করিনু শ্রবণ। তব সুতে বধ কৈল অনুজ লক্ষ্মণ। এই কথা শুনে ক্রোধে কহিল লঙ্কেশ। মশকের কণ্ঠে হস্তী করিছে প্রবেশ॥ ৫৫৫॥

হতেষু রাবণপুত্রেষু সর্ব্বেষু রাবণং প্রতিমন্দোদরী। দৃষ্টাদৈন্যংভগিন্যাস্ত্রিশিরসউতবামাতুলস্যাপিনাশং তালানাংভেদনং তৎকপিবরহননং তচ্চসুগ্রীবসখ্যং। কর্ম ন্যদ্যান হস্তুর্জলনিধিতরণে সোনজাত স্বদানীং, সোয়ং নষ্টে কুলেস্মিন্ বথাহি কামভুজাম্লাচ্ছে তেবিবেকঃ॥ ৫৫৬॥

ভগিনীর দৈন্যভূমি দেখেছো নয়নে। ত্রিমূর্দ্ধ মাতুলবধ শুনেছো শ্রবণে॥ সপ্ততাল ভেদ কৈল বালির নিধন। সুগ্রীবের সহ সখ্য করেছো শ্রবণ॥ সিন্ধুলঙ্ঘ্যে বনভাঙ্গে তোমার গোচর দেখেছো শুনেছো তাহা রাজা লঙ্কেশ্বর॥ তখন তোমার ঘৃণা হয় নিবারণ। কি প্রকারে তাহা উদ হইবে এখন॥ ৫৫৬॥

অথতাং রাবণঃ। রামায়প্রতিপক্ষকক্ষশিখিনে দাস্যামিবামৈথিলীং, যুদ্ধেরাঘবশায়কৈরহহঃস্বর্গংগমিষ্যামিবা। নীতিজ্ঞে কথয়স্ব দেবীকতঃ পক্ষোগৃহীত-

ত্বয়া, তন্মেত্রুতি নথ, স্বদীয়া মভবন্মন্মাত্র শেষং কুলং ।৫৫৭।

মোরপ্রতিপক্ষ সেই রাম রঘুপতি। তাহারে কি সীতাদান করিব সম্প্রতি ॥ কিম্বা রণে তার বাণে ত্যজিয়া জীবন। স্বর্গে কি প্রেয়সী আমি করিব গমন ॥ তাহা তুমি কহ প্রিয়ে মম সন্নিধানে কহ কোন পক্ষে যাবে আপনি এক্ষণে ॥ যেহেতু হৈয়াছে শেষ রাক্ষসের কুলে। আমি মাত্র শেষ হৈলে হইবে নির্ম্মূলে।৫৫৭।

অপিচ। জানামিসীতা জনকপ্রসূতা, জানামিরামো মধুসূদনঞ্চ। অহঞ্চ জানামি রামস্যবধ্য, তথাপিসীতাং ন সমর্পয়ামি ॥ ৫৫৮ ॥

জানি আমি সীতাদেবী জনকনন্দিনী। শ্রীমধুসূদনরাম তাহা আমি জানি ॥ শ্রীরামের বধ্য আমি জেনেছি নিশ্চয়। তথাপি জানকী আমি না দিব তাহায় ॥ ৫৫৮ ॥

রাবণঃ কালমধিক্ষিপন্নাহ। রেকাল ত্বমপি কালস্য বিভবঃ স্বৈরং সকামোভব স্থানেভূষয় তাং শমশিরঃ শ্রেণীভিরঙ্গং। স্কন্ধং তস্মাদ্রাঘবমেত্যশং সসহসামজ্জীভব তৎকৃতে, সবৃদ্ধঃ করবাল ভীষণভুজো যুদ্ধায় লঙ্কেশ্বরঃ ॥৫৫৯॥

ওরে কাল তুই কথা শোনরে আমার। সমরে বিভব লাভ হৈয়াছে তোমার ॥ স্বচ্ছন্দে আনন্দে অদ্য করিবে শমন। শব শির স্বীয় অঙ্গে কররে ভূষণ ॥ সেই হেতু কহ গিয়া রামরঘুবরে যুদ্ধ হেতু যুদ্ধসজ্জা সহসা সে করে ॥ ভয়ানক অস্ত্র করে করিয়া ধারণ। রণভূমে যাই আমি লঙ্কেশ রাবণ ॥ ৫৫৯ ॥

কিঞ্চ। বেয়ং বিভীষণে মুক্তা শক্তিঃ ক্রুরেণ রাক্ষসা। লক্ষ্মণেন গৃহীতা সা প্রিয়েব নিজবক্ষসা ॥ ৫৬০ ॥

যে শক্তি লইয়া পূর্ব্বে রাক্ষস দুর্জ্জয়। বিভীষণের প্রতি ক্ষেপ করেছে বিশ্চয়॥ সেই শক্তিশেল লৈয়া অনুজ লক্ষ্মণ। প্রিয়া তুল্য নিজবক্ষে করিল ধারণ ॥৫৬০॥

রাবণ শক্তিবিহ্বলে লক্ষ্মণে রাম বিলাপঃ।

বৎসোত্তিষ্ঠ ধনুর্গৃহাণরিপবঃ সৈন্যং বিনিঘ্নন্তিনঃ, কিং শেষে হৃদ্য নিরাকৃতাঃ কিমরয়ঃপ্রত্যাহৃতা কিং প্রিয়া।
ভ্রাতর্দ্দেহিবচো জহীহি হৃদয় ভ্রান্তিং নৃপং বিদ্ধিমাং,
কৈকেয়ি প্রিয়সাহসে সুতবধাস্মাকং কৃতার্থাভব। ৫৬১।

উঠরে প্রাণের ভাই অনুজ লক্ষ্মণ। ধনু লহ শত্রুগণে বধে সৈন্য গণ॥ কেন অদ্য ধরাপরে করেছো শয়ন॥ প্রিয়ার উদ্ধার কিম্বা বধেছো রাবণ। কথা কহ ওরে ভাই ভ্রান্তি ত্যজ দূরে। নৃপতির সম অদ্য দেখ তুমি মোরে॥ অত্যন্ত সাহস মাতা কৈকেয়ী তোমার। কৃতার্থ হইল পুত্র করিয়া সংহার॥ ৫৬১॥

তাতঃস্বর্গমুপাগত প্রিয়সখী দৈবেনদূরীকৃতা, সীতাদুষ্ট নিশাচরেণ বলিনাপহৃতা মনোহারিণী। ভ্রাতাসর্বগুণৈক রত্নালয়ঃ সন্দিগ্ধঃহাদ্যধুনা, দুঃখৈর্দ্দুঃস্থ পরম্পরা পরিচয়ং দৈবেন নীতাবয়ং॥ ৫৬২॥

গিয়াছেন মমতাত অমরের পুরে। দৈব হেতু প্রিয়সখী আছে অতি দূরে॥ মনোহরা সেই নারী হরেছে রাবণ। সর্বগুণে রত্নালয় অনুজ লক্ষ্মণ॥ সন্দিগ্ধ হৈয়াছে দেহ তাহার একণে। সম্প্রতি মহৎদুঃখ পাই সর্বজনে॥ ৫৬২॥

পাতালায় প্রমুদ্ধ তোবজির্নীতোন মৃত্যুঃক্ষয়ং, সোম্যষ্টং শশলাঞ্ছনস্য মলিনং সোম্যলিপ্তা ব্যাধয়ঃ। শেষ

স্যাপিধরাং বিধৃতানহৃতাভারাবলীক্ষম্যতাং, চেতঃসং
প্রুষভিমান পদবীং মিথ্যৈ কিং খিদ্যসে।। ৫৬৩ ।।

পাতাল হইতে বলি না হৈল উদ্ধার। অদ্যাবধি না হইল শমন সংহার।। চন্দ্রের মলিন নাহি করেছো মার্জ্জন। সমূলে রোগের সান্তি না হৈল এখন।। ধরাধর বাসুকির না হরিল ভার। ক্ষমাপন্ন হও তুমি মনরে আমার।। অভিমানের পথে মন করিয়া গমন। কেন খেদ কর তুমি হৃদয় এখন।। ৫৬৩ ।।

সুগ্রীব প্রবোধিতস্য রামস্য বচনং।

ভ্রাতুর্ব্বিহি ত্রিভুবনেনহি বন্ধুরস্তিপ্রাণার্দ্ধভাগঘটিতঃ
পরিবেশএষঃ। হালক্ষ্মণ ক্ষিতিভুজো রঘুনন্দনস্য, ত্বং
যাসি কালসদনং কিমস্মাং বিহায়।। ৫৬৪ ।।

ভাই বিনা ত্রিভুবনে বন্ধু নাহি আর। জীবনার্দ্ধ ভাগ হৈল যে হেতু আমার।। হায় হায় কোথা ভাই প্রাণের লক্ষ্মণ। মোরে ত্যজে যমালয়ে করেছ গমন।। ৫৬৪ ।।

ঔষধানয়ন্ প্রস্তাবে নলাদীনাং বাক্যং।

নলস্ত্রিরাত্রাৎ পুনরেতিসত্বা তথাত্রমৈন্দদ্বিবিদৌ
দ্বিরাত্রং। সুগ্রীব নীলৌ পুনরেকরাত্রং, বীরাঙ্গদো
যাম চতুষ্টয়েন।। ৫৬৫ ।।

ঔষধি আনিতে যদি নল সেথা যায়। হেথায় আসিতে তার তিনরাত্র হয়।। মৈন্দ কি দ্বিবিদ যদি করয়ে গমন। দুই রাত্রি গত হৈলে করে আগমন।। তারাপতি কিম্বা নল ঔষধির তরে যায় যদি এসে হেতা একরাত্রিপরে।। যদি সেথা যায়বীর বালির নন্দন। চারিযাম গত হৈলে করে আগমন।। ৫৬৫ ।।

মহৌষধিয়ানেতুং গতে হনূমতি রামবাক্যং।

মাতর্নিশীথিনি চিরংভব দীর্ঘয়া মাতান্ধকার বপুষা গগণং পিধেহি। নাথপ্রভাকররুচাং ন কুরুপ্রচারং, যাবন্ন দৃষ্টি পথমেতি সমীরসূনুঃ ॥১৬৬॥

রজনীগো অদ্য তুমি চিরস্থায়ি হও। আকাশ আচ্ছন্ন করি অন্ধকার রও॥ কিরণ লুকায়্যা সূর্য্য রহ তদন্তর। যাবৎ না হয় হনূ নয়ন গোচর॥ ৫৬৬॥

হনূমতানীতৌষধি বিশল্যেন সৌমিত্রৌ রাবণং প্রতি শুকশারণ বাক্যং।

হত্বামায়াময়ীংতাং রজনীচরবধূং ভীমরূপং হ্রদস্থং গ্রাহং প্রোন্মথ্যবীর্য্যাত্তে প্রথমথবলং রক্ষসাংমর্দয়িত্বা। জিত্বাগন্ধর্ব কোটির্দ্ধটিহিতভমণি জ্বালমালায় শৈলং, প্রাপ্তঃশ্রীমদ্ধনূমান্‌পুনরপিভবিতালক্ষ্মণস্তেপুরস্তাৎ ৫৬৭

মায়াময়ী রাক্ষসে করিয়া নিধন। হ্রদেনক্র বিনাশিয়া পবন নন্দন॥ স্বীয়বলো রক্ষসৈন্য বধিয়া তথায়। এক কোটি গন্ধর্ব্বেরে করি পরাজয়॥ দীপ্তমান মনিজ্বলে সেই অদ্রিপরে। সেই গিরি বীর হনূ লৈয়া তদন্তরে। আগমন কৈল যথা প্রভু জনার্দ্দন। তাহাতে জীবিত হৈয়া অনুজ লক্ষ্মণ॥ তব অগ্রে পুনঃ রণে আসিবে হেথায়। এই বাক্য রাবণেরে দুই দূতে কয়॥৫৬৭॥

অথৈতদাকর্ণ্যসমর মমরমবতি রাবণে রক্ষসাংকপীনাঞ্চ বচঃ। অয়মনুকৃত প্রফুল্লতাপিঞ্জগুচ্ছো, রণ ভুব মবতীর্ণ কার্ম্মুকি রামভদ্রঃ। অয়মপি দশকঃকুণ্ঠিতা স্তোদশোভঃ পরিকলয়তিরামঃ ভ্রান্তকোদণ্ডদণ্ডঃ॥৫৬৮

রণভূমে রঘুনাথ হইলে উদয়। তমাল স্তবক যেন প্রকাশিত হয়॥ দশানন রণে যদি হৈল উপস্থিত। অম্বরের শোভা

তাহে হইল লজ্জিত ॥ করে ধনু লৈয়া সেই লঙ্কেশ রাবণ। শ্রীরামের সন্নিধানে করিল গমন ॥৫৩৮॥

রাবণঃ। রেরেবীর প্রবীরাঃ কুরুত রণমিতঃ কিংপলায়ধ্বমেতৈঃ, সন্নদ্ধীভূয়শস্ত্রৈর্ভজত রিপুগণান্ কোবকাশো ভয়স্য। হত্বাদ্যাহং হনূমন্তং বিজয়বলং জাম্ববন্তঞ্চনীলং তাম্বা প্রৌঢ়াঙ্গদাদীন করকলিত ধনুরামমন্বেষয়ামি৫৬৯

সমর করহে হেথা কপি বীরগণ। এখন কেনরে সব কর পলায়ন ॥ অস্ত্র লৈয়া সজ্জা করি ভজ রিপুগণে। সংগ্রামে আসিয়া সব ভয় কর কেনে ॥ অদ্য রণে নল নীল পবননন্দন। জাম্বুবান আদি যত করিব নিধন ॥ রাক্ষসের পতি আমি ধনু- লৈয়া করে। অন্বেষণ করি সেই রাম রঘুবরে ॥ ৫৬৯॥

শ্রীরামঃ ভো লঙ্কেশ্বর দীয়তাং জনকজা রামঃ স্বয়ং যাচতে, কোহয়ং তে মতিবিভ্রমঃ স্মরণয়ং নাদ্যাপি কিঞ্চিদ্গতং। নৈবঞ্চেৎ খরদূষণ ত্রিশিরসাং কণ্ঠাস্রজা পঙ্কিলঃ, পত্রীনৈবসহিষ্যতে মমধনুর্জ্যবিন্ধবন্ধকৃত৫৭০

শুন ওহে লঙ্কাপতি রাক্ষস অজ্ঞান। ত্বরায় করহে তুমি জানকী প্রদান ॥ সম্ভ্রমে তোমারে কহি রাজা লঙ্কেশ্বর। জানকী যাচিঞা করি স্বয়ং রঘুবর ॥ কেমন মতির ভ্রম হৈয়াছে তোমার। অদ্যাপি কিঞ্চিৎ তব না গেল তাহার ॥ আমাকে না কর যদি জানকী প্রদান। খরাদির কণ্ঠরক্তে পঙ্ক আছে বাণ ॥ মমসেই শর কভু না হবে সহন। বন্ধুসম ধনুর্গুণে করিলে বন্ধন ॥ ৫৭০ ॥

অন্যান্তরে রাবণ-হনূমতোরুক্তি প্রত্যুক্তী।

সাধু বানর গচ্ছত্বং শ্লাঘ্যোং জীবসি ভূতলে। ধিকস্তু মজ্জাবস্থং যত্ত্বং জীবসি রাবণঃ ॥৫৭১ ॥

গমন করহে হনূ সাধুবাদ তোরে। ধন্য তুমি বেঁচে আছ ধরার উপরে॥ হনূ কহে ধিক্‌ধিক্‌আমার জীবন। যেহেতু অদ্যপি বেঁচে আছহে রাবণ॥ ৫৭১॥

রামস্য দিব্যাস্ত্রোপক্রমেণ রাবণ বাক্যং।

আগ্নেয়াস্ত্রং হৃদয়বথুর্বারুণঃ শস্ত্রমূর্চ্ছে,র্ধারাবাষ্পঃ পবনশরস্তাং যান্তি নিশ্বাস দণ্ডাঃ। তজ্জানক্যাঃ কিম পিন কৃতং রক্ষসাং স্বামিনোমে, দিব্যৈরস্ত্রৈর্যদয়ম পরং তাপসঃ কর্ত্তুকামঃ॥ ৫৭২॥

হৃদয়ের ব্যথা মোর অগ্নি অস্ত্র হয়। সীতার নয়ন জল বারুণাস্ত্র প্রায়॥ জানকীর নিশ্বাসেতে করিঅনুমান। বায়ব্যাস্ত্র যেন সেই মোর হয় জ্ঞান॥ তাহাতে জানকী মোর কি না বা করেছে। রাবণের বাকী আর কিছু নাহি আছে॥ দিব্যাস্ত্র লৈয়া অদ্য তপস্বি চূড়ামণি। যাহাইচ্ছা কৈলে তাহা হৈয়াছে অমনি॥ ৫৭২

শ্রীরামঃ। রেরেনিশাচরপতে ত্বরিতং গৃহাণ, বাণাসনং ত্রিদশদর্পহরং শরঞ্চ। নির্ব্বাপয়ামি বিরহাগ্নিমহং প্রিয়ায়া, মন্দোদরী তরলনেত্র জল প্রবাহৈঃ॥ ৫৭৩॥

ওরে ওরে রক্ষপতি রাক্ষস দুর্জন। ত্বরায় ধনুক শর করেহ গ্রহণ॥ মন্দোদরীর নেত্রধারা করিয়া বিধান। প্রিয়ার বিরহ অগ্নি করিব নির্ব্বাণ॥ ৫৭৩॥

রাবণঃ। স্ত্রীমাত্রং ননু তাড়কা ভৃগুসুতো ব্রহ্মতপস্বী দ্বিজো, মারীচ মৃগএব ভিত্তভবনং বালীপুনর্ব্বানরঃ। ভোঃকাকুৎস্থ কিথসে কিমধুনা বীরোজিতঃ কস্ত্বয়াঃ দোর্দ্দণ্ডস্তরুণারকেন্দিশুন কোদণ্ডমারোপয়। ৫৭৪॥

স্ত্রীমাত্র তাড়কা ছিল করেছো নিধন। ভগ্নস্থতে জিনিলে সে প্রাচীন ব্রাহ্মণ ॥ ভয়ের ভবন মৃগমারীচ নির্য্যাস। বন্যপশু বালীরাজে কোরেছো বিনাশ ॥ মিছে কেন দম্ভ কর রঘুর তনয় কহ তুমি কোন বীরে কৈলে পরাজয় ॥ দোর্দ্দণ্ড বাহুল্য যদি করহে নিশ্চয়। ধনুর্ব্বাণ লহ তবে আপনি ত্বরায় ॥ ৫৭৪ ॥

অপিচ। জাতশ্চণ্ডাংশুবংশে ত্বমসি পুনরহং পদ্মযোনেঃ প্রপৌত্রো, রাহু ক্রূরাকৃতির্মে স্ফুরতি দশমুখাত্ত্বং কি ত্বৈকাননেন্দুঃ। বাহূনাং বিংশতির্মে বিফলিতকুলিশা দোর্য্যুগং নির্জ্জিতং তে, স্পর্দ্ধাং বধ্নাসি মোঘং রঘুতনয় ময়া পৌরুষে বা কুলে বা ॥ ৫৭৫ ॥

তপনের বংশে তুমি জন্মেছ শ্রীরাম। ব্রহ্মার প্রপৌত্র আমি শুন গুণধাম ॥ সূর্য্যদর্প হরে রাহু সে আকৃতি আমি। দশমুখে দীপ্তি পাই একানন তুমি ॥ আছয়ে বিংশতি কর জানতো আমার। ইন্দ্রের কুলিশ তাতে হৈয়াছে বিদার ॥ ভূমণ্ডলে আসি তুমি দুই বাহুধর। কুলে শীলে মোর সহ স্পর্দ্ধা কেন কর ॥ ৫৭৫ ॥

রামঃ। সত্যং তে পদ্মযোনিঃ প্রমথকুলগুরুঃ কিন্তু তজ্জন্মভূমেঃ, পদ্মং নৈবোপজীব্যোমমতু বিজয়তে বংশবীজং বিবস্বান্। ধিকত্তে বক্ত্রাণি তানি প্রকটয়সি পুরা যানি জীবন্মৃতানি, স্পষ্টং বাচষ্টবালী মমনৃধি পুরতো বাহু বাহুল্য বীর্য্যং ॥ ৫৭৬ ॥

সত্য বটে পদ্মযোনি কুলগুরু তোর। কিন্তু ব্রহ্মা জন্মেছিল পদ্মের ভিতর ॥ তার উপজীব্য সেই প্রচণ্ড তপন। আমাদের বংশ বীজ করেছে যে জন ॥ ধিক্ ধিক্ তোর সেই আননে কে-

বল। মম অগ্রে প্রকাশিল যে মুখ সকল॥ যত বাহু বল আছে সমরে আমার। বালী রাজা পুর্ব্বে তাহা করেছে প্রচার॥ ৫৭৬॥

অপিচ। ছিত্ত্বামূৰ্দ্ধ্ণঃ কিমিতি সকৃতো ধূর্জটির্যদ্যমীষাং দোস্তস্তানাং ত্রিভুবন বিজয় শ্রীরিয়ং বাস্তবীতি। মূর্দ্ধা নোবা নখলভবতোঃদুর্লভাঃসংভবেযু,র্যদ্দেবস্য ত্বমসি ভবতাং শিল্পিনোহপি প্রপৌত্রঃ॥ ৫৭৭॥

স্বভাবত জয়যদি রয়তবকরে। মস্তক ছেদিয়া কেন পূজেছিলি হরে॥ শিল্পিপটুপদ্মযোনি তারেজানি আমি। তাহারপ্রপৌত্র হও দশানন তুমি॥ দুর্লভ মস্তক তব নহে কদাচন। নির্জনে আপনি তুমি করেছ সৃজন॥ ৫৭৭॥

শ্রীরাম হস্তয়োরুক্তি প্রত্যুক্তী।

রেরে দক্ষিণ হস্ত সাধুসময়েভোক্তুং ভবানগ্রণী, যুদ্ধেমাং পুরতো নিধায় ভবতা কিংপৃষ্ঠতোগম্যতে। নৈবংরামং দয়ানিধে রঘুপতে রাগত্যকর্ণান্তিকং, পৃচ্ছাম্যেক মম শরং দশমুখঃ কিং বধ্যএবেত্যসৌ॥ ৫৭৮॥

ওরে ওরে দক্ষবাহু সমরেতে রও। ভোজন করিতে তুমি অগ্রসর হও॥ যুদ্ধকালে অগ্রে মোরে করিয়া প্রেরণ। পরে তুমি পৃষ্ঠ দেশে করহে গমন॥ তাহা নয় শুন তুমি ওহে বামকর। শ্রীরামের কর্ণমূল যাই ত্বরাতর॥ গমন করিয়া তাহে জিজ্ঞাসি সংশয়। দশানন বধ্য কি না কহত আমায়॥ ৫৭৮॥

রামেণ ছিদ্যমানেরাবণশিরসিতংশশং সর্ব জনোপম্যাহ। এতস্নবংদশমুখশিরঃশং সত্ত কণ্ঠ পীঠ চক্রর্বত্তেধন সিংচ শরেনচৈতত্ত্রগ্রট্টহাসঃ। একত্রামং প্রতিচকুরূতেচ বিক্রমং ক্রোধবাচাদৈন্নক্সানস্তিচরস্তিপুনস্ত্রীচ দশাননায় ৭৬৯

রাবণের একমুণ্ড হইয়া ছেদন। ধরায় প’ড়িয়া কহে কথোপকথন॥ ছিন্ন হইয়া অন্য মাথা দেখে ধনুর্ব্বাণ। সেই মুখে অট্টহাস আছে বিদ্যমান॥ অপর মস্তক ছিন্ন হইয়া সম্প্রতি। অত্যন্ত বিক্রম করে শ্রীরামের প্রতি॥ ক্রোধবাক্যে অন্য শির ছিন্ন হইয়া যায়। নারীগণে আশ্বাসিতে লঙ্কাপুরে যায়॥ ৫৭৯॥

তে ভূমৌপতিতাঃ পুনর্নবনবান্যালোক্য মূর্দ্ধোপরান্ন
খিদ্যন্তইমেনহিত্যপিরং প্রীত্যাট্টহাসংদধুঃ। যেহহং
পূর্ব্বিকয়াপ্রহার মভজন্মাং ছিন্ধিমাং ছিন্ধিমাং ছিন্ধী
ত্যুক্তিপরাঃপুরারিপুরতোল্লঙ্কাপতে মৌলয়ঃ॥ ৫৮০

ভূতলে পড়িয়া সেই সব মুণ্ডচয়। দৃষ্ট কৈল অন্যমাথা পুনর্যুক্ত হয়॥ সেই সব মুণ্ড তাহে খেদ নাহি করে। ছিন্নমাথা যুক্ত দেখে অট্টহাস ধরে। পূর্ব্বে পুরারির অগ্রে সে সকল মাথা। অগ্রে মোরে বধকর কহিল একথা॥ পশ্চাৎ করেছে তারা প্রহার ভজন। সেই মুণ্ড হৈয়াছিল ধরায় পতন॥ ৫৮০॥

হত্বাত্তেদশমংশিরো দশমুখপ্রায়োনভোমণ্ডলং, দৃষ্টো
দেবগণৈঃ সম সুরপতিস্তাতশ্চ যস্মাস্ময়া। তস্মাত্ত্বাং
পুনরন্যজন্মনিরিপুং বাঞ্ছাম্যহং বালপন্, রামশ্চুম্বতি
রাবণস্য বদনং সীতাবিয়োগাতুরঃ॥ ৫৮১॥

রাম ওহে রক্ষপতি লঙ্কেশ রাবণ। তোমার দশম মুণ্ড করিয়া নিধন॥ যে হেতু দেখিনু আমি গগন মণ্ডলে। দেবগণ সহ ইন্দ্র পিতা সেই স্থলে॥ সেই হেতু বাঞ্ছাকরি রাক্ষস দুর্জ্জয়। তোমা সম রিপু যেন জন্মে জন্মে হয়॥ দশানন এই বাক্য কহিয়া তখন। তাহার বদনে রাম করিল চুম্বন॥ ৫৮১॥

রাবণ বধঃ।

ছিন্নাছিন্নানবীনাভবদথবহুশোরাক্ষসাধীশশীর্ষ, শ্রেণী
ভ্যালোকামূর্দ্ধ্বৈঃসকলকপিকুলের্মাতলের্ব্বাক্যজাতৈঃ।
বৃদ্ধ্বাত্তং মর্ম্মবধ্যং জ্বলিত শিখিনিভং ব্রহ্মবাণং গৃহীত্বা
ভিত্বাবক্ষঃস্থলে তৎক্ষয়মনদধোরাবণং রামচন্দ্রঃ॥ ৫৮২॥

রাবণের সেই মুণ্ড ছেদিল নিশ্চয়। নূতন হইয়া তাহে পুনর্য়ুক্ত হয়॥ নল নীল আদি যত বানরের গণ। বিস্ময় হইল তাহা করিয়া দর্শন॥ ইন্দ্রের সারথি পরে এই বাক্য কয়। মর্ম্ম বিদ্ধ্য কৈলে মৃত্যু হইবে নিশ্চয়॥ সেই বাক্য শুনে পরে প্রভু রঘুবর। প্রজ্জ্বলিত শিখাতুল্য লৈয়া ব্রহ্মশর॥ ভেদিলেন তাহে প্রভু তাহার হৃদয়। তদন্তে দুর্জ্জয় বীর পড়িল ধরায়॥ ৫৮২॥

রণশিরসি সুস্ত্রী মক্তমন্দারমালং, স্বয়ময়মরতীর্ণো
লক্ষ্মণন্যস্তহস্তঃ। বিরচিত জয়শব্দো বন্দিভিঃ সান্দ
নন্দা, দিনকরকুললক্ষ্মী সংকৃতো রামভদ্রঃ॥ ৫৮৩॥

রথহৈতে রণভূমে রাম দয়াময়। লক্ষ্মণের করে ধরি হইলা উদয়॥ গগন হইতে যত সুরবধূগণ। মন্দার পুষ্পের মালা করিল অর্পণ॥ শ্রীরামের জয়ধ্বনি বন্দিগণে করে। তপনের কুল লক্ষ্মী ভজিল রঘুবরে॥ ৫৮৩॥

নেপথ্যে। সর্ব্বাগ্রৈর্ব্বাণবন্দ্যাঃ ব্রজত নিজগৃহান্‌রক্তমা
ধোরণত্রাত, স্বর্গেতস্তশালাংনবমুরকরিণং যামিকা
য়াতদেবাঃ। ভূয়োদেব ক্রমাণাং মনুতবতুবনে নন্দনে
সন্নিদেশো, দ্বারে ক্ষিপ্তংবদেতদ্দশবদনশিরঃ কিঙ্করৈঃ
রস্তকস্য॥ ৫৮৪॥

বদ্ধ আছ হেথা যত সুরবধূগণ। অদ্য সব স্বীয়পুরে করয়ে

গমন ॥ ঐরাবত হস্তী লৈয়া তাহার আলয়। সেথা তুমি ক্ষতীশক যাহ পুনরায়॥ হেথায় প্রহরী আছ যত দেবগণ। ত্বরায় ভবনে সব করহে গমন॥ দেববৃক্ষ অদ্য যাহ নন্দনকাননে রাবণের মাথা লৈয়া যমের সদনে॥ কিঙ্কর গণেতে তাহা রাখেছে তথায়। এই শব্দ নটস্থলে অকস্মাৎ হয়॥ ৫৮৪॥

মন্দোদরী বিলাপঃ।

অসুরাধিপময়তনয়া দশমুখপত্নী সুরেন্দ্রজিজ্জননী।
অহমনুকম্প্যাকপিভির্দ্ধি দৈবং বিসদৃশারম্ভং ॥৫৮৫॥

রাবণের দারা আমি ময়দৈত্যসুতা। ইন্দ্রেজয় করেছে যে আমি তার মাতা॥ কপির অধীনা বিধি করিল আমার। অতুল দেবের গতি ধিক্ ধিক্ তায়॥ ৫৮৫॥

ক্বাম্ভোধিঃ ক্ব চ সেতুবন্ধনবিধিঃ ক্বাবস্থিতিভূর্ভৃতা,
লঙ্কেশ ক্ব চ রাঘবো জলনিধেঃ পারং ক্ব বা দুঃসহাঃ।
কিষ্কিন্ধ্যা নগরাসিনোপি কপয়ঃ ক্বৈতে নিশাচারিণঃ,
কার্য্যানাং গতয়ো বিধেরপি নয়ান্ত্যালোচনাগোচরং।৫৮৬

কোথায় জলধি কোথা সেতুর বন্ধন। কোথা বা আছিল সব অচলের গণ॥ কোথায় সমুদ্রপার কোথা লঙ্কেশ্বর। কোথা বা আছিল সেই প্রভু রঘুবর॥ সকল অনর্থ আসি হৈল একোত্তর। অতএব কার্য্যগতি বিধিরগোচর॥ ৫৮৬॥

ভুজাগ্রজাগ্রৎ করবাল জাল, কেলীকলাং খণ্ডিতকাল দণ্ডং। তাং রাবণং হন্ত তথাবিহস্তং কোরামবাণাদ-পরঃপ্রবীরঃ॥ ৫৮৭॥

করবাল যার করে করে আগমন। যমদণ্ড তাহে খণ্ড করেছে যে জন॥ তাহার নিধন হেতু মরি হায় হায়। শ্রীরামের বাণ

ভিন্ন অন্য কেহ নয় ॥ ৫৮৭ ॥

শিবশিরসি শিরাংসি যানিরেজ, শিবশিব তানিলুঠন্তি গৃধ্রপাদে। অয়িখল বিষমঃ পুরাকৃতানাং, প্রভবতি জন্তুষ কর্ম্মণাং বিপাকঃ ॥ ৫৮৮ ॥

পূর্ব্বে ছিল যে মস্তক হরের মাথায়। শকুনের পদে অদ্য লুঠে হায় হায় ॥ পুরাকৃত কর্ম্মভোগে যত জন্তুগণ। বিষম কর্ম্মের ভোগ না হয় খণ্ডন ॥ ৫৮৮ ॥

রাক্ষসাঃ। রাবণস্য রণেভঙ্গঃ পুষ্পাকস্য পরাভবঃ। কপিভির্বিজিতা লঙ্কা জীবদ্ভিঃ কিং ন দৃশ্যতে ॥ ৫৮৯ ॥

রাবণের রণেভঙ্গ হইল গোচর। পুষ্পকের পরাভব দেখিনু তৎপর ॥ কপিগণে লঙ্কাপুরী কৈল পরাজয়। জীবিত থাকিলে বল কি না দেখা যায় ॥ ৮৯ ॥

জাতোব্রহ্মকুলে হগ্রজোধনপতির্যঃকুম্ভকর্ণোগ্রজঃ, সূনুর্বাসবজিৎ স্বয়ং দশশিরা দোর্দ্দণ্ডকা বিংশতিঃ। অস্ত্রং কামগমং বিমানমজয়ং মধ্যেসমুদ্রং পুরী, সর্ব্বংনিস্ফলমেতদেব নিয়তং দৈবংপরং দুর্জয়ং ॥ ৫৯০ ॥

ব্রহ্মকুলে জন্মেছিল রাজা দশানন। তাহার অগ্রজ হয় যক্ষের রাজন ॥ কুম্ভকর্ণ যার পরে জন্মেছে নিশ্চয় ॥ আখণ্ডলে জয় কৈল তাহার তনয় ॥ কি কহিব তার কথা ছিল দশানন। আপনি বিংশতি কর করিত ধারণ ॥ সিন্ধুমধ্যে ছিল পুরী বিমান অজয়। অভিলাষে তার অস্ত্র চলিত সদায় ॥ সকল বিফল তার হৈয়াছে এখন। দুর্জ্জয় দৈবেরগতি বিধিরলিখন ॥

যদৈব্যানগরী সমুদ্রপরিখা কামপ্রদং কাননং, আজ্ঞা

শক্রশিরোমণি প্রণয়নী ত্রৈলোক্য রাজ্যংপরং।
ছিত্বা যেন শিরাংসি তীব্রতপসা সংসেবিতঃ শঙ্কর,
স্তস্যৈবাগতি রিদৃশীকিমপরং সর্ব্বং বিনষ্টং হঠাৎ।৫৯১।

যাহার নগরে সিন্ধু গড়ের সমান। তার মনে অভিলাষ করিত প্রধান॥ বাসবের শিরোমণি আনিত আজ্ঞায়। ত্রিভুবন রাজ্য তার আছিল নিশ্চয়॥ আপনার মুণ্ড দিয়া পূজেছিল হর। তাহার এরূপ দশা হইল অপর॥ হায় হায় একেবারে একি সর্ব্বনাশ। হটাৎ হইল তার সকল বিনাশ॥৫৯১॥

মন্দোদরী প্রণামে রামং প্রতি বিভীষণ বাক্যং।
ইয়মিয়ং ময়দানবনন্দিনী ত্রিদশনাথজিতঃ প্রসবস্থলী। কিমপরং দশকন্ধর গেহিনী ত্বয়িকরোতি করম্বয় যোজনাঃ॥৫৯২॥

রঘুবর এই দেখ ময়ের নন্দিনী। ইন্দ্র জয় করেছে যে তার প্রসবিণী॥ রাবণের নারী ইনি কি কহিব আর। কৃতাঞ্জলি করে আছে তোমার গোচর॥৫৯২॥

বিভীষণং প্রতি রামবাক্যং।
মন্দোদরীভববিভীষণপট্টরাজ্ঞী, ভূয়াদিমাঞ্চ পরিপালয় বীরলঙ্কাং। আজ্ঞাপ্যতাংতদিতিদত্ত সমস্তরাজ্যং সীতাং সভোপনয়নাদিদেশরামঃ।৫৯৩॥

মমবাক্য বিভীষণ করহে শ্রবণ। মন্দোদরী তব রাজ্ঞী হবেন এখন॥ লঙ্কাপুরী মন্দোদরী করিবে পালন। এই আজ্ঞা বভিষণে কহিয়া তখন॥ রাবণের সব রাজ্য সমর্পিয়া তায়। কহিলেন তারে সীতা আনহ সভায়॥৫৯৩॥

সতীত্বপরীক্ষণার্থং অগ্নিপ্রবেশে সীতা বাক্যং।

অয়ং রামঃ স্বামী তদনুজবরো লক্ষ্মণ ইহ, স্বয়ং বায়োঃ সূনু
র্দধিকরমথা বানরগণঃ। মমাকারোজাতে যদি দশমুখে
ভাববশগাস্তদহং ভস্মীস্যামিতি বিশতি বহ্নৌ রঘুবধূঃ।৫৯৪

মম স্বামী রঘুনাথ এই বিদ্যমান। দেবর লক্ষ্মণ এই সন্তান সমান॥ এখানে স্বয়ং আছে পবন নন্দন। আর হেথা আছ যত বানরের গণ॥ যদি মম মন থাকে রাবণে নিশ্চয়। অনলে আপনি আমি হবো ভস্মময়॥ এই বাক্য সকলেরে করিয়া আদেশ। শ্রীরামের বধূ কৈল অগ্নিতে প্রবেশ॥ ৫৯৩॥

বচসি মনসি কায়ে জাগরে স্বপ্নভাবে যদি মম পতিভাবো
রাঘবাদন্যপুংসি। তদিহ দহ মমাঙ্গং পাবনং পাব
কেদং, সুকৃত দুরিতভাজাং ত্বংহি কর্ম্মৈকসাক্ষী।৫৯৪।

কায় মনোবাক্য কিম্বা স্বপ্ন জাগরণে। রামভিন্ন পতি ভাব থাকে অন্যজনে॥ সেহেতু দহন শুন মম নিবেদন। আমার পাবন অঙ্গ করিবে দাহন॥ পাপপুণ্য ভজে যথা যে সকল নর। তাদের কর্ম্মের সাক্ষী তুমি বৈশ্বানর॥ ৫৯৪॥

বহ্নৌ প্রবিষ্টায়াং সীতায়াং।

পদে পাদৌলাক্ষাবসনমিব কৌসুম্ভরঞ্জনং কটিদেশ কেশে
বনরুচিরকহ্লারকুসুমং। হরিদ্রোদ্যানেয়ঘনকুচতটে কণ্ঠ
নিকটে. কৃশানুর্বৈদেহ্যাঃশপথ সময়েভূষণমভূৎ॥ ৫৯৫॥

সীতার শপথ কালে স্বয়ং বৈশ্বানর। ভূষণ হইয়া অঙ্গে শোভে ভয়ঙ্কর॥ করযুগে পাদপদ্মে আপনি দহন। রক্তবর্ণ বাস যেন হইল তখন॥ কটিদেশে সেই বহ্নি কুসুমের প্রায়। কেশ ভালে পদ্ম যেন প্রকাশিত পায়॥ স্তনমুখে বহ্নি হৈল হরিদ্রাক্ত বাস। কণ্ঠদেশে স্বর্ণসম হইল প্রকাশ॥ ৫৯৫॥

তত্তশ্চ। সীত্বামুদীথ্য স্মমুখীং শিখিনঃ প্রবেশে, মুক্তা-স্তপা সমনসঃ সুরসন্দরীভিঃ। স্থিক্রুক্রুয় সকল খেচর মালিকানাং, জাত্তোযথাচিরত্তরং ত্রিদিবে মহার্ঘঃ। ৫৯৬।

বহ্নিমধ্যে আছে সেই সুমথী সুন্দরী। পুষ্পবৃষ্টি কৈল দেখে দেবতার নারী॥ মহামূল্য যত মালি দেবের আলয়। সেই হেতু পুষ্পমালা করিল বিক্রয়॥ ৫৯৬॥

অনন্তরঞ্চ। বহ্নেঃ শুদ্ধি বিধৌতথা ভগবত্ত স্তেজোভিরভ্যদ্যতৈ, রম্লানা মনসূয়ুয়া বিরচিত্তাং২মৌলিস্রজং বিভ্রতী। পাদাঙ্গুষ্ঠ নখাগ্র দত্তনয়না নীবী বিনিন্যাসতঃ, স্তোক-লোকমুখী কৃশানু বলয়াদ্রাঙ নির্গতা জানকী॥ ৫৯৭॥

সখীর রচিত মালা আছিল গলায়। অনলের তেজ তাহা ম্লান নাহি হয়॥ সেই মালা কণ্ঠদেশে করিয়া ধারণ। বহ্নি হৈতে পুনঃ সীতা কৈল আগমন॥ করেতে বলয় আছে কৃশাণু সমান নবী নিরীক্ষণে মথ হৈল দীপ্তমান॥ শ্রীরামের পদে চক্ষু করিয়া অর্পণ। নমিত বদনে সীতা আছেন তখন॥ ৫৯৭॥

অত্রাবসরে অদষ্টায়াং সীতায়াং।

ভগ্নং যদ্ধনুরীশ্বরস্য শিশুনা যজ্জামদগ্ন্যোজিত, স্ত্যক্তা যেন গুরোর্গিরা বুস্থয়ত্তীবদ্ধোত্র মহাম্বানিধিঃ। একৈকং দশকন্ধরক্ষয়কৃতো রামস্য কিং বর্ণ্যতে, দৈবং বিনয় যেন সোপি সহসা সীতা বিযুক্তঃকৃতঃ॥ ৫৯৮॥

শিশুকালে শিবধনু ভাঙ্গিল যে জন। পরাজিত কৈল পরে ভৃগুর নন্দন॥ পিতৃবাক্যে বসুমতি ত্যজে তদন্তর। অরণ্যে আসিয়া বদ্ধ করিল সাগর॥ দশাননে বিনাশিল কি কহিব আর। একেং কি বর্ণনা করিব তাহার॥ অতএব দৈববিধি

হইতে নির্ণয়। সীতার বিচ্ছেদ হৈল যাহাতে নিচয় ॥ ৫৯৮॥

অদগ্ধায়াং সীতায়াং দশরথ সমেতানাং দেবানাং বাক্যং।

বিরম বিরম রাম ত্বৎ কলত্রং পবিত্রং, বয়মধিগতবন্তঃ ,
সাক্ষিণো লোকপালাঃ। কিমপরমনেলঽস্মিন্ হেমবল্লী
বিশুদ্ধা, কুল বিপুলবিভূষাং জানকী তেজনোতি ॥ ৫৯৯

স্থির হও স্থির হও রঘুর তনয়। সতীভার্য্যা সীতা তব জানিবে নিশ্চয় ॥ তারসাক্ষী আছি মোরা যত দেবগণ। দিকপাল আদি হেথা করেছি গমন। অপর কি আর বল কহিব তোমায়। স্বর্ণলতা সম সীতা শুদ্ধ হৈয়া তায় ॥ তোমার কুলের শোভা করিলা উজ্জ্বলা। এই রূপ দেবগণে কহিল সকল ॥ ৫৯৯।

শ্রীরামং প্রতি পরস্পরং তেষাং স্তুতি বচনং।

বিজেতব্যা লঙ্কাচরণ তরণীয়ো জলনিধি, র্বিপক্ষঃ
পৌলস্ত্যো রণভুবি সহায়াশ্চ কপয়ঃ। তথাপ্যেকো
রামঃ সকলমজয় দ্রাক্ষসকুলং, ক্রিয়াসিদ্ধিঃ সত্ত্বে ভবতি
মহতাং নোপকরণে ॥ ৬০০ ॥

অজেয়া আছিল লঙ্কা কৈলে পরাজয়। চরণে তরিলে সিন্ধু আপনি নিশ্চয় ॥ তাহে রিপু হৈল আসি রাজা দশানন। সহায় হইল রণে বানরের গণ ॥ তথাপি একাকী তুমি রঘুর তনয়। রাক্ষসের সব কুল কৈলে পরাজয় ॥ কার্য্য সিদ্ধি হয় যথা মহ আগমন। তথায় নাহিক আর অন্য প্রয়োজন ॥ ৬০০ ॥

রামোমূর্দ্ধ্নি নিধায় কাননমগান্মালামিবাজ্ঞাং গুরো,
স্তদ্ভক্ত্যা ভরতেন রাজ্যমখিলং মাত্রাসহৈবোজ্ঝিতং।
তৌ সুগ্রীব বিভীষণা বনুগতৌ নীতৌপরাং সম্পদং,
প্রোদ্ধৃতাদশকন্ধর প্রভৃতয়ো ধ্বস্তাঃসমস্তাদ্বিষঃ ৬০১।

মালতেুজ্য পিতৃ আজ্ঞা শ্রীরঘুনন্দন। মস্তকে লইয়া কৈল অরণ্যে গমন॥ তব ভক্তিক্রমে সেই অনুজ ভরত। মাতাসহ রাজ্যধন ত্যজিল তাবৎ॥ অনুগত বিভীষণ আর কপিবর। অতুলসম্পদ দুয়ে দিলা রঘুবর॥ রাবণ প্রভৃতি ছিল যত রিপুগণ। ক্রমে ক্রমে সব শত্রু করেছ নিধন॥ ৬০১॥

ত্রৈলোক্য বিদিতঞ্চৈতৎ নামোচ্চারয়তি ধ্রুবং।
মৈথিলী রাম রামেতি রামো জানকী জানকী॥ ৬০২॥

ত্রিভুবনে তব নাম জ্ঞাত সর্বজন। সেই হেতু এই নাম করে রণ॥ শ্রীরাম জানকীনাথ দূর্বাদল শ্যাম। বিদেহনন্দিনী রাব জানকী শ্রীরাম॥ ৬০২॥

রামং প্রতি লোকপালাঃ।

অধাক্ষীদ্যো লঙ্কা মযমিয় মুমস্ত মতর, বিশল্যং সৌমিত্রেরমমূপনিনায়ৌষধিবরং ইতিস্ম রংস্মারং ত্বদরি নগরীতিত্তিলিখিত, হনুমন্তং দন্তৈর্দশতি কুপিতো রাক্ষসগণঃ॥ ৬০৩॥

আমাদের লঙ্কাপুরী করেছে দাহন। করেছিল এই ব্যক্তি সমুদ্র লঙ্ঘন॥ ঔষধি আনিয়া এই পবন তনয়। বিশল্য করেছে হনু লক্ষ্মণে নিশ্চয়॥ এই কথা পুনঃ পুনঃ করিয়া স্মরণ। তব অরি পুরে হনূ আছয়ে লিখন॥ রাগান্ধ হইয়া যত রাক্ষসের গণ পবন সুতের মূর্ত্তি করয়ে দংশন॥ ৬০৩॥

হত্বাতং রাবণং বীরং সীতামাদায় রাঘবঃ। অযোধ্যাঞ্চ গমিষ্যামি সুহৃদ্ভিঃ সহসীতয়া॥ ৬০৪॥

নিধন করিয়া সেই দুর্জ্জয় রাবণ। জানকী লইয়া সঙ্গে শ্রীরঘুনন্দন

বুঝিবেন আযোধ্যা রাজ্যে হৈয়াছে নিশ্চয়। সীতাসহ শ্রীরামের আনন্দ হৃদয় ॥ ৬০৪॥

সীতাং প্রতি রামঃ।

যস্যাং মণিনির্জ্জরিত চন্দ্রিকমর্কপাদৈ, স্ত্রাসান্নিশাচরপতে রুষসি ব্যলাপি। ব্যাবর্ত্তবক্তুকমলং কমলাক্ষি পশ্য, লঙ্কেতিতাং নববিভীষণ রাজধানীং ॥ ৬০৫ ॥

রাবণের ভয়ে সূর্য্য লঙ্কার ভিতর। প্রভাতে কিরণ অল্প করে নিরন্তর ॥ তাহে নাহি লুকায়িত কৌমুদীসকল। পদ্মেরপ্রকাশ মাত্র হইতো কেবল ॥ সেই লঙ্কা বিভীষণের নবরাজধানী। নিরীক্ষণ কর তাহা কমল নয়নী ॥ ৬০৫ ॥

পুনরপি রামঃ সীতামাহ।

অত্রাসীৎফণিপাশ বন্ধনবিধিঃ শক্ত্যাভবদ্দেবরে, গাঢ়ং বক্ষসিতাড়িতে হনূমতা দ্রোণাদ্রিরত্রাহৃতঃ। দিব্যৈরিন্দ্রজিদত্র লক্ষ্মণশরৈর্লোকান্তরংপ্রাপিতঃ, কেনাপ্যত্র মৃগাক্ষিরাক্ষসপতেঃ কৃত্তাচকণ্ঠাটবী ॥ ৬০৬ ॥

নাগপাশেবদ্ধঃ হেথা হইনু দুজন। শক্তিশেলে পড়েছিল হেথায় লক্ষ্মণ। গন্ধমাদন হেথা আনে পবন তনয়। মেঘনাদে বধ কৈল অনুজ হেথায় ॥ শুন ওহে প্রাণপ্রিয়ে আমার বচন। আর কেহ কৈল হেথা রাবণ নিধন ॥ ৬০৬ ॥

বৈদেহী সমবাপ্যদারগিনারক্ষে প্রয়াণেহগ্রতো, দৃষ্ট্বাপুষ্পক সংস্থিতেন রভসা দ্যাকাশমারোহতা। লঙ্কা সাগর জানকী বনরণ ক্ষৌণী চমৎকারিকা, অম্বুব জ্জলবিন্দুবজ্জলজবজ্জম্বালবজ্জালবৎ ॥ ৬০৭ ॥

জানকী লইয়া সঙ্গে শ্রীরঘুনন্দন। পুষ্পক বিমানে শূন্যে কৈল

আরোহিণ॥ গমনে উদ্যোগী হৈয়া প্রভু দয়াময়। দেখিলেন চমৎকার এসব তথায়॥ জম্বুফল তুল্য আছে সেই লঙ্কাপুরী। কমলের সম যেন জানকী সুন্দরী॥ জালসম রণভূমি বন পঙ্ক প্রায়। জলবিন্দু সম সিন্ধু আছয়ে তথায়॥ ৬৭॥

অথদহনবিশুদ্ধাং তাং সমাদায় সীতাং, রজনিচরক পীন্দ্রৈর্বন্দিতঃপুষ্পকেন। পুরমগমদযোধ্যাং মন্ত্রিযূথৈর্মিলিত্বা৽ সপদিভরতদত্তাং রাজ্যলক্ষ্মীং সভেজে। ৬৮।

দহনে বিশুদ্ধা সেই বিদেহ নন্দিনী। পুষ্পক বিমানে তাঁরে লৈয়া রঘুমণি॥ হেনকালে আসি যত বানরের গণ। স্তব কৈল রঘুনাথে আর বিভীষণ॥ সঙ্গেলয়া মন্ত্রিগণ প্রভু তদনন্তর। প্রবেশিল আসি রাম অযোধ্যা নগর॥ তদন্তে আসিয়া সেই কৈকয়ী নন্দন। আপনার রাজ্যলক্ষ্মী করিল অর্পণ রাজ্যদান কৈল যদি সেই গুণধাম। তবে তার রাজ্যলক্ষ্মী লইলেন রাম। ৬৮।

এষঃশ্রীলহনুমতা বিরচিতে শ্রীমন্মহানাটকে, বীর শ্রীযুত রামচন্দ্র চরিতে প্রত্যাদ্ধৃতে বিক্রমৈঃ। মিশ্র শ্রীমধুসূদনেন কবিনা সন্দর্ভ্য সঙ্গ্রীকৃতে, রাজ্য যোজন নামকোঽত্রগতবানঙ্কো নবম্চোজ্জ্বলঃ॥

সমাপ্তোয়ং গ্রন্থঃ।

———ঃঃ———